Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুজন মোহাম্মদ দেলোয়ার

রোলঃ ২৩১০০১১০১৩৯

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুজন মোহাম্মদ দেলোয়ার

রোলঃ ২৩১০০১১০১৩৯

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " গীবত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সুজন মোহাম্মদ দেলোয়ার, আইডিঃ ২৩১০০১১০১৩৯ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " গীবত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা রাহাত আহমাদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

সুজন মোহাম্মদ দেলোয়ার

আইডিঃ ২৩১০০১১০১৩৯

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সূচিপত্র

অধ্যায় ১: ভূমিকা ও গীবতের ধারণাগত কাঠামো..8

১.১ ভূমিকা:..8

১.২ মানব সমাজে জিহ্বার গুরুত্ব ও ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি: 8

১.৩ গীবত' শব্দের শাব্দিক, বুৎপত্তিগত ও আভিধানিক বিশ্লেষণ 9

১.৪ গীবতের পরিচয়..9

১.৫ গীবতের কতিপয় পরিভাষা : 10

১.৬ শরয়ি পরিভাষায় গীবতের সংজ্ঞা 14

১.৭ গীবত, বুহতান (অপবাদ) এবং নামিমাহ (চোগলখুরি)-এর মধ্যকার সূক্ষ্ম পার্থক্য ও হুকুম 16

১.৮ গীবতের বিভিন্ন প্রকারভেদ 17

১.৯ অনুপস্থিত কোনো ব্যক্তির সম্মানহানি বা দোষত্রুটি প্রকাশ করার মাধ্যমগুলোর ওপর ভিত্তি করে গীবতকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে।..18

১.১০ গীবতের ক্ষেত্র, পাত্র ও বহিঃপ্রকাশের বিস্তারিত শ্রেণিবিন্যাস 21

অধ্যায় ২: পবিত্র কুরআনের আলোকে গীবত..36

২.১ সূরা আল-হুজুরাতের ১২ নম্বর আয়াত:...37

২.২ 'মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া' উপমার মনস্তাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ 39

২.৩ সূরা আল-হুমাযাহ (আয়াত: ১)-এর আলোকে ‘হুমাযাহ’ ও ‘লুমাযাহ’-এর ব্যাখ্যা এবং 'ওয়াইল' জাহান্নামের হুঁশিয়ারি...40

২.৪ সূরা আন-নিসা এবং সূরা আন-নূরের আলোকে মুমিনদের চরিত্রে দাগ লাগানোর পার্থিব ও পরকালীন শাস্তি..42

২.৫ কুরআনের অন্যান্য আয়াতে গীবতের আলোচনা..44

অধ্যায় ৩: সুন্নাহ ও হাদিসের আলোকে গীবতের আজাব/ ভয়াবহতা.............................55

৩.১ মিরাজের দীর্ঘ হাদিস: তামার নখ দিয়ে মুখ ও বুক ক্ষতবিক্ষত করার আজাবের রূপরেখা 55

৩.২ মদিনার আকাশে পচা লাশের দুর্গন্ধের অলৌকিক ঘটনা ও তার সামাজিক গুরুত্ব....56

৩.৩ ‘মুফলিস’ বা পরকালের মহানিঃস্বতা..57

৩.৪ উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.)-এর ছোট মন্তব্য ও সমুদ্রের পানি বিষাক্ত হওয়ার রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হুঁশিয়ারি..58

৩.৫ মায়েয ইবনে মালিক (রা.)-এর বিচারিক ঘটনা এবং পচা গাধার গোশত খাওয়ার উপমা...59

৩.৬ দুই কবরের আজাবের প্রত্যক্ষ কারণ (চোগলখুরি ও গীবত) 60

৩.৭ ব্যভিচারের চেয়েও মারাত্মক কেন? (বান্দার হকের জটিলতা)................................61

৩.৮ আরো কিছু হাদিসের দলিল নিচে দেয়া হলো। যেগুলো থেকে বোঝা যায় গীবত কতটা ভয়ানক। 62

অধ্যায় ৪: গীবত করার মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজবৈজ্ঞানিক কারণ 64

৪.১ মানুষের গীবত করার অন্তরালে লুকিয়ে থাকা মানসিক ব্যাধিসমূহ...........................64

৪.২ হিংসা (حسد, ক্ষোভ ও ক্রোধ মেটানোর সস্তা হাতিয়ার হিসেবে গীবত......................67

৪.৩ অহংকার, আত্মশ্লাঘা এবং নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার হীন মানসিকতা 69

৪.৪ বন্ধুদের আড্ডায় 'সস্তা জনপ্রিয়তা' বা পিয়ার গ্রুপের (Peer Group) আনুগত্যের মনস্তত্ত্ব..70

৪.৫ নিজের দোষ, দুর্বলতা বা অপরাধ ঢাকতে অন্যের অনুরূপ দোষের জোরেশোরে চর্চা করা...73

অধ্যায় ৫: ব্যক্তি, পরিবার ও মানব সমাজে গীবতের বিধ্বংসী প্রভাব 74

৫.১ কিয়ামতের দিন আমলনামা শূন্য হওয়ার ভয়াবহ (হাদিসে মুফলিস-এর বিবরণ)......74

৫.২ পারিবারিক বন্ধনে ভাঙন, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন এবং চিরস্থায়ী শত্রুতার জন্ম......76

৫.৩ ইবাদতের আধ্যাত্মিকতা ধ্বংস: রোজা, নামাজ ও তাকওয়ার ওপর গীবতের নেতিবাচক প্রভাব 78

অধ্যায় ৬: যেসব ক্ষেত্রে গীবত বৈধ: ইসলামি ফিকহের ব্যতিক্রমী হুকুম.........................81

৬.১ সমাজ ও মানুষের বৃহত্তর কল্যাণে গীবতের বৈধতার শরিয়তসম্মত মূলনীতি............81

৬.২ ১ম ক্ষেত্র: জুলুমের প্রতিকার ও বিচারকের কাছে জালেমের অন্যায়ের বিবরণ.........81

৬.৩ ২য় ক্ষেত্র: অন্যায় দূরীকরণ ও পাপীকে সংশোধনের উদ্দেশ্যে ক্ষমতাবানের সাহায্য চাওয়া.........83

৬.৪ ৩য় ক্ষেত্র: ফতোয়া বা শরিয়তের সঠিক সমাধান জানার জন্য নির্দিষ্ট ঘটনার বিবরণ (হিন্দের হাদিস).........84

৬.৫ ৪র্থ ক্ষেত্র: মুসলমানদের বড় ক্ষতি ও ধোঁকা থেকে সতর্ক করা (বিয়ের প্রস্তাব, ব্যবসা, এবং ইলমুল জারহ ওয়াত তাদিল).........85

৬.৬ ৫ম ক্ষেত্র: সমাজে প্রকাশ্যে ও বুক ফুলিয়ে পাপাচারী (মুজাহির বিল ফিসক) ব্যক্তির সমালোচনা.........86

৬.৭ ৬ষ্ঠ ক্ষেত্র: অবমাননা ছাড়া কেবল পরিচয় স্পষ্ট করার স্বার্থে শারীরিক ত্রুটির উপাধি ব্যবহার.........87

৬.৮.বৈধ গীবতের আরো কিছু বর্ণনা উল্লেখ করা হলো:.........88

অধ্যায় ৭: গীবত শোনা এবং শ্রোতার সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব.........93

৭.১ অনুপস্থিত ভাইয়ের সম্মান রক্ষার ফজিলত.........93

৭.২ শ্রোতার ৩টি করণীয় পদক্ষেপ.........93

৭.৩ গীবতের মজলিসে শ্রোতার ৩টি করণীয় পদক্ষেপ (বাধা দেওয়া, বিষয় পরিবর্তন করা, মজলিস বর্জন).........95

৭.৪ মুনাফিকদের মনস্তত্ত্ব বনাম মুমিনদের চারিত্রিক দৃঢ়তা.........98

অধ্যায় ৮: গীবতের কাফফারা, তওবার পদ্ধতি ও বান্দার হক.........100

৮.১ আল্লাহর হক ও বান্দার হকের তুলনামূলক বিশ্লেষণ.........100

৮.২ তওবার পদ্ধতি:.........101

৮. ৩ আল্লাহর হকের অংশ.........101

৮.৪. বান্দার হকের অংশ (ফিকহি মাসআলা).........102

৮.৫ গীবতের তওবার ৩টি মৌলিক শর্ত.........102

অধ্যায় ৯: ডিজিটাল যুগে গীবতের রূপান্তর.........107

৯.১ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (Facebook, YouTube, WhatsApp)-এ গীবতের আধুনিক রূপ 107

৯.২ ট্রল পেজ, রোস্টিং ভিডিও এবং কমেন্ট সেকশনে পরনিন্দার ছড়াছড়ি ও আইনি হুকুম 108

৯.৩ মুখের গীবত বনাম কীবোর্ড বা ডিজিটাল গীবতের ভয়াবহতা (কোটি কোটি শ্রোতার আমলনামা) 109

৯.৪ সাইবার বুলিং ও ইসলামে মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা 110

৯.৫ রিপোর্টের জন্য সমাজবৈজ্ঞানিক ও সাইবার-ফিকহি সমাধান (Conclusion)......... 111

অধ্যায় ১০: গীবত থেকে বাঁচার ব্যবহারিক ও আত্মশুদ্ধিমূলক চিকিৎসাপত্র 113

১০.১ মৌনতার ক্ষমতা ও জিহ্বার সংযম সাধনা 113

১০.৩ মজলিস বা আড্ডা নির্বাচন এবং নেতিবাচক পরিবেশ বর্জনের কৌশল 115

১০.৪ মৃত্যু, কবর এবং পরকালের জবাবদিহিতার ভয় অন্তরে জাগ্রত রাখার ব্যবহারিক উপায় 116

অধ্যায় ১১: উপসংহার ও সামাজিক নীতিমালা.. 118

১১.১ একটি সুস্থ, নিরাপদ ও ফিতনামুক্ত আদর্শ সমাজ গঠনে জিহ্বার পবিত্রতার গুরুত্ব 118

১১.২ পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সামাজিক পর্যায়ে নৈতিকতা চর্চার সুপারিশমালা 119

১১.৩ মসজিদের মিম্বর ও মিডিয়ার ভূমিকা.. 120

১১. পরিশিষ্ট এবং গবেষণা ও তথ্যসূত্র 121

অধ্যায় ১: ভূমিকা ও গীবতের ধারণাগত কাঠামো

১.১ ভূমিকা:

গীবত একটি ভয়াবহ পাপ। সমাজে যেসব পাপের প্রচলন সবচেয়ে বেশী তন্মধ্যে গীবত অন্যতম। এই পাপটি নীরব ঘাতকের মতো। বান্দার অজান্তেই এটা তার নেকীর ভান্ডার নিঃশেষ করে দেয় এবং তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করে ছাড়ে। এটি চুরি-ডাকাতি, সূদ-ঘুষ, যিনা-ব্যভিচার ও মরা মানুষের পঁচা গোশত খাওয়ার চেয়েও মারাত্মক ও নিকৃষ্ট। কিন্তু অবাক করা ব্যাপার হ'ল এই জঘন্য পাপটি মানুষ হরহামেশাই করে থাকে। চায়ের আসর থেকে শুরু করে সোশাল মিডিয়া ও স্বাভাবিক আলাপচারিতায় এটা অনেকের স্বভাবসুলভ আচরণে পরিণত হয়ে গেছে। আরো আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে আল্লাহর ঘর মসজিদে বসেও অনেকে এই গর্হিত পাপ করতে কুণ্ঠিত হয় না। সমাজের পরিচিত নেককার বান্দাদের মধ্যেও খুব কম মানুষই গীবতের এই নোংরা পাপ থেকে বাঁচতে পারে। নবী-রাসূল ছাড়া পৃথিবীর কোন মানুষই দোষ-ত্রুটি ও ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। কিন্তু ইসলাম সেই ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করাকে হারাম ঘোষণা করেছে। এমনকি সেই দোষচর্চা শ্রবণ করাকেও নিষিদ্ধ করেছে। বক্ষমাণ নিবন্ধে আমরা গীবতের বিবিধ অনুসঙ্গ নিয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

১.২ মানব সমাজে জিহ্বার গুরুত্ব ও ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি:

ইসলামে মানুষের বাকস্বাধীনতা এবং জিহ্বার ব্যবহারকে একটি চরম আমানত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে জিহ্বা সবচেয়ে ছোট হলেও এর কার্যকারিতা এবং প্রভাব সবচেয়ে সুদূরপ্রসারী। ইমাম গাজ্জালী (রহ.) তাঁর *'এহয়াউ উলুমিদ্দীন'* গ্রন্থে লিখেছেন:

"জিহ্বা আল্লাহর এমন এক নেয়ামত, যা দিয়ে মানুষ যেমন জান্নাতের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছাতে পারে, তেমনি এর অপব্যবহারে জাহান্নামের অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হতে পারে।"

ইসলামি সমাজব্যবস্থার মূল ভিত্তি হলো পারস্পরিক বিশ্বাস, ইজ্জত-আব্রুর নিরাপত্তা এবং ভ্রাতৃত্ববোধ। রাসুলুল্লাহ (সা.) বিদায় হজের ভাষণে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিলেন,

"তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সম্মান আজকের এই দিনের মতো, এই মাসের মতো এবং এই শহরের মতোই পবিত্র ও হারাম।" (সহিহ বুখারি)। গীবত বা পরনিন্দা সরাসরি মানুষের এই 'সম্মান' নামক পবিত্র দুর্গকে ধূলিসাৎ করে দেয়।

১.৩ গীবত' শব্দের শাব্দিক, বুৎপত্তিগত ও আভিধানিক বিশ্লেষণ

মানব সমাজে পারস্পরিক সম্প্রীতি, বিশ্বাস ও শান্তি বজায় রাখার জন্য ইসলাম জিহ্বা বা বাণীর হেফাজতের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। মুখের একটি কথাই সমাজকে যেমন জান্নাতি সুখে ভরিয়ে দিতে পারে, তেমনি একটি কথাই সমাজকে জাহান্নামের আগুনে জ্বালিয়ে দিতে পারে।

‘গীবত’ (ُالغِيْبَة) আরবী শব্দ, ‘গায়ব’ (غيب) ধাতু থেকে এসেছে, যার অর্থ অনুপস্থিতি, গোপন, পরোক্ষ বা অদৃশ্য। যার আভিধানিক অর্থ হ’ল- পরনিন্দা করা, দোষচর্চা করা, কুৎসা রটনা, পেছনে সমালোচনা করা, দোষারোপ করা, কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষগুলো অন্যের সামনে তুলে ধরা।

১.৪ গীবতের পরিচয়

শরীয়তের দৃষ্টিতে গীবত হলো কারো অনুপস্থিতে তার এমন কোন দোষ গুণ বর্ণনা করা যা সে শুনলে কষ্ট পাবে তাই সে মুখের দ্বারা তার গীবত করুক অথবা কলমের দ্বারা কিংবা কোন অঙ্গ পতঙ্গের দ্বারা অথবা অন্য কোন পদ্ধতিতে এটি গীবত হিসেবে বিবেচিত হবে সমালোচিত ব্যক্তি তাই মুসলিম হোক বা কাফের হোক সেটা গীবত হিসেবে সাব্যস্ত হবে ।

নিম্নুক্ত হাদিস থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

একবার একজন বেটে আকৃতির মহিলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে আসলেন, তিনি যখন চলে গেলেন তখন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল মহিলাটি বেটি আকৃতির। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম বলেন- হে আয়েশা, তুমি ওই মহিলার গীবত করলে?হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু

তা'আলা আনহু বললেন- হে আল্লাহর রাসূল, আমি তো তার এমন কোন দোষ গণনা করিনি যা তার মধ্যে নেই । আমি তার বেটি আকৃতি হওয়ার বিষয়টি বললাম। এটি তার মধ্যে রয়েছে তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বলেন এ আয়েশা তুমি সত্য বলেছ। কিন্তু তুমি তার মন্দ বিষয়টি তার অনুপস্থিতে প্রকাশ করেছো তাই এটি গীবত হিসেবে সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে যদি তুমি তার এমন কোন দোষ প্রকাশ করতে যা তার মধ্যে নেই তাহলে সেটি হত তোহমত, অপবাদ।

ইমাম মুহিউদ্দীন নববী (রহঃ) বলেন, ‘গীবত হচ্ছে মানুষের মধ্যে বিদ্যমান দোষ-ক্রটি নিয়ে আলোচনা করা, যা সে অপসন্দ করে। চাই সেই দোষ-ক্রটির সম্পর্ক তার দেহ-সৌষ্ঠব, দ্বীনদারিতা, দুনিয়া, মানসিকতা, আকৃতি, চরিত্র, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, পিতামাতা, স্ত্রী, চাকর-বাকর, পাগড়ি, পোষাক, চলাফেরা, ওঠা-বসা, আনন্দ-ফুর্তি, চরিত্রহীনতা, রূঢ়তা, প্রফুল্লতা-স্বেচ্ছাচারিতা বা অন্য যেকোন কিছুর সাথেই হোক না কেন। এসবের আলোচনা আপনি মুখে বলে, লিখে, আকার-ইঙ্গিতে, চোখের ইশারায়, হাত দিয়ে, মাথা দুলিয়ে বা অন্য যেকোন উপায়েই করুন না কেন, তা গীবত’।

বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত ইব্রাহিম রহমতুল্লাহি বলেন, তুমি যখন অন্যের কোন দোষ বর্ণনা করবে যা তার মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে তাহলে সেটি হবে গীবত। পক্ষান্তরে যদি সে দোষটি তার মাঝে বিদ্যমান না থাকে তাহলে সেটি হবে তহমত, অপবাদ।

একটি ভুল ধারণা

" অনেকে মনে করে তাকে যে গীবত বলা হয় কারো এমন দোষক্রটি প্রকাশ করা যা তার সামনে বলা যাবে না সুতরাং যে দোষ তার উপস্থিতিতে বর্ণনা করা যায় সেটি তার অনুপস্থিতিতে বর্ণ্না করা হলে সেটি গীবত হবে না এটি নিতান্তই ভ্রান্ত ধারণা।

কিছু লোকের ধারণা, কেবল মানুষ অজানা কোন দোষ গণনা করার নামই গীবত , তাই তার যেসব দোষ সম্পর্কে লোকের অবগত আছে সেগুলো বর্ণনা করা গীবত নয়, এটি ভুল বরং তার জানা-অজানা যেকোন দোষক্রটি প্রকাশ করার নামই গীবত।

১.৫ গীবতের কতিপয় পরিভাষা :

হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, ‘গীবতের তিনটি ধরন আছে। যার প্রত্যেকটি আল্লাহর কিতাব কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে- গীবত, ইফ্ক এবং বুহতান।

১.৫.১. গীবত (পরনিন্দা) : গীবত হচ্ছে তোমার ভাইয়ের ব্যাপারে এমন কিছু দোষ-ত্রুটির কথা বলা, যা বাস্তবেই তার মাঝে বিদ্যমান আছে।

১.৫.২. ইফ্ক (মিথ্যা রটনা) : তোমার কাছে কারো দোষ-ত্রুটির ব্যাপারে যে সংবাদ পৌঁছেছে, সেটা বলে বেড়ানো বা যাচাই না করে অন্যকে বলে দেওয়া। (যেমন- মা আয়েশা (রাঃ)-এর ব্যাপারে ঘটেছিল)।

১.৫.৩. বুহতান (অপবাদ) : রাসূলের উক্তি তোমার ভাইয়ের ব্যাপারে এমন কিছু বলা, যা তার মাঝে নেই'। তবে গীবতের আরো কিছু পরিভাষা আছে। যা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

১.৫.৪. নামীমাহ (চোগলখুরী) : পরস্পরের মাঝে ফাসাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একজনের কথা অরেকজনকে বলা। এটাকে নামীমাহ বা চোগলখুরী বলা হয়।[5] ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, 'অনেকে ইখতিলাফ করেন যে, 'গীবত' ও 'নামীমাহ' কি একই জিনিস নাকি ভিন্ন কিছু? এ ব্যাপারে সঠিক কথা হ'ল উক্ত দুই পরিভাষার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। 'নামীমাহ' হ'ল ফাসাদ সৃষ্টি করার মানসিকতা নিয়ে একজনের অপসন্দনীয় কথা অন্যকে বলে দেওয়া, সেটা জেনে হোক বা না জেনে হোক। আর 'গীবত' হ'ল কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা, যা সে অপসন্দ করে। এখানে সূক্ষ্ম পার্থক্য হ'ল- 'নামীমাহ'-তে দ্বন্দ্ব বা অশান্তি সৃষ্টি করার হীন উদ্দেশ্য থাকে। কিন্তু 'গীবতে' সেই উদ্দেশ্য নাও থাকতে পারে'। নামীমাহ ধরনগত দিক থেকে গীবতের মতো হ'লেও ভয়াবহতার দিক দিয়ে এটা গীবতের চেয়েও মারাত্মক ও সমাজবিধ্বংসী কর্মকান্ড। কেননা চোগলখুরীর মাধ্যমে সমাজে বিশৃঙ্খলা, মারামারি, হানাহানি, হিংসা-বিদ্বেষ ও অশান্তির দাবানল জ্বলে ওঠে।

১.৫.৬. হুমাযাহ ও লুমাযাহ : পবিত্র কুরআনের 'সূরা হুমাযাহ'-তে এই দু'টি পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। 'হুমাযাহ' শব্দের অর্থ হ'ল 'সম্মুখে নিন্দাকারী'। আর 'লুমাযাহ' শব্দের অর্থ হ'ল 'পিছনে নিন্দাকারী'। আবুল 'আলিয়াহ, হাসান বাছরী, রবী' বিন আনাস, মুজাহিদ, আত্বা প্রমুখ বিদ্বান বলেন, الْهُمَزَةُ: الَّذِي يَغْتَابُ وَيَطْعَنُ فِي وَجْهِ الرَّجُلِ، وَاللُّمَزَةُ: الَّذِي يَغْتَابُهُ مِنْ خَلْفِهِ إِذَا غَابَ، 'হুমাযাহ' হ'ল সেই ব্যক্তি, যে মানুষের মুখের উপর নিন্দা করে এবং দোষারোপ করে। আর 'লুমাযাহ' হ'ল সেই ব্যক্তি যে পিছনে তার অনুপস্থিতিতে নিন্দা করে'।

১.৫.৭. শাত্ম : 'শাত্ম'-এর অর্থ হ'ল- তিরস্কার করা, ভৎর্সনা করা, গালি দেওয়া, ব্যঙ্গ করা, কটূক্তি করা। অর্থাৎ সত্য কথার বিপরীতে কারো দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা, সেটা

নিয়ে ঠাট্টা করা বা কটূক্তি করাকে 'শাত্ম' বলা হয়।সাধারণ মানুষকে নিয়ে কটূক্তি করলে সেটা মহাপাপ। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নিয়ে যদি কেউ কটূক্তি করে, তাহ'লে তাকে হত্যা করা অপরিহার্য। এ ব্যাপারে পৃথিবীর সকল মাযহাবের সকল আলেম একমত। রাসূলকে নিয়ে ব্যঙ্গকারীকে 'শাতিমুর রাসূল' বলা হয়।

বিভিন্ন প্রকার গীবতের পরিভাষার তুলনা নিচে দেয়া হলো :

ক্রম	অপরাধের নাম ও পরিভাষা	মূল অর্থ ও সহজ পরিচয়	কুরআন ও হাদিসের দলিল	পরকালীন বা পার্থিব শাস্তি
১	গীবত (পরনিন্দা)	অনুপস্থিত কোনো মুসলিম ভাইয়ের এমন কোনো সত্য দোষ আলোচনা করা যা সে শুনলে কষ্ট পাবে।	সূরা আল-হুজুরাত: ১২সহিহ মুসলিম: ২৫৮৯	মৃত ভাইয়ের পচা গোশত খাওয়ার আজাব; জাহান্নামে তামার নখ দিয়ে নিজের মুখমণ্ডল আঁচড়ানো।
২	ইফক (মিথ্যা রটনা/গুজব)	সত্য-মিথ্যা যাচাই না করে সমাজে কোনো ভিত্তিহীন কুৎসা বা স্ক্যান্ডাল ছড়ানো (যেমন: হযরত আয়েশা রা.-এর ঘটনা)।	সূরা আন-নূর: ১২(ওয়াকিয়ায়ে ইফক)	দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর লানত এবং যন্ত্রণাদায়ক কঠিন শাস্তি।
৩	বুহতান (মিথ্যা অপবাদ)	কোনো ব্যক্তির নামে এমন কোনো মিথ্যা দোষ বা অপরাধের বোঝা চাপানো—যা সে মোটেও করেনি।	সূরা আল-আহযাব: ৫৮সহিহ মুসলিম: ২৫৮৯	স্পষ্ট মহাপাপের বোঝা বহন করা; কিয়ামতের দিন 'মুফলিস' বা সর্বস্বান্ত হয়ে জাহান্নামে যাওয়া।
৪	নামীমাহ (চোগলখুরি)	দুই পক্ষের মধ্যে ঝগড়া ও ফাটল ধরানোর উদ্দেশ্যে এক জনের কথা অন্য জনের কাছে গিয়ে লাগানো।	সহিহ বুখারি: ৬০৫৬সহিহ মুসলিম: ১০৫	"চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" এবং কবরের কঠিন আজাব।
৫	হুমাযাহ (পেছনে ইশারায় নিন্দা)	অনুপস্থিত ব্যক্তির পেছনে ইশারা-ইঙ্গিতে, চোখ টিপে বা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে কাউকে হেয় বা ছোট করা।	সূরা আল-হুমাযাহ: ১(প্রথম অংশ)	‘ওয়াইল’ নামক জাহান্নামের ভয়ংকর উপত্যকায় নিক্ষেপ।
৬	লুমাযাহ (সামনে কটু কথা বলা)	মানুষের সামনে সরাসরি মুখের ওপর কটূক্তি করা, খুঁত ধরা, খোঁটা দেওয়া বা অপমান করা।	সূরা আল-হুমাযাহ: ১(দ্বিতীয় অংশ)	‘ওয়াইল’ নামক জাহান্নামের প্রজ্বলিত আগুন ও ধ্বংসের ঘোষণা।

৭	শাত্ম (গালিগালাজ/অশ্লীল ভাষা)	কাউকে মুখে অশ্লীল, মন্দ বা কুৎসিত ভাষা ব্যবহার করে গালি দেওয়া, অভিশাপ দেওয়া বা সম্মানহানি করা।	সহিহ বুখারি: ৪৮-সহিহ মুসলিম: ৬৪	মুসলমানকে গালি দেওয়া "ফাসেকী বা পাপাচার"; কিয়ামতের দিন নেক আমল হারানোর অন্যতম কারণ।

১.৬ শরয়ি পরিভাষায় গীবতের সংজ্ঞা

ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় 'গীবত' কোনো সাধারণ সামাজিক অসদাচরণ নয়, এটি একটি সুনির্দিষ্ট অপরাধ এবং কবিরা গুনাহ (মহাপাপ)। সাধারণ পরিভাষায়—কোনো মুসলিম ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার এমন কোনো সত্য দোষ বা বিষয়ের আলোচনা করা, যা সে জানতে পারলে মনে কষ্ট পাবে—তাকে গীবত বলে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) একদিন সাহাবিদের জিজ্ঞেস করলেন:

أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ *(তোমরা কি জানো গীবত কী?)* ُ-

সাহাবিগণ সুন্নাহর প্রতি পরম আনুগত্য ও নম্রতা প্রদর্শন করে বললেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভালো জানেন।" তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) গীবতের শরয়ি সংজ্ঞা দিয়ে বললেন:

ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ

(তোমার কোনো ভাই [অনুপস্থিতিতে] যা অপছন্দ করে, তার সম্পর্কে সে রূপ আলোচনা করা।)

সেখানে উপস্থিত একজন সাহাবি একটি অত্যন্ত যৌক্তিক এবং গভীর প্রশ্ন তুললেন (যা আধুনিক যুগের বহু মানুষের মনেও বিভ্রান্তি তৈরি করে)। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসুল! আমি যা বলছি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে সত্যিই বিদ্যমান থাকে, তাহলেও কি তা গীবত হবে?" রাসুলুল্লাহ (সা.) উত্তর দিলেন:

إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ

(তুমি যা বলছ তা যদি তার মধ্যে থাকে, তবেই তুমি তার গীবত করলে। আর তুমি যা বলছ তা যদি তার মধ্যে না থাকে, তবে তুমি তার প্রতি অপবাদ বা বুহতান আরোপ করলে।)

মুহাদ্দিসিন এবং ফুকাহায়ে কেরাম (বিশেষ করে ইমাম আন-নওয়াবী রহ. সহিহ মুসলিমের শারহ বা ব্যাখ্যাগ্রন্থে) এই হাদিসটি বিশ্লেষণ করে গীবতের সংজ্ঞাকে **৩টি** প্রধান উপাদানে বিন্যস্ত করেছেন:

১.৬.১ 'জিকরুল আখ' বা ভাইয়ের আলোচনা

এখানে ‘আখ’ বা ভাই বলতে যেকোনো মুসলিম বুঝানো হয়েছে। কোনো অমুসলিম বা কাফেরের সাধারণ কুৎসিত স্বভাবের আলোচনা এর অন্তর্ভুক্ত নয় (যদি না তার মাধ্যমে কোনো ফিতনা সৃষ্টি হয়)। তবে একজন সাধারণ মুসলমান, সে পাপাচারী হলেও, তার অনুপস্থিতিতে তার দোষ চর্চা করা এই সংজ্ঞার অধীনে হারাম।

১.৬.২ 'বিমা ইয়াকরাহু' বা যা সে অপছন্দ করে

এটি গীবতের সবচেয়ে বড় মনস্তাত্ত্বিক মানদণ্ড। অনুপস্থিত ব্যক্তি তার নিজের সম্পর্কে কী ধরনের কথা অপছন্দ করতে পারে, তার পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। ইমাম নববী (রহ.) লিখেছেন, এই অপছন্দের বিষয়টি মানুষের জীবনের যেকোনো বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে:

১.৬.২.১ শারীরিক গঠন: যেমন কাউকে আড়ালে খাটো, লম্বা, মোটা, চিকন, ট্যারা বা কালো বলে উল্লেখ করা।

১.৬.২.২ বংশ বা সামাজিক মর্যাদা: যেমন কারো বাবা-দাদাকে তুচ্ছ করা, দরিদ্র বা নিচু বংশের বলে উপহাস করা।

১.৬.২.৩ দ্বীনদারী বা আমল: যেমন বলা—"লোকটা ঠিকমতো নামাজ পড়ে না", "লোকটার নিয়ত ভালো না", "সে লোক দেখানো দান করে"।

১.৬.২.৪ দুনিয়াবি স্বভাব: যেমন কাউকে কৃপণ, পেটুক, বা বাচাল বলা।

১.৬.২.৫ পোশাক-আশাক: যেমন বলা—"তার কাপড়ের চয়েস খুব খারাপ", "সে নোংরা পোশাক পরে"।

১.৬.৩ অনুপস্থিতির শর্ত

আরবি ব্যাকরণ এবং হাদিসের শব্দবিন্যাস অনুযায়ী, গীবত তখনই কার্যকর হয় যখন ব্যক্তিটি মজলিসে উপস্থিত থাকে না। যদি তার সামনাসামনি এই দোষগুলো বলে তাকে অপমান করা হয়, তবে তা গীবতের সীমানা পেরিয়ে **‘লুমাযাহ’ (মুখে আঘাতকারী কটু কথা)** বা **‘শাত্ম’ (গালিগালাজ)**-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে অন্য আরেকটি কবিরা গুনাহে রূপ নেয়।

ইমাম আন-নওয়াবী (রহ.)-এর ফিকহি সিদ্ধান্ত,**সহিহ মুসলিমের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার ইমাম আন-নওয়াবী (রহ.) এই হাদিসের আলোকে গীবতের শরয়ি হুকুম চূড়ান্ত করে বলেছেন:**

"গীবত হলো ইসলামে একটি অকাট্য হারাম বিষয় এবং এটি কবিরা গুনাহের (মহাপাপ) অন্তর্ভুক্ত। আল-কুরআনের অকাট্য আয়াত এবং সহিহ মুসলিমের এই স্পষ্ট হাদিস প্রমাণ করে যে, মানুষের অনুপস্থিতিতে তার সত্য দোষ বলাও জিহ্বার একটি মারাত্মক অপরাধ। সাধারণ মানুষ মনে করে সত্য কথা বললে পাপ নেই, কিন্তু রাসুলুল্লাহ (সা.) এই হাদিসে স্পষ্ট করেছেন যে, সত্য দোষের চর্চাই হলো গীবত, আর মিথ্যা দোষের চর্চা হলো অপবাদ—যা গীবতের চেয়েও বড় অপরাধ।"

১.৭ গীবত, বুহতান (অপবাদ) এবং নামিমাহ (চোগলখুরি)-এর মধ্যকার সূক্ষ্ম পার্থক্য ও হুকুম

ইসলামি ফিকহশাস্ত্রে এই তিনটি ধারণাকে স্পষ্টভাবে পৃথক করা হয়েছে, যা নিচে ছক আকারে দেওয়া হলো:

পরিভাষা	**মূল অর্থ**	**শরিয়তের হুকুম**
গীবত	অনুপস্থিত ব্যক্তির ভেতরের সত্য দোষ আলোচনা করা।	কবিরা গুনাহ (হারাম)
বুহতান	অনুপস্থিত ব্যক্তির নামে মিথ্যা দোষ বা অপবাদ রটানো।	গীবতের চেয়েও বড় মহাপাপ
নামিমাহ	এক জনের কথা অন্য জনের কাছে গিয়ে লাগানো (ঝগড়া লাগানোর উদ্দেশ্যে)।	হারাম (জান্নাতে প্রবেশ নিষিদ্ধ)

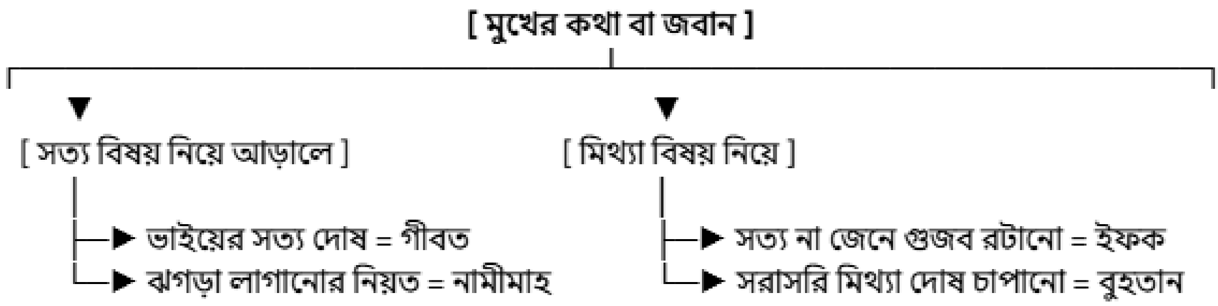

১.৮ গীবতের বিভিন্ন প্রকারভেদ

ইসলামি শরিয়ত, ফিকহশাস্ত্র এবং নীতিবিদ্যার পণ্ডিতগণ (ওলামায়ে কেরাম) মানুষের বাচনিক অপরাধের গভীরতা, মনস্তাত্ত্বিক উদ্দেশ্য এবং পরকালীন জবাবদিহিতার তীব্রতার ওপর ভিত্তি করে গীবতকে মূলত **তিনটি প্রধান ভাগে** বিভক্ত করেছেন।

১.৮.১. হারাম গীবত : কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ-ত্রুটির বর্ণনা দেওয়া, যেটা সে পসন্দ করে না। এটা হারাম গীবত।

১.৮.২. ওয়াজিব গীবত : মুসলিম সমাজকে বা ব্যক্তিকে সতর্ক ও সাবধান করার জন্য দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা ক্ষেত্রবিশেষে ওয়াজিব। যেমন- ইলমুল জারাহ ওয়াত তা‘দীলের ক্ষেত্রে যদি মুহাদ্দিছগণ রাবীদের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা না করতেন, তাহ’লে ছহীহ-যঈফ, গ্রহণযোগ্য-অগ্রহণযোগ্য হাদীছসমূহের মান নির্ধারণ করা কখনোই সম্ভব হ’ত না। তাই এক্ষেত্রে দোষ বর্ণনা করা ওয়াজিব। অনুরূপভাবে বিবাহ-শাদীর ক্ষেত্রে যদি বর বা কনে সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়, তাহ’লে তাদের দোষ-ত্রুটি স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া ওয়াজিব। কারণ দোষ বর্ণনা না করলে জিজ্ঞেসকারীকে ধোঁকা দেওয়া হবে। কোন ব্যক্তি যদি খিয়ানতকারী অসৎ লোকের সাথে ব্যবসা করতে চায়, সেই ব্যক্তিকে সতর্ক করার জন্য ঐ অসৎ লোকের দোষ বর্ণনা করা ওয়াজিব। কারণ সে না জেনে না বুঝে তার সাথে ব্যবসা করে ধোঁকায় পড়তে পারে। তাই তাকে সাবধান করা অপরিহার্য। এভাবে আরো কিছু ক্ষেত্র আছে, যেখানে দোষ বর্ণনা করা হারাম নয়; বরং তখন দোষ বর্ণনা করা অপরিহার্য হয়ে যায়।

১.৮.৩. মুবাহ বা জায়েয গীবত : যদি নিন্দা করার পিছনে যুক্তিসঙ্গত বা শরী‘আত সম্মত কোন কারণ থাকে, তবে সেই গীবত করা মুবাহ বা জায়েয। যেমন- যুলুমের বিচার প্রাপ্তির জন্য শাসকের কাছে নালিশ করার সময় গীবত করা। কোন ব্যক্তি যদি

মযলূম হয়ে বিচারকের কাছে গিয়ে বলে, ‘অমুক ব্যক্তি আমার টাকা আত্মসাৎ করেছে, আমার প্রতি যুলুম করেছে, আমার বাড়িতে চুরি করেছে ইত্যাদি। তবে এটা হারাম গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে না। অনুরূপভাবে আলেম বা মুফতীর কাছে কোন বিষয়ে ফৎওয়া নেওয়ার জন্য অন্যায়কারীর গীবত করা জায়েয। অবজ্ঞা করার উদ্দেশ্য না করে স্রেফ পরিচয় দেওয়ার জন্য কারো ত্রুটি বর্ণনা করা জায়েয। যেমন- কানা, কালো, খোড়া ইত্যাদি।

১.৯ অনুপস্থিত কোনো ব্যক্তির সম্মানহানি বা দোষত্রুটি প্রকাশ করার মাধ্যমগুলোর ওপর ভিত্তি করে গীবতকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

গীবতের বিভিন্ন প্রকারভেদ)-এর জন্য এই চার প্রকার গীবতের বিস্তারিত এবং আধুনিক বিশ্লেষণ নিচে দেওয়া হলো:

১.৯.১. মৌখিক গীবত

এটি গীবতের সবচেয়ে সাধারণ, প্রাচীন এবং প্রচলিত রূপ। যখন কোনো ব্যক্তি তার নিজের মুখ ব্যবহার করে আড্ডায়, পরিবারে বা কোনো মজলিসে অনুপস্থিত কোনো ব্যক্তির বাস্তব দোষ নিয়ে আলোচনা করে, তখন তাকে মৌখিক গীবত বলে।

- **স্বরূপ:** মুখে সরাসরি কারো চারিত্রিক দুর্বলতা, শারীরিক ত্রুটি বা পারিবারিক কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা অন্যের কাছে প্রকাশ করা।
- **হাদিসের দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) মৌখিক গীবতের ক্ষতি বোঝাতে গিয়ে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.)-কে বলেছিলেন— "তুমি আড়ালে সাফিয়্যার খাটো হওয়ার যে মন্তব্যটি মুখ দিয়ে করলে, তা যদি সমুদ্রের পানির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হতো, তবে সমুদ্রের সমস্ত পানি বিষাক্ত বা কালচে হয়ে যেত।" *(জামে আত-তিরমিযী: ২৫০২)*।
- **সামাজিক প্রভাব:** এটি ক্ষণিকের আড্ডাকে মুখরিত করলেও মানুষের পারস্পরিক অন্তরে স্থায়ী ক্ষোভ ও হিংসার জন্ম দেয়।

১.৯.২. লিখিত গীবত

যখন কোনো ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার কোনো সত্য দোষক্রুটি বা কুৎসা মুখ দিয়ে না বলে কলম, চিঠি বা কোনো লেখার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়, তখন তাকে লিখিত গীবত বলা হয়।

- **স্বরূপ:** ডায়েরি, বই, ম্যাগাজিন, পত্রিকা বা বেনামী চিঠিতে কারো সম্মানহানি করে বা তার দোষক্রুটি উল্লেখ করে কোনো লেখা প্রকাশ করা।
- **ফিকহি মূলনীতি:** ইসলামি ফিকহের একটি প্রসিদ্ধ আইনি মূলনীতি হলো— "আল-কালামু কাল লিসান" (কলম বা লেখা হলো দ্বিতীয় জিহ্বা)। অর্থাৎ, মুখ দিয়ে বললে যে গুনাহ হবে, হাত দিয়ে লিখলেও হুবহু একই গুনাহ হবে। ইমাম আন-নওয়াবী (রহ.) বলেন, লেখার মাধ্যমে করা গীবত অনেক সময় মৌখিক গীবতের চেয়েও মারাত্মক হয়, কারণ মুখের কথা একসময় মানুষ ভুলে যায় কিন্তু লিখিত রূপটি বছরের পর বছর দলিল হিসেবে থেকে যায়।

১.৯.৩. ইশারা-ইঙ্গিত বা অঙ্গভঙ্গির গীবত

কোনো কথা না বলে বা কোনো কিছু না লিখেও কেবল শরীরের বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি, চোখ বাঁকানো, হাত বা পায়ের ইশারার মাধ্যমে কোনো অনুপস্থিত ব্যক্তিকে নিয়ে উপহাস করা বা তার ক্রুটি ফুটিয়ে তোলাকে 'ইশারা-ইঙ্গিতের গীবত' বলে।

- **স্বরূপ:** কোনো ব্যক্তি মজলিস থেকে উঠে চলে যাওয়ার পর তার হাঁটার ধরণ নকল করা, সে তোতলা হলে তা হাত দিয়ে ইশারা করে দেখানো, চোখ টিপে তার অন্ধত্ব বা শারীরিক কোনো খুঁত নিয়ে আড়ালে হাসাহাসি করা।
- **দলিল:** আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "একবার এক (খাটো) মহিলা আমাদের ঘরে এলেন। তিনি চলে যাওয়ার পর আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে হাত দিয়ে ইশারা করে দেখালাম যে মহিলাটি খাটো। তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) সাথে সাথে আমাকে বললেন, 'আয়েশা! তুমি তার গীবত করলে।'" *(মুসনাদে আহমাদ)*।
- **ভয়াবহতা:** পবিত্র কুরআনে সূরা আল-হুমাযাহ-এর ১ম আয়াতে চোখের ইশারায় বা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে মানুষের নিন্দা করার এই অভ্যাসকে 'হুমাযাহ' ($هُمَزَة$) বলে তীব্র নিন্দা করা হয়েছে এবং এর জন্য ধ্বংসের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

১.৯.৪. ডিজিটাল গীবত

এটি বর্তমান একবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়ংকর ও মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়া গীবতের আধুনিক রূপ। তথ্যপ্রযুক্তির উৎকর্ষতায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে ব্যবহার করে যে পরনিন্দা করা হয়, তাকে ডিজিটাল গীবত বলে।

- **স্বরূপ:**

1. সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ও কমেন্ট: ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, এক্স (টুইটার) বা মেসেঞ্জারে কোনো ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া তার কোনো সত্য গোপন ত্রুটি বা স্ক্যান্ডাল নিয়ে পোস্ট করা বা কমেন্ট বক্সে তা নিয়ে চর্চা করা।

2. ট্রল ও মিমস (Memes): কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির ছবি বা ভিডিও এডিট করে তার কোনো ভুলকে ব্যাঙ্গাত্মক মিমস আকারে ছড়িয়ে দেওয়া।

3. রোস্টিং (Roasting): ইউটিউব বা টিকটকে 'রোস্টিং ভিডিও' বা 'রিঅ্যাকশন ভিডিও'র নামে অনুপস্থিত কোনো ব্যক্তির ভেতরের ব্যক্তিগত দোষত্রুটি কোটি কোটি দর্শকের সামনে রসিয়ে রসিয়ে উপস্থাপন করা।

- **ভয়াবহতার গাণিতিক বিশ্লেষণ:** চায়ের আড্ডায় মৌখিক গীবত করলে তার শ্রোতা থাকে সর্বোচ্চ ৪ থেকে ৫ জন। ফলে গীবতকারীকে পরকালে ৪-৫ জনের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। কিন্তু ডিজিটাল মাধ্যমে করা গীবতের পাঠক বা দর্শক থাকে হাজার থেকে লাখ লাখ মানুষ।

ডিজিটাল গীবতের পাপ = মূল গুনাহ X ভিউ X শেয়ার X কমেন্টের সংখ্যা

ইন্টারনেটে কোনো পোস্ট শেয়ার হওয়ার সাথে সাথে পাপের এই পরিধি জ্যামিতিক হারে বাড়তে থাকে, যা কিয়ামতের দিন আমলনামাকে নিমেষেই ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

গীবতের প্রকার	মাধ্যম	স্থায়িত্ব ও পরিধি	আধুনিক উদাহরণ
১. মৌখিক	মানুষের মুখ ও জবান	সাময়িক এবং সীমিত (আড্ডার ভেতর)	কারো আড়ালে তার ব্যক্তিগত স্বভাবের নিন্দা করা।
২. লিখিত	কলম, চিঠি বা প্রিন্ট মিডিয়া	দীর্ঘস্থায়ী (যতদিন লেখাটি টিকে থাকবে)	পত্রিকায় বা বইয়ে কারো সুনির্দিষ্ট দোষ লিখে দেওয়া।
৩. ইশারা-ইঙ্গিত	চোখ, হাত ও অঙ্গভঙ্গি	তাৎক্ষণিক কিন্তু তীব্র অবমাননাকর	কেউ চলে যাওয়ার পর তার হাঁটার ধরণ নকল করা।
৪. ডিজিটাল	ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়া	অনন্তকাল ও বিশ্বব্যাপী (সবচেয়ে বিপজ্জনক)	ফেসবুকে ট্রল করা, ইউটিউবে রোস্টিং ভিডিও বানানো।

১.১০ গীবতের ক্ষেত্র, পাত্র ও বহিঃপ্রকাশের বিস্তারিত শ্রেণিবিন্যাস

১.১০.১) পাত্র বা ব্যক্তির ওপর ভিত্তি করে গীবত:

ইসলামি ফিকহ এবং নীতিশাস্ত্রে গীবতকে কেবল সাধারণ একটি অপরাধ হিসেবে না দেখে, এর **পাত্র (কার গীবত করা হচ্ছে)** এবং **মাধ্যম (কীভাবে ও কোন বিষয়ে করা হচ্ছে)**-এর ওপর ভিত্তি করে সুনির্দিষ্ট আইনি ও আধ্যাত্মিক ধারায় বিভক্ত করা হয়েছে। নিচে আপনার প্রদত্ত মাধ্যমগুলোর চুলচেরা ফিকহি ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দেওয়া হলো:

১.১০.১.১ মুসলমানের গীবত

এটি গীবতের মূল ও প্রাথমিক রূপ। কোনো জীবিত, সাধারণ বা সম্ভ্রান্ত মুসলমানের অনুপস্থিতিতে তার বাস্তব কোনো দোষত্রুটির চর্চা করা—যা সে শুনলে কষ্ট পাবে।

- **শরয়ি হুকুম:** কুরআন একে "মৃত ভাইয়ের কাঁচা গোশত খাওয়া"র সাথে তুলনা করেছে।

১.১০.১.২) জিম্মির গীবত (Ghibah of a Non-Muslim Citizen/Dhimmi)

ইসলামি রাষ্ট্রে বা সমাজে চুক্তিভিত্তিক বসবাসকারী কোনো অমুসলিম নাগরিককে 'জিম্মি' বলা হয়। অনেকে মনে করেন অমুসলিমদের গীবত করা জায়েজ, যা চরম একটি ভুল ধারণা।

- **শরয়ি হুকুম:** ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, জিম্মি অমুসলিমের গীবত করাও **হারাম**। কারণ রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, *"যে ব্যক্তি কোনো জিম্মিকে কষ্ট দিল, সে মূলত আমাকেই কষ্ট দিল।"* তবে যে কাফের ইসলামের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করেছে (হারবী কাফের), তার অপকৌশল ফাঁসবুকে আলোচনা করা গীবতের আওতাভুক্ত নয়।

১.১০.১.৩) মৃত ব্যক্তির গীবত

কোনো মানুষ মারা যাওয়ার পর তার দুনিয়াবি কোনো মন্দ স্বভাব, গুনাহ বা খামতি নিয়ে আড্ডায় আলোচনা করা।

- **শরয়ি হুকুম:** এটি জীবিত মানুষের গীবতের চেয়েও মারাত্মক। কারণ জীবিত মানুষের কাছে ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ থাকে, কিন্তু মৃত ব্যক্তির কাছে ক্ষমা চাওয়ার কোনো পথ থাকে না। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: *"তোমরা মৃতদের গালি দিও না বা তাদের সমালোচনা করো না, কারণ তারা যা করেছে তার ফলাফলের কাছে তারা পৌঁছে গেছে।" (সহিহ বুখারি)*।

১.১০.১.৪) বুদ্ধি বিবেক সম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্কের গীবত

যিনি মানসিকভাবে সুস্থ এবং শরিয়তের বিধান মানতে বাধ্য (মুকাল্লাফ), এমন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার কোনো সামাজিক বা ব্যক্তিগত দোষের চর্চা করা।

- **শরয়ি হুকুম:** এটি গীবতের স্ট্যান্ডার্ড আইনি ধারার অন্তর্ভুক্ত এবং এর জন্য দুনিয়া ও পরকাল উভয় জগতেই কঠোর জবাবদিহিতা রয়েছে। (উল্লেখ্য, অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু বা পাগলের কোনো অদ্ভুত আচরণ নিয়ে আলোচনা করা যদি তাদের হেয় করার উদ্দেশ্যে না হয়, তবে তা ফিকহিভাবে গীবত নয়, তবে পরিহার করা উত্তম)।

১.১০.১.৫) গুনাগারের গীবত

সমাজে যারা কোনো গুনাহে লিপ্ত, তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের সেই পাপের সমালোচনা করা। ফিকহশাস্ত্রে এর দুটি রূপ রয়েছে:

- **ফাসেক-ই-মুস্তাতীর (গোপন পাপী):** যে ব্যক্তি লোকচক্ষুর আড়ালে কোনো গুনাহ করে, তার সেই গুনাহ ফাস করা বা গীবত করা **সম্পূর্ণ হারাম**।
- **ফাসেক-ই-মুজাহির (প্রকাশ্য পাপী):** যে ব্যক্তি সমাজে বুক ফুলিয়ে, কোনো শরম ছাড়া প্রকাশ্য দিবালোকে গুনাহ বা জুলুম করে (যেমন সুদখোর, অত্যাচারী শাসক), সমাজকে তার ক্ষতি থেকে বাঁচাতে তার সেই নির্দিষ্ট পাপের সমালোচনা করা গীবতের আওতাভুক্ত নয় (ছয়টি জায়েজ ক্ষেত্রের একটি)।

১.১০.২. বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে গীবত

১.১০.২.১) স্বভাব চরিত্রের গীবত

কোনো মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বা চারিত্রিক নেতিবাচক দিক নিয়ে আড্ডায় কথা বলা। যেমন: *"লোকটা চরম কৃপণ"*, *"সে একটা অহংকারী"*, *"ভীষণ কাপুরুষ"* কিংবা *"তার মেজাজ খুব খিটখিটে"*।

- **মনস্তাত্ত্বিক কুফল:** এটি মানুষের সামাজিক ইমেজ ধ্বংস করে এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বিলুপ্ত করে।

১.১০.২.২) শারীরিক গীবত

কোনো মানুষের জন্মগত বা অর্জিত শারীরিক গঠন নিয়ে আড়ালে নেতিবাচক মন্তব্য করা। যেমন কাউকে 'কালা', 'মোটা', 'খাটো', 'ল্যাংড়া' বা 'ট্যারা' বলা।

- **শরয়ি হুকুম:** এটি সরাসরি আল্লাহর নিখুঁত সৃষ্টির অবমাননা। হযরত সাফিয়্যাহ (রা.)-কে 'খাটো' বলার কারণে রাসুল (সা.) সমুদ্রের পানি বিষাক্ত হওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন।

কোন ব্যক্তিকে খাটো বা হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে তার দৈহিক ত্রুটির উল্লেখ করে গীবত করা হারাম। যেমন এভাবে বলা যে, অমুক ব্যক্তি খুবই স্কুলদেহী বা বেঁটে, তার নাক লম্বা, চোখ খুবই ছোট অথবা খুবই কুৎসিত, কানে শোনে না, চোখে দেখে না, তাহার নাক কাটা। এভাবে কারো দৈহিক ত্রুটি বর্ণনা করা তাকে অপমান করার জন্য গীবতের অন্তর্ভুক্ত। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন:

حَرَمَ اللّهُ أَنْ يُغْتَابَ الْمُؤْمِنَ بِشَيْ كَمَا حَرَمَ الْمَيْتَة۔ ؕ

"আল্লাহ তাআলা মুমিন ব্যক্তির যে কোন প্রকারে গীবত করা হারাম ঘোষণা করেছেন, যেরূপ তিনি মৃত প্রাণী খাওয়া হারাম করেছেন" (ইবনে জারীরের বরাতে সুয়ূতীর দুররুল মানছুর)।

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (র) এক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলে ফেলেন যে, সে খুবই কালো। অতঃপর তিনি বলেন, আমি তার গীবত করে ফেলেছি, তাই আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি (মোল্লা আলী কারীর শারহু আইনিল ইলম)।

একদা হযরত আয়েশা (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি সাফিয়্যার বেঁটে হওয়াটা অপছন্দ করেন না? তিনি বলেনঃ হে আয়েশা! তুমি এমন একটি কথা বললে যা নদীর পানির সাথে মিশিয়ে দিলে তার উপরও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে (আবু দাউদ, বাবুল গীবাত)।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামা (রা) বেঁটে ছিলেন। তাঁর অপরাপর স্ত্রী এজন্য হাসিঠাট্টা শুরু করে দেন। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা নাযিল করেন:

يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءَ مِنَاءَ عَسَاءَ عَلَا نِسَاءَ مِنْ نَاءٍ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنا ◌َ◌ّ

"হে ঈমানদারগণ! না পুরুষ লোকেরা অপর পুরুষ লোকদের বিদ্রূপ করবে। হতে পারে যে, তারা এদের তুলনায় ভালো। আর না মহিলারা অপর মহিলাদের বিদ্রূপ করবে। হতে পারে যে, তারা এদের তুলনায় ভালো" (সূরা হুজুরাতঃ ১১)।

মুআবিয়া ইবনে কারইয়া বলেন, যদি তোমার সামনে দিয়ে কোন হাতকাটা লোক অতিক্রম করে এবং তুমি বলো, তার হাত কাটা, তবে এটাও গীবত হয়ে যাবে (সুয়ূতীর দুররুল মানছুর, আব্দ ইবনে হুমাইদের বর্ণনা)।

একদা ইবরাহীম ইবনে আদহাম (র) এক ব্যক্তির বাড়িতে দাওয়াত খেতে যান। খাবার গ্রহণের জন্য বসে গেলে এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির নাম উল্লেখপূর্বক বললো, সে এখনও এসে পৌঁছেনি। এক ব্যক্তি বললো, সে স্থূলদেহী, তাই আসতে বিলম্ব করছে। ইবরাহীম ইবনে আদহাম (র) এই গীবত শুনে উঠে চলে গেলেন এবং নিজ দেহকে লক্ষ্য করে বলেন, তোর কারণেই আমাকে গীবত শুনতে হলো। কারণ তোর ক্ষুতপিপাসা না থাকলে আমার দাওয়াত খেতে যাওয়ার ও গীবত শোনার দুর্ভাগ্য হতো না। অতঃপর তিনি একাধারে তিন দিন পানাহার করেননি। তামবীহুল গাফিলীন গ্রন্থে গীবত অধ্যায়ে ফকীহ আবুল লাইছ উক্ত ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

ইবরাহীম ইবনে আদহাম (র) আহারের মজলিস থেকে এজন্য চলে গেলেন যে, যে মজলিসে গীবতচর্চা হয় সেখানে আহার গ্রহণ নিষিদ্ধ। যেমন কোন মজলিসে নাচগান

হলে সেখানে যাওয়া নিষিদ্ধ। তাতারখানিয়া গ্রন্থে এই মাসআলা বর্ণিত হয়েছে এবং রদ্দুল মুহতার গ্রন্থের পানাহার শীর্ষক অধ্যায়ে তা সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

কোথাও দাওয়াতে যাওয়ার পূর্বে যদি জানা যায় যে, সেখানে গীবতচর্চা হবে তবে সেখানে যাওয়া জায়েয নয়। অবশ্য যদি কোন ব্যক্তি মনে করে যে, সে তথায় গেলে গীবতচর্চা বন্ধ হবে তাহলে অবশ্যই তার সেখানে যাওয়া উচিত। কেউ কোন মজলিসে গিয়ে গীবতচর্চা হতে দেখলে লোকদের তা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করা তার কর্তব্য। এতে কোন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকলে সে মজলিস ত্যাগ করবে, তাও সম্ভব না হলে নিজে গীবতচর্চায় অংশগ্রহণ করবে না।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানা গেল যে, কারো দেহের কোন ত্রুটি বর্ণনা করা গীবত এবং হারাম। প্রতিটি দৈহিক কাঠামো আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন। কেউ সুন্দর, কেউ কুৎসিত, দৈহিক ত্রুটিও তিনিই সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেক ব্যক্তিরই কিছু না কিছু দৈহিক ত্রুটি রয়েছে।

১.১০.২.৩ মুখের গীবত

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতিপয় লোককে বললেন: তোমরা খিলাল করে নিজেদের দাঁতের ফাঁক থেকে গোশত নির্গত করে ফেলে দাও। তারা বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল! আজ আমরা তো গোশত খাইনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: আমি তোমাদের দাঁতের ফাঁকে গোশতের লাল টুকরা দেখতে পাচ্ছি। নিশ্চয় তোমরা কারো গীবত করেছ। আর বাস্তবিকপক্ষে তারা এক ব্যক্তির গীবত চর্চা করেছিল (তাফসীরে দুররুল মানছুর)।

এক ব্যক্তি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবার থেকে চলে যাওয়ার পর অপর ব্যক্তি তার গীবত করে এবং তার দোষত্রুটি বর্ণনা করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ হে লোক! তুমি দাঁত খিলাল করো। সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ আমি গোশত খাইনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: তুমি এইমাত্র এক মুসলিম ব্যক্তির গোশত খেলে (তাবারানী; মুনযিরীর কিতাবুত তারগীব ওয়াত তারহীব)।

১.১০.২.৪ পোশাক পরিচ্ছেদের গীবত

কারো পোশাকের রুচি, জীর্ণ দশা বা ফ্যাশন নিয়ে আড়ালে হাসাহাসি করা। যেমন: *"ওর কাপড়ের চয়েস খুব সস্তা ও নোংরা", "কী অদ্ভুত পোশাক পরে এসেছে!"*

- **শরয়ি হুকুম:** ইসলামে কাউকে তার পোশাকের দারিদ্র্য বা রুচির কারণে ছোট করা অহংকারের শামিল, যা গীবতের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

যেমন বলা, অমুক ব্যক্তি অত্যন্ত কৃপণ, তাই কৃপণের পোশাক পরিধান করে। অমুক ব্যক্তি হারাম পোশাক পরে, সে বদমায়েশদের মত পোশাক পরে, তার জামা পায়ের গোছার নিচে পর্যন্ত লম্বা, অমুক নারী এমনভাবে ওড়না পরিধান করে যে, তার আভরণীয় অংশ খোলা থাকে, অমুক নারী আভরণীয় অঙ্গ বের করে মানুষের মাঝে চলাফেরা করে ইত্যাদি।

একদা আয়েশা (রা) বলেন, অমুক স্ত্রীলোকের আচল খুব লম্বা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা শুনে বলেন: হে আয়েশা! তুমি তার গীবত করলে। তোমার থুথু ফেলা কর্তব্য। আয়েশা (রা) বলেন, আমি থুথু ফেললে মুখ থেকে গোশতের একটি টুকরা বের হয়ে আসে (মুনযিরীর কিতাবুত তারগীব ওয়াত তারহীব)।

পূর্বকালের কোন কোন বিশেষজ্ঞ আলেম বলেন, 'তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের উদ্দেশ্যে তুমি যদি বলো, অমুক ব্যক্তির পরিধেয় বস্ত্র খুবই সংকীর্ণ অথবা খুবই লম্বা তাহলে এটাও তার গীবত হবে" (ফকীহ আবুল লাইসের গ্রন্থের গীবত অনুচ্ছেদ)।

১.১০.২.৫ কানের গীবত

কারো গীবত শোনা এবং তাতে বাধা না দেয়া কানের গীবত। কারণ শ্রবণ করা ও বাধা না দিয়ে নীরব থাকাও এক প্রকারের গীবত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

إِذَا وَقَعَ فِي الرَّجُلِ وَأَنتَ فِي مَلَا فَكُنْ لِلرَّجُلِ نَاصِرًا وَلِلْقَوْمِ زَاجِرًا ثُمَّ قُمْ عَنْهُم. ْ

"কারো গীবত করা হলে এবং তুমি সেখানে উপস্থিত থাকলে তার এভাবে সাহায্য করো যে, তুমি তার প্রশংসা শুরু করে দাও যাতে লোকেরা তার গীবত করা থেকে বিরত থাকে। গীবতকারীদেরও বাধা প্রদান করো, অতঃপর স্থান ত্যাগ করো" (ইবনে আবিদ দুনয়া থেকে দুররুল মানছুর-এ)।

১.১০.২.৬ অন্তরের গীবত

কোন ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষবশত মনে মনে কুধারণা পোষণ করা এবং কোন খোদাভীরু সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি সম্পর্কে কোনরূপ তথ্য-প্রমাণ ও কারণ ছাড়াই মনের মধ্যে খারাপ ধারণা বদ্ধমূল করে নেয়া। এই বিষয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গীবত

নিজের হাত, পা, চোখ ইত্যাদির ইশারায় অন্য লোকের নিকট কোন ব্যক্তির দোষ বর্ণনা করা হলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা কৃত গীবত। যেমন কোন ব্যক্তি কোন মজলিস থেকে উঠে চলে যাওয়ার পর তার প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। খর্বাকৃতির এক মহিলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আগমন করলো। তার চলে যাওয়ার পর আয়েশা (রা) তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশে হাতের দ্বারা তার প্রতি ইংগিত করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলেনঃ হে আয়েশা! তুমি তার গীবত করলে (বায়হাকীর বরাতে তাফসীরে দুররুল মানছুরে)। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُشِيرَ إِلَى أَخِيهِ بِنَظْرَةٍ تُؤْذِيه।ِ

"কোন মুসলিম ব্যক্তির জন্য তার ভাইয়ের প্রতি চোখের ইশারায় এমনভাবে ইংগিত করা বৈধ নয় যাতে সে মর্মাহত হয়" (ইমাম গাযালীর হুকুকুল মুসলিম গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত)। মহান আল্লাহ বলেন:

وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَة।ٍ

"প্রত্যেক হুমাযাহ ও লুমাযার প্রতি অভিশাপ" (সূরা হুমাযাঃ ১)।

'হুমাযাহ' ও 'লুমাযাহ' শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যায় কুরআনের ভাষ্যকারগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম বায়হাকী (র) ইবনে জুরাইজ (র)-এর সূত্রে উল্লেখ করেছেন, যে ব্যক্তি চোখ বা হাতের দ্বারা লোকদের কষ্ট দেয় তাকে বলে 'হুমাযাহ' এবং যে ব্যক্তি মুখের দ্বারা লোকদের কষ্ট দেয় তাকে বলে 'লুমাযাহ'। ইমাম সুয়ূতী (র) দূররে মানছুর-এ উপরোক্ত রিওয়ায়াত নকল করেছেন। ইমাম বাগাবী (র) সুফিয়ান সাওরী (র)-এর নিম্নোক্ত অর্থ নকল করেছেন: যে ব্যক্তি মুখের কথার দ্বারা মানুষকে তিরস্কার করে সে হচ্ছে 'হুমাযাহ' এবং যে ব্যক্তি চোখের ইশারায় তিরস্কার করে সে হচ্ছে 'লুমাযাহ'। সুলায়মান জামাল তাফসীরে জালালাইন-এর টীকায় ইবনে কায়সানের সূত্রে উল্লেখ করেছেন: যে ব্যক্তি তার সহযোগীদেরকে মুখের দ্বারা কষ্ট দেয় সে হচ্ছে হুমাযাহ এবং যে ব্যক্তি চোখের ইশারায় কটাক্ষ করে সে হচ্ছে লুমাযাহ।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজে গিয়ে একটি আজব ঘটনা দেখতে পেলেন যে, কিছু সংখ্যক নারী ও পুরুষকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তিনি বলেন: আমি জিবরাঈল (আ)-এর নিকট তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি هؤلاء الْهَمَّارُونَ وَالسَّمَّارُون :

"এরা সেইসব লোক যারা চোখ ও হাতের ইশারায় মানুষের বদনামী করতো এবং এভাবে তাদের কষ্ট দিতো"।

উপরোক্ত হাদীস আল্লামা মুনযিরী (র) তাঁর আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব গ্রন্থে নকল করেছেন।

১.১০.২.৭ লেখনীর মাধ্যমে গীবত

যেমন কোন ব্যক্তিকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য তার দোষের কথা বর্ণনা করে অপরের নিকট চিঠিপত্র লেখা অথবা সংবাদপত্রে প্রকাশ করা অথবা নিজের বই-পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা ইত্যাদি। কোন ব্যক্তি অপরের গীতবকারীকে যদি বলে, তুমি গীবত করো না, তবে সে বলে, এটা গীবত নয়। কোন ব্যক্তি জ্ঞাতসারে ও সজ্ঞানে গীবত করাকে বৈধ মনে করলে সে কাফের হয়ে যায় এবং অজ্ঞাতসারে বললে তাযীরের আওতায় শাস্তিযোগ্য অপরাধী সাব্যস্ত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আজ যারা গীবত পরিহার করতে বলেন, উল্টো তারাই শাস্তি ও তিরস্কারের সম্মুখীন হন।

১.১০.২.৮ বংশের গীবত

কারো পরিবার, বংশমর্যাদা বা পূর্বপুরুষের পেশা নিয়ে আড়ালে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা। যেমন: *"ওদের বংশের মানুষ তো চোর ছিল", "ওরা তো নিচু জাতের মানুষ।"*

- **শরয়ি হুকুম:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বংশ তুলে অন্যকে খোটা দেওয়াকে জাহেলিয়াতের স্বভাব হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

তুচ্ছ ও হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে যদি কেউ বলে, অমুক ব্যক্তির বংশ, অমুক গোত্র বা অমুক শহরের বাসিন্দাদের বংশ ভালো নয়। কারণ তাদের পূর্বপুরুষরা ছিল নীচ ও ইতর অথবা তাদের বংশতালিকা অজ্ঞাত, তবে এটাও গীবত হবে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: لَيْسَ لِأَحَدٍ فَضْلٌ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا بِالدِّينِ أَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ .

"দীনদারী ও সৎকর্ম ব্যতীত কোন ব্যক্তির অপর ব্যক্তির উপর শ্রেষ্ঠত্ব নেই" (আবদুর রহমান আশ-শারানী, কাশফুল গুম্মাহ আন আহওয়ালিল উম্মাহ, বাব তাহরীম ইহতিকারিন নাস)।
অতএব নিজেকে শরীফ বলে জাহির করা এবং অপরের বংশের ত্রুটি নির্দেশ করা বৈধ নয়।

১.১০.২.৯ অভ্যাস কিংবা আচার ব্যবহারের গীবত

কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত অভ্যাস, যেমন—তার খাওয়ার ধরণ, অতিরিক্ত ঘুমানো, হাঁটার স্টাইল বা কথা বলার আঞ্চলিক টান নিয়ে আড়ালে সমালোচনা বা ব্যঙ্গ করা।
কোন ব্যক্তির অভ্যাসের গীবত করা, যেমন সে কাপুরুষ, অত্যন্ত ভীরু, দুর্বল, অলস, পেটুক, কর্মবিমুখ, উঠাবসা ও চলাফেরায় ভদ্রতার পরিচয় দেয় না, পরিণাম ফলের কথা চিন্তা করে না, একেবারে নির্বোধ, স্ত্রীর কথায় উঠে বসে, মানুষকে কষ্ট দেয় ইত্যাদি।

আরবদের মধ্যে পরস্পরের খেদমত করার একটি উত্তম রীতি প্রচলিত ছিল। এক সফরে হযরত আবু বাক্র ও উমার (রা)-র সাথে এক দরিদ্র খাদেম ছিল, সে সব সময় তাদের খেদমত করতো। গন্তব্যে পৌছে তাঁরা উভয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন এবং কিছুক্ষণ পর সেও ঘুমিয়ে পড়লো তাদের উভয়ের জন্য খাবার তৈরি না করে। তাঁরা উভয়ে জাগ্রত হয়ে বলতে লাগলেন, এই ব্যাটা খুব ঘুমায়। তাঁরা তাকে ঘুম থেকে তুলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পাঠালেন। সে তাঁর নিকট আবেদন করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আবু বাক্র ও উমার (রা) আপনাকে সালাম পাঠিয়েছেন এবং কিছু খাবার চেয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তারা উভয়ে আহার করেছে এবং তৃপ্ত হয়েছে। তাঁরা উভয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আজ কি খেয়েছি? তিনি বলেন: তোমরা আজ ঐ খাদেমের গোশত খেয়েছ এবং আমি তোমাদের দাঁতে গোশতের রং দেখতে পাচ্ছি। তাঁরা উভয়ে এ কথা শুনে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের ত্রুটি মাফ করুন এবং আল্লাহর দরবারে আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: আল্লাহর ক্ষমাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে না, খাদেম যেন

তোমাদের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে (দিয়া আল-মুকাদ্দাসীর বরাতে আদ-দুররুল মানছুরে)।

কোন সাহাবী এক ব্যক্তি সম্পর্কে বললেন, সে খুব দুর্বল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: তুমি তার গীবত করেছো এবং তার গোশত খেয়েছ (গীবতের শাস্তি সম্পর্কিত আলোচনায় হাদীসটি সবিস্তারে আলোচিত হবে)।

একদা কোন এক সাহাবী জনৈক ব্যক্তির উল্লেখপূর্বক বলেন, সে এক আজব লোক। কেউ তাকে খাদ্য দিলে সব খেয়ে ফেলে। কেউ বাহন দিলে তাতে চড়ে বেড়ায়, কিন্তু নিজে পরিশ্রম করে আয়-উপার্জন করে না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তুমি তোমার ভাইয়ের গীবত করলে। সাহাবী আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কারো ত্রুটি তুলে ধরাও কি গীবত? তিনি উত্তর দিলেনঃ বাস্তবিকপক্ষে কারো ত্রুটি নির্দেশ করা গীবতের জন্য যথেষ্ট (আত-তারগীব ওয়াত তারহীব)।

এক সফরে আবু বাক্র ও উমার (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী ছিলেন। তাঁরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গোশত খেতে চাইলে তিনি বলে পাঠান: তোমরা কি তোমাদের মুসলিম ভাইদের গোশত তৃপ্তি সকারে আহার করোনি? তাঁরা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আজ আমাদের ভাগ্যে গোশত জুটেনি। তিনি বলেন: তোমরা অমুক ব্যক্তির গীবত করেছ, আর কারো গীবত করা তার দেহের গোশত খাওয়ার সমতুল্য। তাঁরা উভয়ে বলেন, আমরা তো শুধু এতটুকু বলেছি যে, লোকটি দুর্বল, আমাদের খেদমত করতে পারে না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: এটাও বলো না, কারো ক্ষুদ্র ত্রুটিও বর্ণনা করো না (তিরমিযীর নাওয়াদিরুল উসূল এবং সুয়ূতীর আদ-দুররুল মানছুর)।

একদা সালমান ফারসী (রা) আহার করে শুয়ে পড়েন। দুই ব্যক্তি তাঁর খাওয়া ও শোয়ার সমালোচনা করলে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়ঃ

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا

"তোমরা পরস্পরের গীবত করো না।"

অত্র আয়াতে গীবত হারাম ঘোষণা করা হয়েছে (ইবনে জুরাইহ-এর সূত্রে দুররুল মানছুরে)।

১.১০.২.১০ ইবাদতে গীবত

কারো ধর্মীয় আমল বা ইবাদতের খামতি নিয়ে পরনিন্দা করা। যেমন: *"সে নামাজ পড়ে ঠিকই কিন্তু রুকু সেজদা ঠিকমতো দেয় না", "তার তিলওয়াত অশুদ্ধ", "সে লোকদেখানো দান করে।"*

- **আধ্যাত্মিক কুফল:** এটি গীবতকারীর মনে 'ধর্মীয় আত্মশ্লাঘা' (Spiritual Hubris) তৈরি করে এবং তার নিজের ইবাদতকে ধ্বংস করে দেয়।

ইবাদতের ত্রুটি-বিচ্যুতির উল্লেখপূর্বক সমালোচনা করাও গীবতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন অমুক ব্যক্তি উত্তমরূপে নামায পড়ে না অথবা রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে না অথবা নফল নামায পড়ে না অথবা রমযানের সবগুলো রোযা রাখে না অথবা মাকরূহ ওয়াক্তে নামায পড়ে।

তাহাজ্জুদের ওয়াক্তে কতক লোক ঘুমিয়ে থাকলে শেখ সাদী (র) তাদের সমালোচনা করেন এবং বলেন, এই লোকগুলো যদি তাহাজ্জুদ পড়তো তবে কতই না ভালো হত। সাদীর পিতা একথা শুনে বলেন, কতই না ভালো হত যদি তুমি তাহাজ্জুদ না পড়ে এদের মত ঘুমিয়ে থাকতে। তাহলে এদের গীবত করার পাপ তোমার ঘাড়ে চাপত না।

এক ব্যক্তি কারো গীবত করলো এবং বললো, আমি আল্লাহ্র জন্য অমুক ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একথা জানতে পেরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক ব্যক্তি আমার সমালোচনা করেছে এবং আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণের খবর দিয়েছে। আপনি তাকে ডাকুন এবং আমার প্রতি ইনসাফ করুন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কেন তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো? সে বললো, আমি তার প্রতিবেশী। সে পাঁচ ওয়াক্তের নামায ব্যতীত অন্য কোন নামায পড়ে না, রমযানের রোযা ব্যতীত অন্য কোন রোযা রাখে না এবং যাকাত ব্যতীত অতিরিক্ত দান-খয়রাত করে না। তাই আমি তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি। তার বক্তব্য শেষ হলে অপর ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রসূল! তাকে জিজ্ঞেস করুন, আমি কি ফরয দায়িত্ব

আদায় করতে কোনরূপ ত্রুটি করি? তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বললো, না সে ফরয দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করে না এবং তা যথারীতি পালন করে। কিন্তু যেহেতু সে নফল ইবাদতসমূহ করে না, তাই তার প্রতি আমার মন বিরক্ত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন: খুব সম্ভব পরিশেষে সে তোমার তুলনায় ভাগ্যবান হবে। অতএব তার গীবত করা এবং তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা তোমার জন্য সমীচীন নয় (ইয়া উলুমিদ-দীন)।

১.১০.৩ মাধ্যম ও ইন্দ্রিয়ের ওপর ভিত্তি করে গীবত

১.১০.৩.১ ইশারার মাধ্যমে গীবত

কোনো কথা না বলে কেবল হাত, পা বা ঘাড় নাড়িয়ে অনুপস্থিত কোনো ব্যক্তির খুঁত বা চলন-বলন নকল করা।

- **উদাহরণ:** কোনো বিকলাঙ্গ মানুষ রাস্তা দিয়ে যাওয়ার পর হাত বাঁকা করে বন্ধুদের দেখানো যে সে কীভাবে হাঁটে। মুখে না বললেও এটি একটি পূর্ণাঙ্গ গীবত।

১.১০.৩.২ ইঙ্গিত গীবত

মুখে সরাসরি নাম না নিয়ে সুকৌশলে এমনভাবে কথা বলা যাতে শ্রোতারা সহজেই বুঝে নেয় কার কথা বলা হচ্ছে।

- **উদাহরণ:** *"আমাদের চেনা-জানা এক বড় ভাই তো আজকাল খুব ঘুষ খাচ্ছেন!"* (যেখানে মজলিসের সবাই জানে ওই বড় ভাইটি কে)। ফিকহের দৃষ্টিতে নাম না নিলেও ইঙ্গিতে পরিচয় প্রকাশ করা সরাসরি মৌখিক গীবতের সমপর্যায়ের পাপ।

১.১০.৩.৪ ইশারা-ইংগিতে গীবত

সরাসরি নামোল্লেখ না করে এমন কিছু ইংগিতবহ উপমা ব্যবহার করে কারো দোষ বর্ণনা করা যে, লোকেরা উপমার দ্বারা বুঝে নিতে পারে যে, অমুক ব্যক্তির গীবত করা হচ্ছে। যেমন কেউ বললো: আজ আমাদের নিকট এক লোক এসেছিল যে এরূপ। এতে লোকেরা বুঝে নিতে পারে যে, আজ তার নিকট অমুক ব্যক্তি এসেছিল। এটা তার গীবত করা হলো। অথবা কেউ বললো, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর অনুগত হয়ে চলে এবং নিজের মাতাপিতার কথা শুনে না। এতে শ্রবণকারী বুঝতে পারলো যে, সে অমুক ব্যক্তির গীবত করছে।

১.১০.৩.৫ উপহাস মূলক গীবত

কোনো ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তাকে হাসির পাত্র বানানোর জন্য তার কোনো ভুল বা ব্যর্থতাকে রসিয়ে রসিয়ে ট্রল বা উপহাস করা। বর্তমান যুগের "রোস্টিং কালচার" এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

১.১০.৩.৬ কানের গীবত

কান পেতে গভীর মনোযোগ ও আনন্দ নিয়ে অন্যের মুখে গীবত বা পরনিন্দা শোনা।

- **শরয়ি হুকুম:** আমরা অনুচ্ছেদ ৭.৫-এ দেখেছি, **"শ্রোতা হলো গীবতকারীর সমান অংশীদার"**। গীবত শুনে চুপ থাকা বা উপভোগ করা কান নামক আমানতের চরম খিয়ানত।

১.১০.৩.৭ অন্তরের গীবত

মুখে কিছু না বলে, কানের না শুনে কেবল নিজের মনের ভেতরে কোনো প্রমাণ ছাড়াই কোনো মুসলিম ভাইয়ের প্রতি নিশ্চিত কুধারণা বা অপবাদ পোষণ করা। একে আরবিতে 'গীবাতুল কালব' ($غيبة القلب$) বা অন্তরের গীবত বলা হয়।

- **শরয়ি হুকুম:** এটি গীবতের প্রথম মনস্তাত্ত্বিক ধাপ। আল্লাহ বলেছেন— اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ (তোমরা অধিকাংশ কুধারণা থেকে বেঁচে থাকো)।

১.১০.৩.৮ কলম দ্বারা ইশারা করে গীবত

কলম, টাইপিং বা বর্তমান যুগের কীবোর্ড ব্যবহার করে টেক্সট মেসেজ, কমেন্ট, ফেসবুক পোস্ট বা বইয়ের পাতায় ইশারা-ইঙ্গিতে কারো চরিত্র হনন বা গোপন দোষ ফুটিয়ে তোলা।

১.১০.৩.৯ গুনাহের গীবত

যেমন বলা: অমুক ব্যক্তি যেনা করেছে, গীবত করেছে অথবা তার অন্তর বিদ্বেষে পরিপূর্ণ, তার মিথ্যা বলার বহুল বদঅভ্যাস আছে, সে তার পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়, সে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, অমুক ব্যক্তি মদপানে অভ্যস্ত, সে চোর ইত্যাদি।

শেখ সাদী (র) একবার তাঁর শিক্ষককে বলেন, অমুক ব্যক্তি আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। শিক্ষক বলেন, হে সাদী! তোমার মতে বিদ্বেষ পোষণ হারাম, আর গীবত কি হালাল? তুমি আমার নিকট অমুক ব্যক্তির গীবত করছো তার বিদ্বেষের উল্লেখ করে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে নবী-রাসূলগণ ব্যতীত আর কোন মানুষই নিষ্পাপ নয়। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে কিছু না কিছু দোষক্রটি অবশ্যই রয়েছে। কোন ব্যক্তির মধ্যে বিদ্বেষ থাকলে অপরের মধ্যে ঘৃণা করার অভ্যাস আছে। কেউ গীবত করে এবং কেউ গীবত শোনে। কেউ পরোক্ষে নিন্দা করে বেড়ায়, কেউ মিথ্যা কথা বলে। কেউ চৌর্যবৃত্তিতে লিপ্ত থাকলে অপরে সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্টের কাজে লিপ্ত আছে। একজন যেনায় লিপ্ত থাকলে অপরজন অন্যরূপ দুষ্কর্মে লিপ্ত আছে।

মোটকথা কোন ব্যক্তিই দোষ থেকে মুক্ত নয়। অতএব যে কোন লোকের মধ্যকার যে কোন ধরনের ক্রুটির চর্চা করা বাতুলতা মাত্র। কারণ ক্রুটি চর্চাকারীও তো ক্রুটি থেকে মুক্ত নয়। তাই কোন ব্যক্তিকে গুনাহের কাজে লিপ্ত দেখলে তার জন্য আল্লাহর নিকট সৎপথ কামনা করা উচিত, তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা অনুচিত। এতে সে হয়তো তওবা করবে, অনুতপ্ত হবে অথবা যখন ভুল ভাঙ্গবে তখন তওবা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। কারো দোষের কথা মনে এলে নিজের দোষগুলো স্মরণ করবে। তাহলে এই পাপকাজ থেকে বিরত থাকা সম্ভব হবে।

হযরত উমার ফারুক (রা) বলেন:

گكَفَى مِنَ الْغَيِّ بِالْمُؤْمِنِ ثَلاثُ يُعِيبُ عَلَى النَّاسِ بِمَا يَأْتِي بِهِ وَيُبْصِرُ مِنْ عُيُوبِ النَّاسِ بِمَا لَا. يُبْصِرُ مِنْ نَفْسِهِ وَيُؤْذِي جَلِيسَهُ فِي مَا لا يَعْنِيه।ِ

"মুমিন ব্যক্তির পথভ্রষ্ট হওয়ার জন্য তিনটি জিনিসই যথেষ্ট। (১) নিজে যে অপকর্মে লিপ্ত আছে অপরকে সেই অপকর্মে লিপ্ত দেখলে তার সমালোচনা করে। (২) অন্যের দোষ দেখে বেড়ায়, অথচ নিজের মধ্যকার দোষ সম্পর্কে অন্ধ। (৩) নিজের প্রতিবেশী বা সহচরকে অযথা কষ্ট দেয়, হয়রানী করে" (আবুল লাইস আস-সামারকান্দী বাবুল গীবত-এ উদ্ধৃত করেছেন)।

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বলতেন: "আল্লাহর স্মরণশূন্য কথা বেশি বলো না, অন্যথায় তোমাদের অন্তর শক্ত হয়ে যাবে। আর কঠিন হৃদয় তোমাদের অজান্তে আল্লাহ থেকে দূরে সরে যায়। তোমরা অন্যের দোষ খুঁজে বেড়াবে না যেমনি মনিব তার গোলামদের তদারক করে। বরং তোমরা নিজ নিজ দোষক্রটির প্রতি লক্ষ্য করো এমনভাবে যে, তোমরা আল্লাহর গোলাম। মানুষ দুই ধরনের। কিছু লোক গুনাহের কাজে লিপ্ত থাকে, আর কিছু লোক গুনাহ থেকে নিরাপদ

রয়েছে। কোন ব্যক্তির মধ্যে বিদ্বেষ থাকলে অপরের মধ্যে ঘৃণা করার অভ্যাস আছে। কেউ গীবত করে এবং কেউ গীবত শোনে। কেউ পরোক্ষে নিন্দা করে বেড়ায়, কেউ মিথ্যা কথা বলে। কেউ চৌর্যবৃত্তিতে লিপ্ত থাকলে অপরে সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্টের কাজে লিপ্ত আছে। একজন যেনায় লিপ্ত থাকলে অপরজন অন্যরূপ দুষ্কর্মে লিপ্ত আছে।

তোমরা কাউকে গুনাহের কাজে লিপ্ত দেখলে তার প্রতি দয়াপরবশ হও এবং তার কল্যাণের জন্য দোয়া করো এবং নিজের গুনাহ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করো এবং গুনাহগারকে অপমান করো না" (মুওয়াত্তা ইমাম মালেক)।

কোন ব্যক্তিকে তার গুনাহের কারণে অপদস্ত করা এবং তাকে জাহান্নামী মনে করা আল্লাহ তাআলার মর্জি বিরুদ্ধ কাজ। বরং যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে অপমান করে আল্লাহ তাআলা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং তাকে অপমান করেন, অন্যদিকে যাকে অপমান করা হলো তার গুনাহ মাফ করে দেন।

বনী ইসরাঈলের দুই ব্যক্তির ঘটনা এভাবে উল্লেখিত হয়েছে যে, তাদের একজন সর্বদা ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকতো এবং অপরজন পাপাচারে লিপ্ত থাকতো। ইবাদতে লিপ্ত ব্যক্তি সব সময় পাপাচারীকে হেয় প্রতিপন্ন করতো। একদিন সে চটে গিয়ে বললো, আল্লাহর শপথ! তুমি জাহান্নামে যাবে। কথাটি আল্লাহ পাকের অপছন্দ হলো এবং ইবাদতে লিপ্ত ব্যক্তিকে জাহান্নামী এবং পাপীকে জান্নাতী বানিয়ে দিলেন (আবু দাউদ, কিতাবুল বিররি ওয়াস-সিলাহ)।

হযরত আদম (আ) জান্নাতে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়ে ভুল করলে তাঁর দেহ কৃষ্ণবর্ণ হয়ে যায় এবং তাঁকে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা হয়। আল্লাহ তাআলা তাঁকে নির্দেশ দেন, তুমি বায়তুল্লাহ শরীফ নির্মাণ করো, অতঃপর তা তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করো, তাহলে তোমার গুনাহ মাফ করে দিব এবং তোমার তওবা কবুল করবো। আদম (আ) কাবার নির্মাণ কাজ শেষ করলে জিবরীল (আ) বেহেশত থেকে হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর) নিয়ে আসেন। তখন এর রং ছিল অত্যন্ত সাদা এবং তা থেকে আলোকচ্ছটা ঠিকরে পড়তো। পাথরটি দেখে আদম (আ)-এর বেহেশতের সুখশান্তির কথা স্মরণ

হলো, মনটা অস্থির হয়ে পড়লো এবং চোখে অশ্রু নদী প্রবাহিত হলো। সাদা পাথর বললো, হে আদম! তুমি আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে ক্ষতিগ্রস্ত হলে। পাথরের কথায় তাঁর মনে কষ্ট হলো এবং তিনি অস্থির হয়ে আল্লাহর দরবারে আরজ করলেন, হে আল্লাহ! আমার অপরাধের জন্য প্রতিটি জিনিস, এমনকি বেহেশতী পাথর পর্যন্ত আমার নিন্দা করছে। এ কথায় আদম (আ)-এর প্রতি আল্লাহ তাআলা দয়াপরবশ হলেন এবং তাঁর দেহের কৃষ্ণবর্ণ উক্ত পাথরের মধ্যে অপসারণ করলেন, ফলে তা কালো হয়ে গেল এবং পাথরের শুভ্রবর্ণ আদম (আ)-কে দান করলেন, ফলে তাঁর দেহ আলোক-উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো (সাফুরীর নুযহাতুল মাজালিস মুনতাখাবুন নাফাইস, বাব আয়্যামিল-বীদ)।

১.১০.৩.১০ সরাসরি বা অভিনয়ের মাধ্যমে গীবত

সুস্পষ্ট বাক্যে সরাসরি গীবত হতে পারে এবং অভিনয়ের মাধ্যমেও গীবতের অপরাধ সংঘটিত হতে পারে। সরাসরি: যেমন কোন ব্যক্তির নাম উল্লেখপূর্বক তার দোষত্রুটি বর্ণনা করা। অভিনয়ের মাধ্যমে যেমন অন্ধ, খঞ্জ, বোবা ইত্যাদি সেজে অভিনয় করে তাদের দোষত্রুটির প্রতি ইংগিত করা অথবা সমালোচনার উদ্দেশে কারো চালচলন, কথন, পোশাক পরিধান ইত্যাদি নকল করে অভিনয় করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

مَا أُحِبُّ أَنِّي حَكَيْتُ أَحَدًا وَإِنَّ لِي كَذَا وَكَذَا

"আমি পরানুকরণ পছন্দ করি না, এত এত সম্পদের বিনিময়েও না" (তিরমিযী)।

একদা হযরত আয়েশা (রা) কোন মহিলাকে অনুকরণ করে দেখালে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : مَا يَسُرُّنِي أَنِّي حَكَيْتُ وَلِىَ كَذَا وَكَذَا

"কাউকে নকল করা আমার কাছে মোটেই পছন্দনীয় নয়, অনেক সম্পদের বিনিময়েও নয়" (ইহয়া উলূমিদ দীন, বাবুল গীবাত)।

অধ্যায় ২: পবিত্র কুরআনের আলোকে গীবত

পবিত্র কুরআনের বেশ কয়েকটি সূরাতে গীবতের ভয়াবহতা চিত্রায়িত করতে আল্লাহ তাআলা এমন কিছু উপমা ব্যবহার করেছেন, যা শুনলে মানব বিবেক শিউরে ওঠে।

২.১ সূরা আল-হুজুরাতের ১২ নম্বর আয়াত:

ইসলামি সমাজকাঠামো, পারস্পরিক সুসম্পর্ক এবং সামাজিক অপরাধ দমনের ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের **সূরা আল-হুজুরাত**-কে 'নৈতিকতার সংবিধন' বা 'আদর্শ সমাজ গঠনের রূপরেখা' বলা হয়। এই সূরার ১২ নম্বর আয়াতটি গীবত, কুধারণা এবং গোয়েন্দাগিরির বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া সবচেয়ে শক্তিশালী ও স্পষ্ট ঐশী বাণী।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا

"হে মুমিনগণ! তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাকো। নিশ্চয়ই কিছু ধারণা পাপ। আর তোমরা একে অপরের গোপনীয়তা সন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত করো না।

أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে? বস্তুত তোমরা তা অপছন্দই করো। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।"

প্রেক্ষাপট:মুফাসসিরিনে কেরাম (ইমাম ইবনে কাসির, কুরতুবি ও জালালাইন) এই আয়াতের অবতীর্ণ হওয়ার পেছনে সাহাবি হযরত সালমান ফারসি (রা.)-এর একটি ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখ করেছেন:

ঘটনা: সালমান ফারসি (রা.) একবার এক সফরে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশে অন্য দুজন সাহাবির সাথে একই তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। সালমান (রা.) সফরক্লান্তির কারণে ঘুমিয়ে পড়েন এবং সময়মতো খাবার বা তরকারি প্রস্তুত করতে পারেননি। তখন বাকি দুজন সাহাবি তাঁর অনুপস্থিতিতে নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে মন্তব্য করলেন, *"সালমান তো দেখছি ঘরের খুঁটির মতো শুধু ঘুমাতেই ভালোবাসে, সে তো*

কোনো কাজের না।" * এরপর তারা সালমান (রা.)-কে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে পাঠালেন যেন তিনি তাঁর কাছ থেকে কিছু তরকারি বা খাবার চেয়ে আনেন। সালমান (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে পৌঁছালে নবী করীম (সা.) বললেন, "সালমান! তাদের গিয়ে বলো, তোমরা তো ইতিমধ্যেই তরকারি দিয়ে খাবার খেয়ে ফেলেছ!"

সালমান (রা.) ফিরে এসে তাদের এই কথা জানালে তারা অত্যন্ত বিস্মিত ও লজ্জিত হয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে ছুটে এলেন এবং বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল! আমরা তো আজ এখনো কোনো খাবারই মুখে দিইনি, তাহলে আপনি কেন বললেন আমরা তরকারি খেয়েছি?"

তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) তাদের মনস্তত্ত্ব উন্মোচন করে বললেন, "তোমরা যে আড়ালে সালমানের সমালোচনা ও নিন্দা করেছ, এর মাধ্যমে তোমরা সালমানের রক্ত ও গোশত চিবিয়ে খেয়েছ।"

আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে সামাজিক পচনের ৩টি ধারাবাহিক স্তর বা রোগের কথা বলেছেন, যা একটি অন্যটির সাথে চক্রাকারে জড়িত:

[কুধারণা] ──► [গোপন দোষ খোঁজা] ──► [গীবত/পরনিন্দা]

ক. প্রথম স্তর: 'আজতানিবু কাছিরান মিনাজ জান্ন' (কুধারণা বর্জন)

আল্লাহ আয়াতের শুরুতে 'ধারণা' বা 'জান্ন' ($ظن$) থেকে বাঁচতে বলেছেন। মানুষের মনে যখন অন্যের প্রতি হিংসা বা কুধারণা জন্মায়, তখন সে অবচেতনভাবেই তার প্রতি শত্রুতা পোষণ করতে শুরু করে। সব ধারণা পাপ নয়, কিন্তু বেশিরভাগ কুধারণাই মানুষকে পাপের দিকে ঠেলে দেয়।

খ. দ্বিতীয় স্তর: 'ওয়া লা তাজাসসাসু' (গোপন দোষ সন্ধান না করা)

যখন কারো প্রতি মনে কুধারণা স্থায়ী হয়, তখন মানুষ তার পেছনে 'গোয়েন্দাগিরি' বা তার গোপন ত্রুটি খোঁজার চেষ্টা করে ($تجسس$)। ইসলাম মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বা 'প্রাইভেসি' রক্ষার ওপর সর্বোচ্চ জোর দিয়েছে। অন্যের ঘরের খবর নেওয়া, ব্যক্তিগত ডায়েরি, মোবাইল বা মেসেজ গোপনে চেক করা এই নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত।

গ. তৃতীয় স্তর: 'ওয়া লা ইয়াগতাব বা'দুকুম বা'দা' (গীবত না করা)

দোষ খোঁজার পর মানুষ যখন সফল হয় (অর্থাৎ অন্যের কোনো ত্রুটি জেনে ফেলে), তখন সে তা নিজের পেটে চেপে রাখতে পারে না। সে আড্ডায় গিয়ে তা মানুষের

সামনে প্রকাশ করে দেয়—যা গীবত নামে পরিচিত। আল্লাহ এই আয়াতে দেখিয়েছেন কীভাবে কুধারণা থেকে শুরু হয়ে সমাজ গীবতের ক্যানসারে আক্রান্ত হয়।

২.২ 'মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া' উপমার মনস্তাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

আয়াতের দ্বিতীয় অংশে আল্লাহ গীবতকে "মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া"র সাথে তুলনা করেছেন। আরবি অলঙ্কারশাস্ত্র (বালাগাত) অনুযায়ী, এখানে তীব্র ঘৃণা প্রকাশের জন্য এই নির্দিষ্ট উপমাটি ব্যবহার করা হয়েছে:

1. **প্রকৃতিগত ঘৃণা:** মানুষ সাধারণত অন্য কোনো পশুর কাঁচা গোশত খেতেই ঘৃণা বোধ করে। সেখানে মানুষের গোশত খাওয়া চরম নরখাদকদের কাজ। তদুপরি, সেই মানুষটি যদি হয় নিজের **আপন ভাই**, তবে ঘৃণার মাত্রা বহুগুণ বেড়ে যায়।
2. **মৃতের অসহায়ত্ব:** একটি জীবিত মানুষকে আঘাত করলে সে আত্মরক্ষা করতে পারে, চিৎকার করতে পারে বা পাল্টা আঘাত করতে পারে। কিন্তু একটি মৃত লাশকে কেটে টুকরো টুকরো করে তার গোশত খেলেও সে নড়তে পারে না বা আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারে না। ঠিক তেমনি, যার গীবত করা হচ্ছে, সে মজলিসে উপস্থিত না থাকায় নিজের ডিফেন্স বা আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারে না।

আল্লাহ বোঝাতে চেয়েছেন, অনুপস্থিত ভাইয়ের নিন্দা করা মানে এক অবলা, অসহায় মৃত ভাইয়ের শরীর থেকে গোশত খুবলে খাওয়ার মতোই কাপুরুষোচিত ও নোংরা কাজ।

২.৩ সূরা আল-হুমাযাহ (আয়াত: ১)-এর আলোকে 'হুমাযাহ' ও 'লুমাযাহ'-এর ব্যাখ্যা এবং 'ওয়াইল' জাহান্নামের হুঁশিয়ারি

পবিত্র কুরআনের ১০৪ নম্বর সূরাটি হলো 'সূরা আল-হুমাযাহ'। এই সূরার প্রথম আয়াতেই আল্লাহ তাআলা মানব চরিত্রের এমন দুটি জঘন্য বাচনিক ও মনস্তাত্ত্বিক ব্যাধির উল্লেখ করেছেন, যা সমাজকে ভেতর থেকে ধ্বংস করে দেয়। আয়াতটি হলো:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

অনুবাদ: "পেছনে ও সামনে পরনিন্দাকারী প্রত্যেকের জন্য ধ্বংস!"

এখানে দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে: হুমাযাহ هُمَزَة এবং লুমাযাহ لُمَزَة.

- **হুমাযাহ:** যারা মানুষের অনুপস্থিতিতে পেছনে পরনিন্দা, গীবত বা ইশারা-ইঙ্গিতে ছোট করে।
- **লুমাযাহ:** যারা মানুষের সামনে সরাসরি কটূক্তি করে, খুঁত ধরে বা খোঁটা দেয়। আল্লাহ তাআলা এই দুই শ্রেণির মানুষের জন্যই 'ওয়াইল' (ويل) নামক ধ্বংসের বা জাহান্নামের উপত্যকার ঘোষণা দিয়েছেন।

প্রেক্ষাপট (Context): মক্কার কাফের নেতাদের একটি সাধারণ চরিত্র ছিল—তারা রাসুলুল্লাহ (সা.) এবং ঈমানদারদের সামনাসামনি কটু কথা বলত এবং আড়ালে চোখ টিপে ও অঙ্গভঙ্গি করে উপহাস করত। মুফাসসিরিনদের মতে, আয়াতটি বিশেষভাবে উমাইয়াহ ইবনে খালাফ, আখনেস ইবনে শুরাইক অথবা ওয়ালিদ ইবনুল মুগীরাহর মতো মক্কার দাম্ভিক নেতাদের উদ্দেশ্যে নাজিল হয়েছিল, যারা ভাবত তাদের ধন-সম্পদই তাদের অমর করে রাখবে এবং তারা মুমিনদের পেছনে ও সামনে নিন্দা (হুমাযাহ ও লুমাযাহ) করে বেড়াত।

মুফাসসিরিনগণ এই দুটি শব্দের সূক্ষ্ম পার্থক্যের বিষয়ে কয়েকটি চমৎকার অভিমত দিয়েছেন:

ক. প্রথম অভিমত (আড়ালে বনাম সামনে):

- **হুমাযাহ (Humazah):** যে ব্যক্তি মানুষের অনুপস্থিতিতে তার পেছনে পরনিন্দা বা গীবত করে।
- **লুমাযাহ (Lumazah):** যে ব্যক্তি মানুষের সামনে সরাসরি তার মুখের ওপর কটূক্তি করে, খোঁটা দেয় বা অপমান করে।

খ. দ্বিতীয় অভিমত (বাচনিক বনাম শারীরিক অঙ্গভঙ্গি):

- **হুমাযাহ:** যে ব্যক্তি নিজের হাত, চোখ, মাথা বা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে আড়ালে অন্যকে উপহাস করে (যেমন: কেউ হেঁটে যাওয়ার পর চোখ টিপা বা তার হাঁটার ধরণ নকল করা)।
- **লুমাযাহ:** যে ব্যক্তি নিজের জিহ্বা বা বাণী ব্যবহার করে সরাসরি কথার মাধ্যমে মানুষের খুঁত ধরে বা ইজ্জতহানি করে।

গ. তৃতীয় অভিমত (বংশ বনাম চরিত্র):

- **হুমাযাহ:** যে ব্যক্তি মানুষের বংশমর্যাদা, মা-বাবা বা দারিদ্র্য নিয়ে আড়ালে খোটা দেয়।
- **লুমাযাহ:** যে ব্যক্তি মানুষের ব্যক্তিগত চরিত্র, দ্বীনদারী বা আমল নিয়ে মানুষের সামনে সন্দেহ তৈরি করে।

সারসংক্ষেপ: এই দুটি শব্দের সমন্বয়ে আল্লাহ মূলত মানুষের আড়ালে গীবত করা এবং সামনাসামনি মানুষকে বাক্যবাণে জর্জরিত করা—উভয় প্রকার কুৎসিত স্বভাবকেই এক আয়াতে চিরতরে হারাম ঘোষণা করেছেন।

'ওয়াইল' (وَيْلٌ)-এর ভয়াবহতা:

আয়াতের শুরুতে আল্লাহ তাআলা যে শব্দটি ব্যবহার করেছেন, তা হলো 'ওয়াইল' وَيْلٌ । সাধারণ অনুবাদে এর অর্থ "ধ্বংস বা দুর্ভোগ"। তবে কুরআন ও হাদিসের গভীর বিশ্লেষণে এর দুটি অর্থ পাওয়া যায়:

অর্থ ১: চূড়ান্ত ধ্বংস ও লানত

আরবি পরিভাষায় এটি একটি 'কালিমাউ আযাব' বা শাস্তির শব্দ। আল্লাহ যখন নিজেই কোনো বান্দার জন্য 'ওয়াইল' বা ধ্বংসের ঘোষণা দেন, তখন মহাবিশ্বের আর কোনো শক্তি তাকে রক্ষা করতে পারে না। এর অর্থ—গীবতকারী ও পরনিন্দাকারীর ইহকালীন ও পরকালীন জীবন সম্পূর্ণ বরকতহীন ও ধ্বংসাত্মক হয়ে যাবে।

অর্থ ২: জাহান্নামের বিশেষ অগ্নি-উপত্যকা

বিশিষ্ট সাহাবি হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) 'ওয়াইল'-এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন:

"ওয়াইল হলো জাহান্নামের এমন একটি নদী বা উপত্যকা, যার গভীরতা ও উত্তাপ এত বেশি যে, কোনো কাফের বা পাপীকে সেখানে নিক্ষেপ করা হলে তার তলদেশে পৌঁছাতেই দীর্ঘ ৪০ বছর সময় লেগে যাবে।" *(জামে আত-তিরমিযী: ৩১৬৪)*

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, ‘ওয়াইল’ উপত্যকার আগুন এত ভয়ংকর যে, স্বয়ং জাহান্নামও প্রতিদিন আল্লাহর কাছে এই উপত্যকার উত্তাপ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। আল্লাহ তাআলা এই নির্দিষ্ট ভয়ংকর শাস্তিটি তুলে রেখেছেন সেই সব উচ্চবিত্ত ও দাম্ভিক মানুষদের জন্য, যারা নিজেদের সম্পদ ও অহংকারের জোরে সাধারণ মানুষের গীবত ও লুমাযাহ (মুখের ওপর অপমান) করে বেড়াত।

২.৪ সূরা আন-নিসা এবং সূরা আন-নূরের আলোকে মুমিনদের চরিত্রে দাগ লাগানোর পার্থিব ও পরকালীন শাস্তি

২.৪.১ সূরা আন-নিসা (আয়াত: ১৪৮) — মন্দ কথা প্রচারের নিষেধাজ্ঞা

পবিত্র কুরআনের সূরা আন-নিসার ১৪৮ নম্বর আয়াতটি ইসলামি আইনশাস্ত্রে (Islamic Jurisprudence) একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং ভারসাম্যপূর্ণ আয়াত। এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা একদিকে যেমন মানুষের গোপন ত্রুটি বা মন্দ বিষয়ের প্রচারকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছেন, অন্যদিকে তেমনি একজন ‘মজলুম’ বা অত্যাচারিত ব্যক্তিকে তার অধিকার আদায়ের জন্য জালেমের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার আইনি বৈধতা দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

অনুবাদ: "আল্লাহ মন্দ কথার প্রচার পছন্দ করেন না, তবে যার ওপর জুলুম করা হয়েছে তার কথা আলাদা। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"

প্রেক্ষাপট (Context): মদিনায় এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির বাড়িতে মেহমান বা অতিথি হিসেবে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু গৃহকর্তা মেহমানের প্রতি চরম অবহেলা করেন এবং তাকে কোনো খাবার বা আপ্যায়ন করেননি। মেহমানটি তখন ক্ষুধার্ত অবস্থায় মানুষের কাছে গিয়ে গৃহকর্তার এই কৃপণতা ও দুর্ব্যবহারের কথা বলতে শুরু করেন। অনেকে একে গীবত মনে করলে আল্লাহ আয়াত নাজিল করে স্পষ্ট করেন যে, কারো ওপর জুলুম বা অন্যায় করা হলে মজলুমের জন্য জালেমের অন্যায়ের কথা প্রকাশ করা বৈধ।

২.৪.২ সূরা আন-নূর (আয়াত: ১৯) — দোষত্রুটি সমাজে ছড়িয়ে বেড়ানো

ইসলাম একটি বিশুদ্ধ, সুশৃঙ্খল ও পবিত্র সমাজব্যবস্থা গঠনে বিশ্বাসী। কেবল নিজে পাপমুক্ত থাকাই ইসলামের লক্ষ্য নয়, বরং সমাজের সামষ্টিক পরিবেশকে ফিতনামুক্ত রাখাও এর অন্যতম মূল দাবি। পবিত্র কুরআনের **সূরা আন-নূরের ১৯ নম্বর আয়াতটি** সমাজের মানুষের গোপন ত্রুটি, স্ক্যান্ডাল বা অশ্লীলতা চর্চা ও তা ছড়িয়ে বেড়ানোর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া সবচেয়ে কঠোর ও প্রভাবশালী ঐশী আইন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

অনুবাদ: "যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতা (বা দোষত্রুটি) প্রসার কামনা করে, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।"

প্রেক্ষাপট :এই আয়াতের অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম বেদনাদায়ক ঘটনা **"ওয়াকিয়ায়ে ইফক" (উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা.-এর প্রতি মুনাফিকদের অপবাদ)**-এর সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত।

মদিনার মুনাফিকদের সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই যখন হযরত আয়েশা (রা.)-এর পবিত্র চরিত্রে একটি চরম মিথ্যা কেলেঙ্কারী রটায়, তখন মদিনার কিছু সরলমনা মুসলমানও সত্য-মিথ্যা যাচাই না করে আড্ডায় আড্ডায় তা নিয়ে ফিসফিসানি এবং গীবত চর্চা শুরু করে।

এর ফলে পুরো মদিনার সামাজিক শান্তি বিঘ্নিত হয় এবং মুমিনদের পারস্পরিক বিশ্বাসে ফাটল ধরে। আল্লাহ তাআলা হযরত আয়েশা (রা.)-এর পবিত্রতা ঘোষণা করে সূরা আন-নূরে ১৮টি আয়াত নাজিল করেন। তারই অংশ হিসেবে এই ১৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ স্পষ্ট করে দেন যে—যারা সমাজে কোনো মুমিনের গোপন ত্রুটি বা অপবাদকে চায়ের আড্ডায় বা লোকালয়ে রসিয়ে রসিয়ে ছড়ায়, তারা আল্লাহর দরবারে চরম অপরাধী।

২.৫ কুরআনের অন্যান্য আয়াতে গীবতের আলোচনা

২.৫.১ সূরা আল-আহযাব (আয়াত: ৫৮) — নির্দোষ মুমিনদের কষ্ট দেওয়া ও অপবাদ

ইসলামি সমাজ দর্শনের মূল ভিত্তি হলো—যতক্ষণ না কোনো ব্যক্তির অপরাধ আদালতের মাধ্যমে আইনগতভাবে প্রমাণিত হচ্ছে, ততক্ষণ সে সমাজে সম্পূর্ণ নির্দোষ, সম্মানিত এবং পবিত্র। কোনো প্রমাণ ছাড়া অনুমানের ওপর ভিত্তি করে কিংবা ব্যক্তিগত শত্রুতার জেরে কোনো নির্দোষ মুসলমানের চরিত্রে দাগ লাগানো, তাকে আড্ডায়-মজলিসে হেয় করা এবং মিথ্যা অপবাদ দেওয়া ইসলামে অন্যতম প্রধান কবিরা গুনাহ। পবিত্র কুরআনের **সূরা আল-আহযাবের ৫৮ নম্বর আয়াতটি** নির্দোষ মানুষের নামে কুৎসা রটনাকারীদের বিরুদ্ধে একটি চূড়ান্ত ঐশী হুঁশিয়ারি।

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

অনুবাদ: "আর যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে তাদের কৃত কোনো অপরাধ ছাড়াই কষ্ট দেয়, তারা নিশ্চয়ই এক বড় অপবাদ (বুহতান) ও স্পষ্ট পাপের বোঝা মাথায় বহন করে।"

প্রেক্ষাপট: মুফাসসিরিনে কেরাম (ইমাম ইবনে কাসির, কুরতুবি এবং জালালাইন) এই আয়াতের অবতীর্ণ হওয়ার পেছনে মদিনার প্রাথমিক ইসলামি সমাজের কয়েকটি বাস্তব ও স্পর্শকাতর ঘটনা উল্লেখ করেছেন:

1. **হযরত আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে অপবাদ:** মদিনার মুনাফিকদের একটি কুচক্রী দল হযরত আলী (রা.)-এর ক্রমবর্ধমান সামাজিক ও দ্বীনি মর্যাদা সহ্য করতে পারত না। তারা গোপনে হযরত আলী (রা.)-এর নামে বিভিন্ন মিথ্যা কুৎসা ও অপবাদ রটাত, যাতে সাধারণ মুসলমানদের মনে তাঁর প্রতি এক ধরণের কুধারণা তৈরি হয়।
2. **হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র:** অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, মুনাফিকরা হযরত উসমান (রা.)-এর দানশীলতা এবং প্রশাসনিক সততা নিয়ে আড়ালে নানাবিধ প্রশ্ন তুলত এবং তাঁর নামে মিথ্যা রটনা করে তাঁকে মানসিকভাবে কষ্ট দিত।
3. **মুমিন নারীদের উত্যক্ত করা:** মদিনার কিছু বখাটে ও মুনাফিক প্রকৃতির মানুষ রাতের বেলা বা ভোরে মদিনার পবিত্র মুমিন নারীদের ঘর থেকে বের হওয়ার সময় তাদের লক্ষ্য করে কটু কথা বলত, ইশারা-ইঙ্গিত করত এবং পরে আড্ডায়

বসে তাদের নামে মিথ্যা স্ক্যান্ডাল ছড়াত। যখন তাদের ধরা হতো, তারা বলত— *"আমরা তো মজা করছিলাম!"*

২.৫.২ সূরা আল-হুজুরাত (আয়াত: ১১) — উপহাস ও মন্দ নামে ডাকা

ইসলামি নীতিশাস্ত্র ও সামাজিক মনোবিজ্ঞানের (Social Psychology) দৃষ্টিতে গীবত বা পরনিন্দা হঠাৎ করে সমাজকে গ্রাস করে না। এর পেছনে কিছু প্রাথমিক ধাপ থাকে, যেমন—কাউকে সামনাসামনি উপহাস করা, তার কোনো শারীরিক বা বংশগত খুঁত নিয়ে আড়ালে হাসাহাসি করা এবং তাকে খাটো করার জন্য নিকৃষ্ট কোনো উপাধি বা মন্দ নামে ডাকা। এই সামাজিক ব্যাধিগুলো মানুষের মনে হিংসা ও ক্ষোভের জন্ম দেয়, যা পরবর্তীতে গীবত, চোগলখুরি এবং অপবাদে রূপ নেয়। পবিত্র কুরআনের **সূরা আল-হুজুরাতের ১১ নম্বর আয়াতটি** এই প্রাথমিক বাচনিক সন্ত্রাস ও উপহাসের বিরুদ্ধে এক অকাট্য ঐশী আইন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

অনুবাদ: "হে মুমিনগণ! কোনো পুরুষ যেন অপর কোনো পুরুষকে উপহাস না করে, কেননা সে তার চেয়ে উত্তম হতে পারে। এবং কোনো নারীও যেন অপর কোনো নারীকে উপহাস না করে, কেননা সে তার চেয়ে উত্তম হতে পারে। আর তোমরা একে অপরকে দোষারোপ করো না (খোঁটা দিও না) এবং মন্দ নামে ডেকো না। ঈমান আনার পর ফাসেকী নাম হওয়া কতই না নিকৃষ্ট! আর যারা তওবা করবে না, তারাই মূলত জালেম।"

প্রেক্ষাপট (Context): মুফাসসিরিনে কেরাম (ইমাম কুরতুবি, ইবনে কাসির এবং তাবারী) এই আয়াতের অবতীর্ণ হওয়ার পেছনে মদিনার প্রাথমিক মুসলিম সমাজের তিনটি বাস্তব এবং মনস্তাত্ত্বিক ঘটনা উল্লেখ করেছেন:

1. **দরিদ্র সাহাবিদের উপহাস:** বনু তামীম গোত্রের একদল ধনী ও অভিজাত লোক মদিনায় এসে হযরত আম্মার, খুবাব, বিলাল এবং সালমান ফারসি (রা.)-এর মতো দরিদ্র, জীর্ণ পোশাক পরিহিত এবং কায়িক শ্রমজীবী সাহাবিদের দেখে নাক সিঁটকেছিল এবং তাদের দারিদ্র্য নিয়ে আড্ডায় উপহাস করেছিল।
2. **সাফিয়্যাহ (রা.)-এর মানসিক কষ্ট:** রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অন্যতম স্ত্রী হযরত সাফিয়্যাহ (রা.) ছিলেন বনু নাযির (ইহুদি) গোত্রের প্রধানের কন্যা, যিনি পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করে রাসুল (সা.)-এর ঘরণী হন। মদিনার অন্য

মহিলারা মাঝেমধ্যে তাঁকে আড়ালে ও সামনে "ইহুদিনীর মেয়ে" বলে খোঁটা দিতেন। সাফিয়্যাহ (রা.) এতে কেঁদে ফেললে রাসুল (সা.) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, "তুমি তাদের বলো—আমার পিতা হারুন (আ.), আমার চাচা মুসা (আ.) এবং আমার স্বামী মুহাম্মদ (সা.), সুতরাং তোমরা আমার চেয়ে কীভাবে শ্রেষ্ঠ হলে?"

3. **জাহেলী যুগের নিকৃষ্ট উপাধি:** আরবের মানুষ ইসলাম গ্রহণের আগে একে অপরকে বিভিন্ন ব্যঙ্গাত্মক ও নোংরা উপনামে ডাকত। ইসলাম আসার পরও কেউ কেউ পুরনো অভ্যাস বজায় রেখে কোনো মুসলমান ভাইকে রাগানোর জন্য বা ছোট করার জন্য সেই মন্দ নামে ডাকত।

আজকের সোশ্যাল মিডিয়ায় (যেমন ফেসবুক, টিকটক বা ইনস্টাগ্রাম) সবচেয়ে বড় ব্যাধি হলো **"বডি শেমিং" (Body Shaming)** এবং **"অনলাইন ট্রলিং" (Online Trolling)**। কোনো মানুষের গায়ের রং, শারীরিক গঠন, উচ্চতা বা তার কথা বলার ধরণ নিয়ে মিমস (Memes) বানিয়ে ভাইরাল করা হচ্ছে এবং কমেন্ট বক্সে শত শত মানুষ তাকে মন্দ নামে ডেকে বিকৃত আনন্দ পাচ্ছে। যারা এই ডিজিটাল বাচনিক সন্ত্রাসে লিপ্ত, কুরআন তাদের স্পষ্ট ভাষায় **"জ্বালিমুন" (অত্যাচারী)** হিসেবে সাব্যস্ত করেছে—যদি না তারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির কাছে এবং আল্লাহর কাছে খাঁটি মনে তওবা করে।

২.৫.৩ সূরা ক্বাফ (আয়াত: ১৮) — প্রতিটি কথা রেকর্ড হওয়ার দলিল

مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

অনুবাদ: "মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে না কেন, তা সংরক্ষণ করার জন্য একজন সদা প্রস্তুত পর্যবেক্ষক তার পাশেই রয়েছে।"

প্রেক্ষাপট (Context): মক্কার কাফেররা মনে করত তারা আড়ালে বা গোপনে যে কুৎসা রটায় এবং ফিসফিস করে যে গীবত করে, তা কেউ জানতে পারে না। তাদের এই অজ্ঞতা দূর করতে এবং মানুষের মধ্যে এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক আত্মনিয়ন্ত্রণ (Self-Censorship) তৈরি করতে আল্লাহ আয়াতটি নাজিল করেন।

আজকের প্রযুক্তির যুগে মানুষ ভয়েস মেসেজ, স্ক্রিনশট, অডিও রেকর্ডার বা ভিডিওর মাধ্যমে মানুষের কথা সংরক্ষণ করে। মানুষ অপরাধ করার সময় ভয় পায় যে কেউ তার কথা রেকর্ড করে পরে ফেসবুকে ভাইরাল করে দেয় কিনা। অথচ মুমিনের বিশ্বাস হওয়া উচিত যে, মানুষের তৈরি এই ডিজিটাল রেকর্ডারের চেয়ে কোটি গুণ শক্তিশালী

ও নির্ভুল কুদরত নিয়ে ফেরেশতারা মানুষের আমলনামা তৈরি করছেন। কিয়ামতের দিন যখন মানুষের সামনে তার এই 'অডিও-ভিডিও সংকলন' বা আমলনামা খুলে দেওয়া হবে, তখন মানুষ বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠবে:

"হায় আফসোস! এটি কেমন আমলনামা! যা আমাদের ছোট কিংবা বড় কোনো কথাই বাদ দেয়নি, বরং সবই নিখুঁতভাবে সংরক্ষণ করে রেখেছে!" *(সূরা আল-কাহাফ, আয়াত: ৪৯)*

২.৫.৪ সূরা আল-ইসরা / বনী ইসরাঈল (আয়াত: ৩৬) — কান পাতার জবাবদিহিতা

ইসলামি নীতিশাস্ত্রে গীবত বা পরনিন্দা কেবল একটি একমুখী অপরাধ নয়, এটি একটি দ্বিমুখী সামাজিক ব্যাধি। একজন ব্যক্তি তার জিহ্বা দিয়ে গীবত উৎপাদন করে, আর অন্য একজন ব্যক্তি তার কান দিয়ে তা গ্রহণ বা ভোগ করে। সমাজে যদি গীবতের কোনো 'শ্রোতা' বা ক্রেতা না থাকত, তবে গীবতকারী কখনোই তার পরনিন্দার দোকান জমিয়ে বসতে পারত না। তাই ইসলামে গীবত করা যেমন হারাম, কান পেতে গীবত শোনাও সমপর্যায়ের মারাত্মক অপরাধ। পবিত্র কুরআনের **সূরা আল-ইসরা বা বনী ইসরাঈলের ৩৬ নম্বর আয়াতটি** মানুষের কান, চোখ ও অন্তরের এই বাচনিক ও শ্রবণগত জবাবদিহিতার সবচেয়ে বড় অকাট্য দলিল। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

অনুবাদ: "যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তার পেছনে পোড়ো না। নিশ্চয়ই কান, চোখ ও অন্তরের প্রত্যেকটি সম্পর্কে (কিয়ামতের দিন) কৈফিয়ত তলব করা হবে।"

প্রেক্ষাপট (Context): জাহেলিয়াতের যুগে মক্কার মুশরিকদের একটি বড় কুঅভ্যাস ছিল—তারা কোনো প্রমাণ ছাড়াই স্রেফ অনুমানের ওপর ভিত্তি করে মানুষের ব্যক্তিগত চরিত্র নিয়ে কথা বলত। তারা আড্ডায় বসে বলত, *"আমি শুনেছি অমুক লোকটা এই অপরাধ করেছে"* অথবা *"আমার মনে হয় অমুক মানুষের চরিত্র খারাপ।"* যখন তাদের জিজ্ঞেস করা হতো, তুমি কি নিজে দেখেছ? তারা বলত, *"না, আমি স্রেফ অনুমান করছি বা মানুষের মুখে শুনেছি।"* তদুপরি, তারা মদিনার মুসলমানদের গোপন কথা বা পারিবারিক ত্রুটি জানার জন্য দেয়ালের আড়ালে বা দরজায় কান পেতে বসে থাকত। মানুষের এই হীন মনস্তত্ত্বকে চূর্ণ করতে এবং সমাজে প্রতিটি মানুষের **'ব্যক্তিগত গোপনীয়তা' (Right to Privacy)** এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের পবিত্রতা নিশ্চিত করতে আল্লাহ তাআলা এই আয়াতটি নাজিল করেন।

আল্লাহ তাআলা মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের হিসাব নেওয়ার ক্ষেত্রে সবার আগে **'কান' বা শ্রবণশক্তির** কথা উল্লেখ করেছেন। এর একটি গভীর মনস্তাত্ত্বিক কারণ রয়েছে। মানুষ চোখ দিয়ে পাপ দেখার চেয়ে কান দিয়ে অন্যের গীবত বা সমালোচনা শুনতে বেশি রসদ পায়। আপনি যখন কোনো আড্ডায় বসেন এবং কেউ একজন অনুপস্থিত কোনো ভাইয়ের চামড়া ছেঁড়া শুরু করে, তখন আপনার কান যদি তা গভীর আগ্রহ নিয়ে শুনতে থাকে, তবে শরিয়তের দৃষ্টিতে গীবতকারীর জিহ্বা যে অপরাধ করছে, আপনার কানও হুবহু সেই একই অপরাধের ডাটা রিসিভ করছে।

আয়াতের শেষ অংশ—كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا স্পষ্ট করে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা মানুষকে প্রশ্ন করার পাশাপাশি মানুষের এই অঙ্গগুলোকে আলাদাভাবে কথা বলার ক্ষমতা দেবেন। সূরা ইয়াসীনে যেমন বলা হয়েছে, মানুষের মুখ সিলগালা করে দেওয়া হবে এবং হাত-পা কথা বলবে; তেমনি এই আয়াতের আলোকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষের কান আল্লাহর আদালতে দাঁড়িয়ে স্বকীয়ভাবে সাক্ষ্য দিয়ে বলবে— *"হে আল্লাহ! এই ব্যক্তি দুনিয়াতে অমুক চায়ের আড্ডায় বসে অত্যন্ত আনন্দ নিয়ে তার মুসলিম ভাইয়ের গীবত শুনছিল এবং আমি কানকে সে কাজে ব্যবহার করেছিল।"*

ইমাম ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, যে ব্যক্তি গীবত শোনে, সে যদি গীবতকারীকে মুখে বাধা না দেয়, তবে সে মৌনতার মাধ্যমে ওই পাপকে সমর্থন করল। এই আয়াতটি প্রমাণ করে যে, গীবতের মজলিসে চুপচাপ বসে থাকা বা কান পেতে তা উপভোগ করা সরাসরি কুরআনের এই অকাট্য আইনের লঙ্ঘন।

২.৫.৫ সূরা আল-আনআম (আয়াত: ৬৮) — পরনিন্দার মজলিস বর্জনের নির্দেশ

ইসলাম কেবল অন্যায় কাজ করাকেই নিষিদ্ধ করেনি, বরং অন্যায়ের পরিবেশ বা পাপাচারের মজলিসকে সচেতনভাবে বর্জন করার ওপরও সমভাবে জোর দিয়েছে। গীবত বা পরনিন্দার ক্ষেত্রে সমাজ মনস্তত্ত্বের একটি বড় ট্র্যাজেডি হলো—অনেকে নিজে মুখে কারো গীবত করেন না ঠিকই, কিন্তু বন্ধুদের আড্ডায় যখন অন্য কারো চামড়া ছেঁড়া হয়, তখন তারা সেখানে "স্রেফ দর্শক বা নীরব শ্রোতা" হয়ে বসে থাকেন। তারা ভাবেন, "আমি তো নিজে মুখে কিছু বলছি না, সুতরাং আমার কোনো গুনাহ হচ্ছে না।" ইসলাম এই ক্ষতিকর মানসিকতাকে সম্পূর্ণ নাকচ করে দিয়েছে। পবিত্র কুরআনের **সূরা আল-আনআম-এর ৬৮ নম্বর আয়াতটি** স্পষ্ট ঘোষণা করে যে, যেখানে আল্লাহর কোনো বিধানের অবমাননা হয় কিংবা কোনো মানুষের সম্মান নিয়ে গীবত ও উপহাসের

মজলিস বসে, তা তাৎক্ষণিকভাবে বর্জন করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য অবধারিত বা ওয়াজিব।

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ

অনুবাদ: "আর যখন আপনি তাদেরকে দেখেন, যারা আমার আয়াত বা বিধানসমূহ নিয়ে অনর্থক চর্চায় (সমালোচনায়) লিপ্ত হয়, তখন আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন, যতক্ষণ না তারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত হয়।"

প্রেক্ষাপট (Context): মক্কার মুশরিকরা যখনই কোনো আড্ডায় বসত, তারা রাসুলুল্লাহ (সা.), পবিত্র কুরআন এবং দ্বীনের বিভিন্ন বিধান নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক সমালোচনা ও উপহাস শুরু করত। কিছু মুসলমান ঈমান আনার পরও অভ্যাসবশত কাফেরদের সেসব আড্ডায় গিয়ে বসে থাকতেন। আল্লাহ এই আয়াত নাজিল করে মুমিনদের নির্দেশ দেন যে, যেখানে আল্লাহর দ্বীন বা কোনো মানুষের সম্মান নিয়ে অনর্থক সমালোচনা ও গীবত হয়, সেই মজলিস বর্জন করা ওয়াজিব।

আজকের একবিংশ শতাব্দীতে এই আয়াতের প্রয়োগ কেবল বাস্তব জীবনের চায়ের আড্ডার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর পরিধি ডিজিটাল জগতে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে:

1. **টেলিভিশন ও ইউটিউব স্ক্যান্ডাল শো:** বিভিন্ন ইউটিউব চ্যানেল বা ট্রল পেজে যখন কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবন বা গোপন ত্রুটি নিয়ে 'রোস্টিং বা টকশো' লাইভ স্ট্রিম করা হয়, তখন আমাদের স্ক্রিনে তা দেখা এবং কমেন্ট বক্স স্ক্রোল করাও এই নিষিদ্ধ মজলিসে বসার শামিল।
2. **ফেসবুক কমেন্ট সেকশনের আড্ডা:** ফেসবুকে কোনো ভাইরাল পোস্টে যখন কারো বিরুদ্ধে গীবত বা বুহতান (অপবাদ) ছড়ানো হয়, আর আমরা সেখানে লাইক বা রিঅ্যাক্ট দিয়ে সেই কমেন্টের আড্ডা উপভোগ করি, তখন আমরা ঘরের বদ্ধ রুমে একা বসে থাকলেও পরোক্ষভাবে এই আয়াতের 'জালেমদের মজলিস'-এর সক্রিয় সদস্য হয়ে যাই। ঈমানের দাবি হলো—সেই পেজ বা পোস্টকে তৎক্ষণাৎ আনফলো বা বর্জন করা।

২.৫.৬ সূরা আল-কালাম (আয়াত: ১০-১১) — পেছনে কুৎসা রটনাকারীর বৈশিষ্ট্য

ইসলামি সমাজ দর্শনে কোনো ব্যক্তির সামাজিক ও চারিত্রিক পচনের চূড়ান্ত স্তর হলো আড়ালে মানুষের কুৎসা রটানো এবং দুই পক্ষের মধ্যে ঝগড়া লাগানোর জন্য কথা চালাচালি বা চোগলখুরি করা। পবিত্র কুরআনের **সূরা আল-কালামের ১০ ও ১১ নম্বর আয়াতদ্বয়ে** আল্লাহ তাআলা এই কদর্য স্বভাবের মানুষদের মনস্তাত্ত্বিক রূপরেখা এমন নিখুঁতভাবে উন্মোচন করেছেন যে, তা শুনলে একজন মুমিন নিজের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে বাধ্য হয়। আল্লাহ এই আয়াতে স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেন যে, সমাজে যে ব্যক্তি বেশি বেশি মানুষের পেছনে নিন্দা করে এবং চোগলখুরি করে বেড়ায়, সে যতই প্রভাবশালী বা ধনী হোক না কেন—মুমিনরা যেন কোনো অবস্থাতেই তার অনুসরণ বা আনুগত্য না করে।

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ . هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ

অনুবাদ: "আর আপনি আনুগত্য করবেন না এমন প্রত্যেক ব্যক্তির, যে অধিক কসম করে এবং যে লাঞ্ছিত। যে পেছনে কুৎসা রটনা করে এবং চোগলখুরি (কথা কাটাকাটি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে) করে বেড়ায়।"

প্রেক্ষাপট (Context): আয়াতটি বিশেষভাবে মক্কার অন্যতম বড় কাফের নেতা ওয়ালিদ ইবনুল মুগীরাহর চরিত্র উন্মোচন করার জন্য নাজিল হয়েছিল। ওয়ালিদ ছিল অত্যন্ত দাম্ভিক, যে কথায় কথায় কসম খেত এবং আড়ালে রাসুলুল্লাহ (সা.) ও মুমিনদের নামে কুৎসা রটিয়ে (হম্মায) বেড়াত এবং দুই পক্ষের মধ্যে ঝগড়া লাগানোর জন্য চোগলখুরি (নামীম) করত। আল্লাহ তার এই নিকৃষ্ট চরিত্রকে মুমিনদের জন্য শিক্ষণীয় হিসেবে কুরআনে তুলে ধরেন।

আজকের একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক অফিস বা কর্পোরেট কালচারে এবং পারিবারিক আড্ডায় এই 'হাম্মায' ও 'নামীম' চরিত্রের মানুষদের হরহামেশা দেখা যায়।

1. **অফিস পলিটিক্স (Office Politics):** অনেক কর্মচারী নিজের যোগ্যতা দিয়ে ওপরে উঠতে না পেরে বসের সামনে সহকর্মীদের পেছনে কুৎসা রটায় (হাম্মায) এবং এক সহকর্মীর কথা অন্য সহকর্মীর কাছে লাগিয়ে অফিসে ফাটল ধরায় (নামীম), যাতে সে নিজে ফায়দা লুটতে পারে।
2. **সোশ্যাল মিডিয়া স্ক্রিনশট কালচার:** বর্তমানে মেসেঞ্জার বা হোয়াটসঅ্যাপের চ্যাটের স্ক্রিনশট এক জনের আইডি থেকে অন্য জনের আইডিতে পাঠিয়ে ঝগড়া বা রিলেশন ব্রেকআপ করানোর যে আধুনিক প্রবণতা, তা এই **"মাশশায়িন**

বিনামীম" (ডিজিটাল চোগলখুরি)-এর নিখুঁত আধুনিক রূপ। কুরআন স্পষ্ট করে দিয়েছে—এই ধরণের নীচ স্বভাবের মানুষরা সামাজিকভাবে যতই প্রভাবশালী হোক, তাদের বয়কট করা ও তাদের কথা বিশ্বাস না করা প্রতিটি মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব।

২.৫.৭ সূরা আন-নিসা (আয়াত: ১১২) — নির্দোষ ব্যক্তির ওপর দোষ চাপানো

وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

অনুবাদ: "আর যে ব্যক্তি কোনো ভুল বা পাপ করে, অতঃপর তা কোনো নির্দোষ ব্যক্তির ওপর চাপিয়ে দেয়, সে তো এক বড় মিথ্যা অপবাদ (বুহতান) ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করল।"

প্রেক্ষাপট (Context): মুফাসসিরিনে কেরাম (ইমাম ইবনে কাসির, কুরতুবি এবং জালালাইন) এই আয়াতের অবতীর্ণ হওয়ার পেছনে মদিনার প্রাথমিক মুসলিম সমাজের একটি অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর আইনি ও বিচারিক ঘটনা উল্লেখ করেছেন:

- **ঐতিহাসিক ঘটনা:** মদিনার আনসারদের বনু জাফর গোত্রের **তু'মাহ ইবনে উবাইরিক** নামের এক ব্যক্তি (যে বাহ্যিকভাবে মুসলমান হলেও অন্তরে মুনাফিক ছিল) ক্বাতাদাহ ইবনুন্নু'মান (রা.)-এর কাকা রিফাআহ (রা.)-এর ঘর থেকে একটি লোহার বর্ম এবং কিছু আটা চুরি করে। বর্মটি ছিল একটি আটার বস্তার ভেতর। তু'মাহ যখন বর্মটি চুরি করে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসছিল, তখন বস্তার একটি ফুটো দিয়ে আটা মাটিতে পড়তে পড়তে আসছিল।
- চুরির তদন্ত শুরু হলে তু'মাহ চরম ভয় পেয়ে যায়। সে নিজের অপরাধ ঢাকতে বর্মটি গোপনে মদিনার **যায়েদ ইবনুস সামীন** নামের এক নির্দোষ ইহুদি ব্যক্তির ঘরে ফেলে আসে। এরপর সে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে এসে কসম খেয়ে বলে, সে নিজে চুরি করেনি। আটার দাগ অনুসরণ করে যখন সেই ইহুদির ঘরে বর্মটি পাওয়া গেল, ইহুদি ব্যক্তিটি চিৎকার করে বলল, *"এটি তু'মাহ আমার ঘরে রেখে গেছে, আমি চুরি করিনি!"*
- কিন্তু তু'মাহর গোত্রের লোকেরা রাসুল (সা.)-এর কাছে এসে ওকালতি করতে লাগল যে, এক ইহুদির কথার চেয়ে আমাদের মুসলিম ভাইয়ের কথাই সত্য বলে গণ্য হোক, নতুবা আমাদের গোত্রের অপমান হবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বাহ্যিক প্রমাণ দেখে যখন তু'মাহকে নির্দোষ এবং ইহুদি লোকটিকে দোষী সাব্যস্ত করার কাছাকাছি পৌঁছালেন, ঠিক তখনই আল্লাহ তাআলা জিবরাইল (আ.)-এর মাধ্যমে

এই আয়াতসহ সূরা আন-নিসার ১০৫ থেকে ১১২ নম্বর আয়াত পর্যন্ত এক বিশাল রুকু নাজিল করে আসল চোর তু'মাহর মুখোশ উন্মোচন করেন এবং নির্দোষ ইহুদি ব্যক্তিকে অপবাদ থেকে মুক্ত করেন।

গীবতের ক্ষেত্রে মানুষ অনুপস্থিত ভাইয়ের সত্য দোষ বলে, যা এক ধরণের পাপ। কিন্তু এই আয়াতে আল্লাহ যে অপরাধের কথা বলেছেন, তা হলো **'বুহতান' বা মিথ্যা অপবাদের চূড়ান্ত স্তর**। যেখানে মানুষ নিজে অপরাধ করে অন্যকে ফাসানোর জন্য মিথ্যা গল্প সাজায়। ইমাম যাহাবী (রহ.) তাঁর *'আল-কাবাইর'* (কবিরা গুনাহসমূহ) গ্রন্থে লিখেছেন— নিজের পাপ আড়াল করতে অন্যকে বলির পাঁঠা বানানো এবং তার চরিত্র হনন করা এমন এক লানতপূর্ণ অপরাধ, যার কারণে দুনিয়াতেই মানুষের ওপর আল্লাহর গজব নেমে আসে।

২.৫.৮ সূরা আল-মুজাদালাহ (আয়াত: ১০) — গোপনে কানাকানি ও ফিসফিসানি

إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ

অনুবাদ: "এই গোপন কানাকানি বা ফিসফিসানি তো কেবল শয়তানের পক্ষ থেকে হয়—মুমিনদেরকে দুঃখ দেওয়ার জন্য। তবে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া শয়তান তাদের সামান্যতম ক্ষতিও করতে পারবে না।"

প্রেক্ষাপট (Context): মদিনার মুনাফিক এবং ইহুদিদের একটি দল যখনই কোনো মুমিন বা মুসলমানকে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে দেখত, তারা নিজেরা গোল হয়ে বসে ফিসফিস করে কানাকানি (নাজওয়া) শুরু করত এবং মুমিনদের দিকে তাকিয়ে হাসত। এর উদ্দেশ্য ছিল মুমিনদের মনে কুধারণা ও ভীতি তৈরি করা যে, তাদের বিরুদ্ধে হয়তো কোনো ষড়যন্ত্র হচ্ছে বা তাদের কোনো আত্মীয়ের মৃত্যুর খবর এসেছে। মুনাফিকদের এই মানসিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে আল্লাহ এই আয়াত নাজিল করেন।

২.৫.৯ সূরা আত-তাওবাহ (আয়াত: ৭৯) — মুমিনদের খুঁত ধরা ও উপহাস করা

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ۙ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

অনুবাদ: "মুমিনদের মধ্যে যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সদকা দেয় এবং যারা নিজেদের শ্রম ছাড়া কিছুই পায় না, তাদের নিয়ে যারা উপহাস করে; আল্লাহ তাদের উপহাসের প্রতিদান দেবেন এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আজাব।"

প্রেক্ষাপট (Context): তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতির সময় রাসুলুল্লাহ (সা.) সাহাবিদের দান করার আহ্বান জানান। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) বিশাল অংকের সম্পদ দান করলে মুনাফিকরা আড়ালে গীবত করে বলল, *"লোকটা লোক দেখানোর*

জন্য এত টাকা দান করেছে।" আবার উকাল নামক এক দরিদ্র সাহাবি সারারাত কুয়ায় পানি টেনে প্রতিদান হিসেবে পাওয়া এক সা (আড়াই কেজি) খেজুর এনে দান করলে মুনাফিকরা উপহাস করে বলল, *"আল্লাহর কি এই সামান্য খেজুরের খুব অভাব পড়েছে?"* ধনীদের রিয়া বা লোকদেখানোর অপবাদ দেওয়া এবং দরিদ্রদের তুচ্ছ করার এই মুনাফেকী চরিত্রের নিন্দায় আয়াতটি নাজিল হয়।

২.৫.১০ সূরা আন-নূর (আয়াত: ১৫) — গুজবকে হালকা মনে করার পরিণতি

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ

অনুবাদ: "যখন তোমরা মুখে মুখে তা (কুৎসা) ছড়াচ্ছিলে এবং নিজেদের মুখে এমন কথা বা গুজব বলছিলে যার কোনো জ্ঞান তোমাদের ছিল না; আর তোমরা একে খুব হালকা মনে করছিলে, অথচ আল্লাহর কাছে এটি অত্যন্ত গুরুতরমাহ পাপ।"

প্রেক্ষাপট (Context): এটিও উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-এর বিরুদ্ধে রটানো অপবাদের (ওয়াকিয়ায়ে ইফক) ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। মদিনার কিছু সাধারণ মুসলমান যখন কোনো প্রমাণ ছাড়াই আয়েশা (রা.)-এর মতো পবিত্র চরিত্রের নামে মুনাফিকদের তৈরি করা গুজবটি মুখে মুখে আড্ডায় ছড়াচ্ছিল এবং একে খুব সাধারণ বা হালকা বিষয় মনে করছিল, তখন আল্লাহ তাদের সতর্ক করে বলেন যে, মানুষের ইজ্জত নিয়ে খেলা করা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত গুরুতর মহাপাপ।

পবিত্র কুরআনের এই অকাট্য ও কালজয়ী আয়াতসমূহ প্রমাণ করে যে, ইসলামে ইবাদতের বাহ্যিক কাঠামোর (নামাজ, রোজা) চেয়েও অন্তরের পবিত্রতা এবং আখলাক বা চরিত্রের গুরুত্ব কোনো অংশে কম নয়। কুরআন যেখানে গীবতের এই তাত্ত্বিক ও আইনি নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর বাস্তব জীবনে ও হাদিসের বাণীতে এর প্রায়োগিক ভয়াবহতা, বরজখি আজাব এবং এর থেকে বাঁচার ব্যবহারিক উপায় আরও বিশদভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

এই আয়াতগুলো ও ঘটনাগুলো থেকে বোঝা যায়, গীবত কেবল একটি ছোট গুনাহ নয়; বরং এটি মানুষের ঈমান নষ্ট করে, সমাজ ধ্বংস করে এবং আল্লাহর অভিশাপ ডেকে আনে।

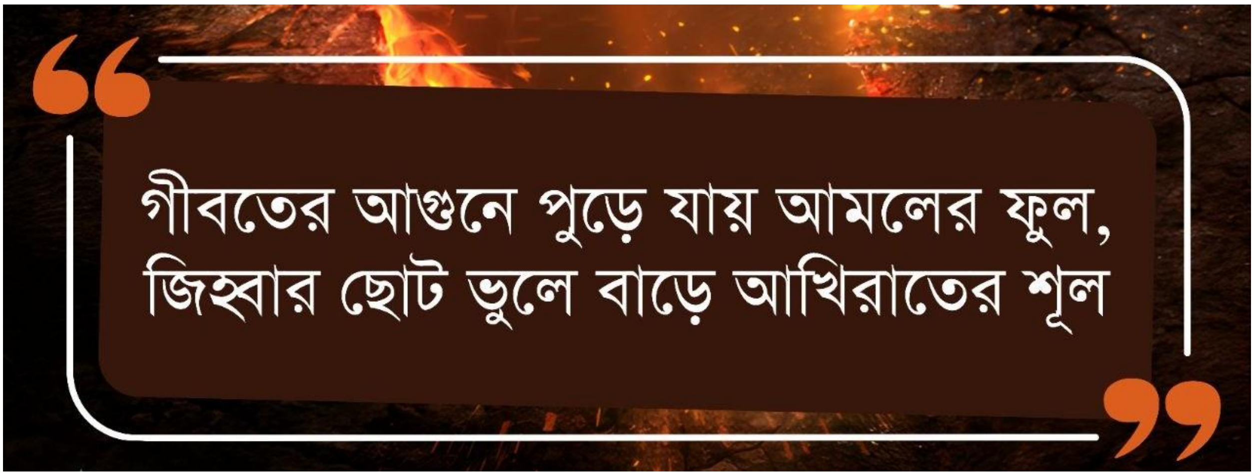
গীবতের আগুনে পুড়ে যায় আমলের ফুল,
জিহ্বার ছোট ভুলে বাড়ে আখিরাতের শূল

গীবত করার ভয়াবহতা !

অধ্যায় ৩: সুন্নাহ ও হাদিসের আলোকে গীবতের আজাব/ ভয়াবহতা

পবিত্র কুরআনে গীবত ও পরনিন্দার যে তাত্ত্বিক ও আইনি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর সুন্নাহ ও হাদিসের মাধ্যমে সেগুলোর প্রায়োগিক ভয়াবহতা, বরজখি (কবরের) আজাব এবং আখিরাতের চূড়ান্ত দেউলিিয়াত্বের চিত্র অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উম্মাহর সামনে ফুটিয়ে তুলেছেন। হাদিসশাস্ত্রের (علم الحديث) চুলচেরা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, গীবত কেবল একটি নৈতিক স্খলন নয়, বরং এটি মানুষের ঈমানী অস্তিত্বকে ভেতর থেকে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়ার এক আধ্যাত্মিক আগুন।
গীবতের কারণে কবরের জগতে বা বরজখে কী ধরনের ভয়াবহ ও বীভৎস শাস্তি ভোগ করতে হবে, মিরাজের রজনীতে রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে তা সচক্ষে দেখানো হয়েছিল।

৩.১ মিরাজের দীর্ঘ হাদিস: তামার নখ দিয়ে মুখ ও বুক ক্ষতবিক্ষত করার আজাবের রূপরেখা

গীবতের কারণে কবরের জগতে বা বরজখে কী ধরনের ভয়াবহ ও বীভৎস শাস্তি ভোগ করতে হবে, মিরাজের রজনীতে রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে তা সচক্ষে দেখানো হয়েছিল।

১. হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"যখন আমাকে ঊর্ধ্বাকাশে (মিরাজে) নিয়ে যাওয়া হলো, তখন আমি এমন কিছু লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম যাদের নখগুলো ছিল তামার। তারা সেই তামার নখ দিয়ে নিজেদের মুখমণ্ডল ও বুক আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত করছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাইল! এরা কারা? জিবরাইল (আ.) উত্তর দিলেন, এরা হলো সেই সব লোক, যারা দুনিয়াতে মানুষের গোশত খেত (গীবত করত) এবং তাদের সম্মানহানি করত।"

২. গভীর মনস্তাত্ত্বিক ও ফিকহি ব্যবচ্ছেদ :

- তামার নখের রূপক: ইসলামি পন্ডিতগণ বলেন, শাস্তির জন্য 'তামা' এবং নিজের হাতকে নির্দিষ্ট করার পেছনে গভীর হিকমত রয়েছে। দুনিয়াতে গীবতকারী নিজের হাত ও ইশারা ব্যবহার করে মানুষকে হেয় করত, তাই পরকালে তার নিজের হাতকেই শাস্তির অস্ত্রে পরিণত করা হয়েছে।

- মুখ ও বুক ক্ষতবিক্ষত করা: মুখমণ্ডল হলো মানুষের বাহ্যিক সম্মানের প্রতীক, আর বুক (অন্তর) হলো হিংসা ও ক্ষোভের চারণভূমি। গীবতকারী যেহেতু অন্যের 'মুখ ও সম্মান' নিয়ে আড্ডায় টানাটানি করত এবং নিজের 'বুকে' হিংসা পুষে রাখত, তাই শাস্তিটা ঠিক তার নিজের মুখ এবং বুকেই কার্যকর করা হচ্ছে। এটি শরিয়তের একটি চিরন্তন নীতি

৩.২ মদিনার আকাশে পচা লাশের দুর্গন্ধের অলৌকিক ঘটনা ও তার সামাজিক গুরুত্ব

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে সাহাবিদের ঈমানী চেতনা ও ইন্দ্রিয়শক্তিকে সজাগ করার জন্য অনেক সময় আত্মিক পাপের অদৃশ্য ক্ষতিকে আল্লাহ তাআলা দৃশ্যমান বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে দিতেন।

১. হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

"আমরা একবার রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে সফরে ছিলাম। হঠাৎ চারপাশ তীব্র দুর্গন্ধময়, পচা ও দমবন্ধ করা বাতাসে ভরে গেল। রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদের ডেকে বললেন, 'তোমরা কি জানো এটা কিসের দুর্গন্ধ?' সাহাবিরা বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ভালো জানেন।' তিনি বললেন, 'এটি হলো সেই সব মানুষের কণ্ঠ ও মুখের দুর্গন্ধ, যারা মুমিনদের আড়ালে গীবত বা পরনিন্দা করে বেড়ায়।'"

২. একাডেমিক ও বৈজ্ঞানিক সংযোগ:

ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম (রহ.) বলেন, প্রতিটি গুনাহের একটি নির্দিষ্ট আত্মিক ও পরকালীন অবয়ব বা গন্ধ থাকে। গীবত যেহেতু মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার শামিল, তাই আত্মিক জগতে গীবতকারীর মুখ থেকে পচা লাশের দুর্গন্ধ বের হতে থাকে। রাসুল (সা.)-এর যুগে মুমিনদের সতর্ক করার জন্য অলৌকিকভাবে সেই গন্ধের পর্দা উন্মোচন করা হয়েছিল। বর্তমান যুগে আমাদের আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় হওয়ায় আমরা এই গন্ধ না পেলেও, ফেরেশতারা গীবতের মজলিসগুলোকে পচা লাশের ভাগাড় হিসেবেই দেখতে পান।

৩.৩ 'মুফলিস' বা পরকালের মহানিঃস্বতা

নামাজ, রোজা, জাকাত ও হজের মতো বিশাল বিশাল আমল থাকা সত্ত্বেও কেবল গীবতের কারণে একজন মানুষ কীভাবে এক নিমেষে দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে, তার নিখুঁত বিবরণ এসেছে সহিহ মুসলিমের একটি বিখ্যাত হাদিসে।

১.হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) একদিন সাহাবিদের জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কি জানো নিঃস্ব বা দেউলিয়া ব্যক্তি কে?" সাহাবিরা চট করে উত্তর দিলেন, "আমাদের মধ্যে নিঃস্ব তো সে, যার কোনো দিরহাম (টাকা-পয়সা) বা ধন-সম্পদ নেই।" রাসুলুল্লাহ (সা.) তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সংশোধন করে বললেন:

"আমার উম্মতের মধ্যে প্রকৃত নিঃস্ব (মুফলিস) সে, যে কিয়ামতের দিন নামাজ, রোজা ও জাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু সে দুনিয়াতে কাউকে গালি দিয়েছিল, কারো প্রতি অপবাদ (বুহতান) আরোপ করেছিল, কারো সম্পদ আত্মসাৎ করেছিল, কাউকে রক্তপাত করেছিল এবং **কারো গীবত (সম্মানহানি) করেছিল**। ফলে কিয়ামতের দিন সেই মজলুমদেরকে এই ব্যক্তির নেক আমল থেকে সওয়াব দিয়ে দেওয়া হবে। দিতে দিতে যদি তার নেক আমল শেষ হয়ে যায়, তবে মজলুমদের গুনাহগুলো এনে এই ব্যক্তির ঘাড়ে চাপানো হবে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"

২. পরকালীন আমলনামা:

যদি মজলুমদের পাওনা পরিশোধ করতে গিয়ে গীবতকারীর নিজের সওয়াবের ভান্ডার শূন্য হয়ে যায়, তবে মজলুমের জীবনের পাপের ফাইলগুলো এই গীবতকারীর অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করা হবে। ফলে সে জান্নাতের দরজায় দাঁড়িয়েও এক নিমেষে জাহান্নামী হয়ে যাবে।

৩.৪ উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.)-এর ছোট মন্তব্য ও সমুদ্রের পানি বিষাক্ত হওয়ার রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হুঁশিয়ারি

কোনো মানুষের শারীরিক গঠন, উচ্চতা বা রূপ নিয়ে আড়ালে ছোট একটি মন্তব্য করাও যে আল্লাহর আদালতে কতটা সংবেদনশীল ও মারাত্মক, তা উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-এর জীবনের একটি ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয়।

১. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

"আমি একবার রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে (তাঁর অন্য স্ত্রী) সাফিয়্যাহ (রা.) সম্পর্কে ইঙ্গিত করে বললাম, 'আপনার জন্য সাফিয়্যাহর এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে হলো খাটো।' (অর্থাৎ আয়েশা রা. সাফিয়্যাহর উচ্চতা নিয়ে একটি ছোট নেতিবাচক মন্তব্য করলেন)। এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ (সা.) অত্যন্ত কঠোরভাবে বললেন,

'আয়েশা! তুমি এমন একটি মারাত্মক কটু কথা বললে, যা যদি সমুদ্রের পানির সাথেও মিশিয়ে দেওয়া হতো, তবে সমুদ্রের সমস্ত পানি কালচে, গন্ধযুক্ত বা বিষাক্ত হয়ে যেত!'"

সূত্র: জামে আত-তিরমিযী, হাদিস নং: ২৫০২ | সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং: ৪৮৭৫ (সনদ সহিহ)

২. বাচনিক অলঙ্কার ও ফিকহি সিদ্ধান্ত:

ইমাম আন-নওয়াবী (রহ.) বলেন, সমুদ্রের পানি হলো পৃথিবীর সবচেয়ে বিশাল ও পবিত্র পানির উৎস, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ময়লা পরিষ্কার করে দেয়। রাসুল (সা.) এই উপমা দিয়ে বুঝিয়েছেন—গীবতের ভেতরের আধ্যাত্মিক বিষ ও নোংরামির তীব্রতা এত বেশি যে, তা সমুদ্রের মতো বিশাল জলরাশিকেও দূষিত করার ক্ষমতা রাখে। অতএব, আমরা আড্ডায় বসে কাউক যে 'কানা', 'খাটো', 'মোটা' বা 'ল্যাংড়া' বলে মিমস বা ট্রল করি, তা কোনো হালকা তামাশা নয়, বরং তা সমুদ্র বিষাক্ত করার মতো মহাপাপ।

৩.৫ মায়েয ইবনে মালিক (রা.)-এর বিচারিক ঘটনা এবং পচা গাধার গোশত খাওয়ার উপমা

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) অথবা অন্য বর্ণনাকারীদের সূত্রে সাহাবি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদাহ (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। হাদিসের মূল ঘটনাটি নিম্নরূপ: হযরত মায়েয ইবনে মালিক আল-আসলামী (রা.) মানবীয় দুর্বলতার কারণে ব্যভিচারের (জিনা) মতো মারাত্মক পাপে লিপ্ত হন। তিনি দুনিয়াতেই শাস্তির মাধ্যমে পবিত্র হয়ে আখিরাতের আজাব থেকে বাঁচতে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে চারবার নিজের অপরাধ স্বীকার করেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাকে বারবার ফিরে গিয়ে আল্লাহর কাছে তাওবা করতে বললেও তিনি নিজের আত্মশুদ্ধির জন্য অনড় ছিলেন। অবশেষে ইসলামি শরিয়তের আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশে তাকে রজম (পাথর নিক্ষেপ করে মৃত্যুদণ্ড) করা হয়।

মায়েয (রা.)-এর এই দণ্ড কার্যকর হওয়ার পর মদিনার পথ দিয়ে যাওয়ার সময় রাসুলুল্লাহ (সা.) দুই ব্যক্তির একটি কথোপকথন শুনতে পেলেন।

হাদিসের পরবর্তী অংশ অবিকল নিচে দেওয়া হলো:

রাসুলুল্লাহ (সা.) শুনতে পেলেন, এক ব্যক্তি তার সঙ্গীকে বলছে: **"এই লোকটাকে (মায়েয) দেখো! আল্লাহ তার পাপ গোপন রেখেছিলেন, কিন্তু তার নফস তাকে ছাড়ল না, শেষ পর্যন্ত সে কুকুরের মতো পাথর খেয়ে মরল!"**

রাসুলুল্লাহ (সা.) তাদের এই কথা শুনে তখন চুপ থাকলেন এবং আপন গতিতে হাঁটতে লাগলেন। প্রায় এক ঘণ্টা হাঁটার পর তিনি রাস্তার পাশে একটি মরে পড়ে থাকা বুনো গাধার লাশ দেখতে পেলেন। লাশটি রোদে পচে ফুলে উঠেছিল এবং তার পাগুলো ওপরের দিকে উঠেছিল। সেখান থেকে তীব্র দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল।

তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) থমকে দাঁড়ালেন এবং বললেন, *"অমুক আর অমুক ব্যক্তি কোথায়, যারা একটু আগে কথা বলছিলে?"* > তারা দুজন অত্যন্ত নম্রভাবে বলল, "হে আল্লাহর রাসুল! আমরা এখানে উপস্থিত আছি।"

তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) সেই পচা লাশের দিকে ইশারা করে বললেন: **"তোমরা দুজন বাহন থেকে নামো এবং এই পচা গাধার গোশত খাও!"**

তারা চরম বিস্মিত ও লজ্জিত হয়ে আরজ করল, "হে আল্লাহর রাসুল! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন, এই পচা, দুর্গন্ধযুক্ত পশুর গোশত কি কোনো সুস্থ মানুষ খেতে পারে?"

তখন আল্লাহর রাসুল (সা.) তাদের উদ্দেশ্য করে সেই ঐতিহাসিক ও অমোঘ রায় দিলেন:

"তোমরা একটু আগে তোমাদের (মৃত) ভাই মায়েযের চরিত্র নিয়ে যে সমালোচনা বা গীবত করলে—তা এই পচা গাধার গোশত খাওয়ার চেয়েও কোটি গুণ বেশি জঘন্য ও দুর্গন্ধযুক্ত! আল্লাহর কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের ভাই মায়েয এখন জান্নাতের নদীগুলোতে ডুব দিয়ে পরম সুখে আছে।"

রাসুল (সা.) এই হাদিসে পচা গাধার গোশত খাওয়ার নির্দেশের মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, মানুষের পেছনে তার সত্য দোষ চর্চা করা কতটা বমনোদ্দীপক এবং আধ্যাত্মিকভাবে নোংরা একটি কাজ।

৩.৬ দুই কবরের আজাবের প্রত্যক্ষ কারণ (চোগলখুরি ও গীবত)

কবরের আজাব শুরু হওয়ার পেছনে যে কয়েকটি প্রধান ও দৈনন্দিন পাপ দায়ী, রাসুলুল্লাহ (সা.) তা সরাসরি উম্মতকে চিহ্নিত করে গেছেন।

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত:

"নবী করীম (সা.) একবার মদিনা বা মক্কার একটি বাগানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি এমন দুজন মানুষের আর্তনাদ শুনতে পেলেন যাদের কবরে আজাব হচ্ছিল। তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'তাদের দুজনকে আজাব দেওয়া হচ্ছে, অথচ বড় কোনো (কঠিন) বিষয়ের জন্য আজাব দেওয়া হচ্ছে না (যা তারা চাইলেই পরিহার করতে পারত)। তাদের একজন পেশাবের পবিত্রতার ব্যাপারে সতর্ক থাকত না, আর অন্যজন মানুষের পেছনে চোগলখুরি ও গীবত (نَمِيمَة) করে বেড়াত।' সূত্র: সহিহ আল-বুখারি, হাদিস নং: ২১৬ | সহিহ মুসলিম, হাদিস নং: ২৯২

২. সমাজ সংস্কারের মূলবার্তা:
এই হাদিস প্রমাণ করে যে, গীবত ও চোগলখুরি কেবল কিয়ামতের দিনই নয়, বরং মৃত্যুর পরপরই কবরের অন্ধকার জগতে মানুষের জন্য ভয়ংকর শারীরিক আযাব ডেকে আনে।

৩.৭ ব্যভিচারের চেয়েও মারাত্মক কেন? (বান্দার হকের জটিলতা)

ইসলামি আইনশাস্ত্রে গীবতকে অন্য সাধারণ গুনাহের চেয়ে বেশি জটিল ধরা হয়, কারণ এর সাথে 'হুকুগুল ইবাদ' বা মানুষের অধিকার জড়িত।
১. হযরত খুদরী ও জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"তোমরা গীবত বা পরনিন্দা থেকে বেঁচে থাকো। কারণ, গীবত ব্যভিচারের চেয়েও মারাত্মক পাপ।" সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসুল! গীবত কীভাবে ব্যভিচারের চেয়ে মারাত্মক হতে পারে?" তিনি বললেন, "কোনো ব্যক্তি ব্যভিচার করার পর (লজ্জিত হয়ে) আল্লাহর কাছে তওবা করলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু গীবতকারীকে আল্লাহ ততক্ষণ ক্ষমা করেন না, যতক্ষণ না যার গীবত করা হয়েছে সে নিজে তাকে ক্ষমা করে।"
সূত্র: কিতাবুশ শুআব (বায়হাকী), হাদিস নং: ৬৩১২ | আল-মুজামুল আওসাত (তাবারানী), হাদিস নং: ৬৬৬৫ (সনদ যঈফ, তবে এর অর্থ ফিকহিভাবে হাসান ও সর্বসম্মত)
২. আইনি ও ফিকহি জটিলতা:
আল্লাহর দয়া অসীম। মানুষ যদি আল্লাহর কোনো হক নষ্ট করে (যেমন নামাজ কাজা করা), তবে খাঁটি তওবায় আল্লাহ তা মাফ করতে পারেন। কিন্তু গীবত হলো একজনের সামাজিক 'ইজ্জত চুরি' করা। চুরির মাল যেমন মালিককে ফেরত না দিলে তওবা কবুল হয় না, তেমনি যার সম্মানহানি করা হয়েছে, পরকালের আদালতে তার সরাসরি ওকালতি বা ক্ষমা ছাড়া গীবতের ফাইল ক্লোজ করা হয় না।

৩.৮ আরো কিছু হাদিসের দলিল নিচে দেয়া হলো। যেগুলো থেকে বোঝা যায় গীবত কতটা ভয়ানক।

১. গীবত নেকী ধ্বংস করে

হাদীস:

إِنَّ الْغِيبَةَ تَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ

(আবু দাউদ, 4874)

বাংলা অনুবাদ:নিশ্চয়ই গীবত সৎকর্মকে ভক্ষণ করে, যেমন আগুন কাঠকে ভক্ষণ করে।

ব্যাখ্যা:গীবতকারী যত নেকীই করুক, তা নষ্ট হয়ে যাবে।

শিক্ষা:নেকীকে রক্ষা করতে চাইলে গীবত থেকে বাঁচতে হবে।

উপদেশ: যত নামাজ-রোজা করো না কেন, গীবত করলে সব উড়ে যাবে।

২. কিয়ামতে দেউলিয়া ব্যক্তি

হাদীস:

إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي ... قَدْ شَاةٍ وَيَأْتِي... قَدْ شَاةٍ وَقَذَفَ هَذَا... فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ (সহীহ মুসলিম, হাদীস 2581)

বাংলা অনুবাদ:আমার উম্মতের দেউলিয়া সে, যে নামাজ, রোজা, যাকাত নিয়ে আসবে; কিন্তু গালি দিবে, গীবত করবে, অন্যের হক নষ্ট করবে... তারপর তার নেকী অন্যদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে।

ব্যাখ্যা:গীবতকারী আখিরাতে তার নেকী হারাবে।

শিক্ষা: গীবত শুধু দুনিয়াতে নয়, আখিরাতে মানুষকে ক্ষতি করে।

উপদেশ: কাউকে কষ্ট দিও না, নয়তো তোমার নেকী চলে যাবে।

৩. গীবত মিথ্যার চেয়েও খারাপ

হাদীস: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّه - (সহীহ সংখ্যা, ২৫৮৯)

বাংলা অনুবাদ: তিনি বললেন: যদি যা বলছো তা সত্য হয়, তবে তুমি গীবত করলে। আর যদি তা মিথ্যা হয় তবে তুমি অপবাদ দিলে।

ব্যাখ্যা: গীবত সত্য হলেও গুনাহ। মিথ্যা হলে আরও ভয়ঙ্কর।

শিক্ষা: সত্য বলে গীবত বৈধ হয় না।

উপদেশ: জিহ্বাকে মিথ্যা ও গীবত থেকে বাঁচাও।

৪. গীবতকারীর দোয়া কবুল হয় না । . হাদীস: مَنْ أَكْثَرَ مِنَ الْغِيبَةِ لَمْ يُقْبَلْ لَهُ صَوْمٌ وَلَا صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا

(দৈলামী, মুসনাদ আল-ফিরদাউস, হাদীস 7720)

বাংলা অনুবাদ: যে ব্যক্তি অধিক গীবত করে, তার চল্লিশ দিনের রোজা ও নামাজ কবুল হয় না।

ব্যাখ্যা: গীবত ইবাদতের কদর নষ্ট করে।

শিক্ষা: গীবত আখিরাতেই শুধু নয়, দুনিয়াতেও ক্ষতি আনে।

অধ্যায় ৪: গীবত করার মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজবৈজ্ঞানিক কারণ

৪.১ মানুষের গীবত করার অন্তরালে লুকিয়ে থাকা মানসিক ব্যাধিসমূহ

ইসলামি নীতিশাস্ত্রে গীবতকে কেবল জিহ্বার একটি বাহ্যিক অপরাধ হিসেবে দেখা হয় না; বরং একে অন্তরের গভীর রুগ্নতা এবং মানসিক বিকৃতির একটি স্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ বা 'উপসর্গ' (Symptom) হিসেবে গণ্য করা হয়। মানুষ যখন আড্ডায় বা নিভৃতে অন্য কোনো অনুপস্থিত ব্যক্তির খুঁত ও পরনিন্দা করতে শুরু করে, তখন তার অবচেতন মনে (Subconscious Mind) কয়েকটি মারাত্মক মানসিক ব্যাধি সক্রিয় থাকে।

ইমাম গাজ্জালী (রহ.) তাঁর *'এহয়াউ উলুমিদ্দীন'* গ্রন্থে এবং আধুনিক ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টরা মানুষের ব্যক্তিত্বের যে অন্ধকার দিকগুলো (Dark Triad of Personality) বিশ্লেষণ করেছেন, তার আলোকে গীবতের পেছনে লুকিয়ে থাকা প্রধান মানসিক রোগগুলো নিচে বিন্যস্ত করা হলো:

গভীর হীনমন্যতাবোধ

মনোবিজ্ঞানের একটি সুপরিচিত তত্ত্ব হলো—যে ব্যক্তি নিজের জীবন, যোগ্যতা, রূপ বা সামাজিক অবস্থান নিয়ে চরম হীনমন্যতায় ভোগে, সে অবচেতনভাবেই অন্যকে ছোট করার চেষ্টা করে।

৪.১.১ প্যাথলজিক্যাল হিংসা ও ঈর্ষা

ইসলামি পরিভাষায় একে 'হাসাদ' (حسد) বলা

- লক্ষণ ও বহিঃপ্রকাশ: হিংসুক ব্যক্তি যখন অন্যের কোনো নিয়ামত, যেমন—অর্থনৈতিক উন্নতি, সুখী দাম্পত্য জীবন, উচ্চ শিক্ষা বা সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা দেখে, তখন তার মস্তিষ্কে এক ধরণের মানসিক যন্ত্রণা ও অসন্তোষ (Emotional Distress) তৈরি হয়। এই যন্ত্রণা প্রশমিত করার জন্য শয়তান তার জিহ্বাকে গীবতের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করায়। অনুপস্থিত ব্যক্তির নামে নেতিবাচক কথা রটিয়ে যখন সে মানুষের মনে ওই ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা কমিয়ে দিতে সফল হয়, তখন তার ভেতরের প্যাথলজিক্যাল হিংসা সাময়িক স্বস্তি পায়।

৪.১.২ নার্সিসিজম বা আত্মমুগ্ধতার ব্যাধি

নার্সিসিস্ট বা আত্ম-অহংকারী মানুষেরা এক ধরণের মনস্তাত্ত্বিক মোহে বাস করে, যেখানে তারা নিজেদের পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু, ত্রুটিহীন এবং অন্য সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে। এই ব্যাধিকে ইসলামে 'কিব্বর' (كِبر) বা 'উজব' (আত্মশ্লাঘা) বলা হয়।

- **গীবতের সাথে সংযোগ:** একজন নার্সিসিস্ট ব্যক্তি যখন আড্ডায় বসে অন্যের গীবত করে (যেমন: "অমুক লোকটা তো বোকা, কিছুই বোঝে না" কিংবা "অমুকের কাপড়ের চয়েস খুব নোংরা"), তখন সে মূলত মানুষের সামনে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করে। অন্যকে মূর্খ প্রমাণের আড়ালে তার ভেতরের অহংকারী নফস অবচেতনভাবে এই বার্তা দেয় যে, "আমি একমাত্র জ্ঞানী এবং রুচিশীল ব্যক্তি।" অন্যকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে নিজের ইগো (Ego) বড় করাই এই মানসিক রোগীদের প্রধান লক্ষণ।
-

৪.১.৩ প্রজেকশন বা নিজের দোষ অন্যের ওপর চাপানোর ডিফেন্স মেকানিজম:

মনোবিজ্ঞানী সিগমন্ড ফ্রয়েডের মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব অনুযায়ী, 'প্রজেকশন' হলো মানুষের অবচেতন মনের এমন একটি আত্মরক্ষা কৌশল (Defense Mechanism), যেখানে মানুষ নিজের ভেতরের কুৎসিত দোষ বা পাপের অপরাধবোধ সহ্য করতে না পেরে তা অন্যের মধ্যে খুঁজতে শুরু করে।

বাস্তব রূপ: যে ব্যক্তি নিজে গোপনে বড় কোনো অনৈতিক কাজ, জালিয়াতি বা চারিত্রিক স্খলনে লিপ্ত, তার মন তাকে সার্বক্ষণিক এক ধরণের অপরাধবোধের (Guilt) মধ্যে রাখে। এই মানসিক চাপ থেকে বাঁচতে সে সমাজে অন্য মানুষের ছোট ছোট ত্রুটিগুলোকে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে খুঁজে বের করে এবং আড্ডায় তা বড় করে প্রচার করে। সে মূলত সমাজকে বোঝাতে চায়, "আমি একাই খারাপ নই, এই সমাজের সবাই পচে গেছে, সবাই চোর।" এভাবে সে নিজের বিবেককে সাময়িক ধোঁকা দেয়।

৪.১.৪ স্যাডিজম বা অন্যকে কষ্ট দিয়ে বিকৃত আনন্দ লাভ

স্যাডিজম হলো এমন এক মানসিক অবস্থা, যেখানে একজন মানুষ অন্য কোনো মানুষের মানসিক বা শারীরিক কষ্ট, লাঞ্ছনা এবং অপমান দেখে অবর্ণনীয় বিকৃত আনন্দ (Pleasure) লাভ করে।

- গীবতে এর প্রতিফলন: আড্ডায় যখন কোনো সম্মানিত মানুষের সম্মানহানি করা হয়, তার গোপন কলঙ্কের কথা রসিয়ে রসিয়ে বলা হয় এবং পুরো মজলিস

তা শুনে হাসাহাসি করে—তখন গীবতকারীর মস্তিষ্কে 'ডোপামিন' (Dopamine) হরমোন নিঃসৃত হয়। অন্যের সামাজিক ইজ্জত ও সম্মান কাটাছেঁড়া করে এই সস্তা ও নোংরা আনন্দ পাওয়ার প্রবণতা মূলত এক ধরণের বাচনিক স্যাডিজম (Verbal Sadism), যা মানুষের মানবিক মূল্যবোধ সম্পূর্ণ অবশ করে দেয়।

মনস্তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক সারসংক্ষেপ টেবিল:

বাহ্যিক গীবতের ধরণ	অন্তরালে লুকিয়ে থাকা আসল মানসিক রোগ (Root Cause)
অন্যের সম্পদ বা সুখের পরনিন্দা করা	প্যাথলজিক্যাল হিংসা (Hasad) ও অতৃপ্তি
অন্যকে মূর্খ, নোংরা বা অযোগ্য বলা	নার্সিসিজম এবং অন্ধ অহংকার
অন্যের রূপ বা শারীরিক গঠন নিয়ে ট্রল করা	তীব্র হীনমন্যতাবোধ
সমাজের সবার নামে ঢালাও কুৎসা রটানো	নিজের অপরাধবোধ ঢাকার ডিফেন্স মেকানিজম
আড্ডায় কারো স্ক্যান্ডাল নিয়ে রসিয়ে হাসা	বাচনিক স্যাডিজম ও সুস্থ চিত্ত বিনোদনের অভাব

৪.২ হিংসা (حسد, ক্ষোভ ও ক্রোধ মেটানোর সস্তা হাতিয়ার হিসেবে গীবত

সমাজবিজ্ঞান ও নৈতিক দর্শনের দৃষ্টিতে, গীবত বা পরনিন্দা কোনো বিচ্ছিন্ন বা আকস্মিক অপরাধ নয়। এটি মূলত মানুষের ভেতরের তিনটি আদিম ও নেতিবাচক আবেগ—**হিংসা (Envy), ক্ষোভ (Malice) এবং ক্রোধ (Anger)**-এর এক যৌথ ও বিকৃত বহিঃপ্রকাশ। মানুষ যখন এই তীব্র আবেগগুলোকে গঠনমূলক উপায়ে বা শরিয়তের নিয়মনীতি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়, তখন সে তার অবচেতন মনকে শান্ত করার জন্য সবচেয়ে সহজ, সস্তা এবং কাপুরুষোচিত যে হাতিয়ারটি বেছে নেয়, তা-ই হলো গীবত।

নিচে এই তিনটি আবেগ কীভাবে মানুষকে গীবতের দিকে ধাবিত করে, তার মনস্তাত্ত্বিক ও ফিকহি ব্যবচ্ছেদ করা হলো:

হিংসা, ক্ষোভ ও ক্রোধের সাথে গীবতের মনস্তাত্ত্বিক সংযোগ:

অভ্যন্তরীণ নেতিবাচক আবেগ	**অবচেতন মনের চাহিদা** (Subconscious Need)	**গীবতের মাধ্যমে প্রাপ্ত সস্তা সমাধান** (Maladaptive Solution)
১. হিংসা (Envy)	অন্যের নিয়ামত বা সাফল্য সহ্য করতে না পারা এবং নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করতে চাওয়া।	আড্ডায় ওই ব্যক্তির খুঁত ধরে তার সম্মানহানি করা, যাতে মানুষের চোখে সে ছোট হয়ে যায়।
২. ক্ষোভ (Malice)	প্রতিপক্ষের ওপর দীর্ঘদিনের জমা থাকা প্রতিশোধের আগুন নেভানো।	আড়ালে তার বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা বা কুৎসা রটিয়ে তার সামাজিক অবস্থান ধ্বংস করা।
৩. ক্রোধ (Anger)	তাৎক্ষণিক রাগ বা ক্ষোভের এনার্জি বাইরে বের করে মনকে হালকা করা।	মানুষের কাছে গিয়ে ওই ব্যক্তির নামে উগ্র ভাষায় বিষোদ্গার ও পরনিন্দা করা।

৪.২.১ এই সস্তা হাতিয়ারের পরকালীন ও ইহকালীন পরিণতি

ইসলামি শরিয়ত ও ফিকহশাস্ত্রের বিশ্লেষণে, হিংসা ও ক্রোধের বশে গীবতকে ‘সস্তা হাতিয়ার’ বলা হলেও পরকালে এর মূল্য অত্যন্ত চড়া।

- **আমলনামা দেউলিয়া হওয়া:** মানুষ যখন হিংসা বা ক্ষোভের বশে কারো গীবত করে, তখন আল্লাহর অমোঘ নিয়মে গীবতকারীর আমলনামা থেকে সওয়াবগুলো কেটে সেই মজলুম বা প্রতিপক্ষের অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করে দেওয়া হয়। অর্থাৎ, দুনিয়াতে যাকে হিংসা করে ছোট করতে চাওয়া হয়েছিল, পরকালে তাকেই নিজের কষ্টের নামাজ-রোজার সওয়াব উপহার দিয়ে আরও বেশি ধনী ও সফল বানিয়ে দেওয়া হয়। এর চেয়ে বড় বোকামি আর কিছুই হতে পারে না।
- **হিংসার আগুন নিজের আমল পোড়ায়:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, *"তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাকো, কারণ হিংসা মানুষের নেক আমলকে এমনভাবে খেয়ে ফেলে, যেভাবে আগুন শুকনো কাঠকে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়।"* (সুনানে আবু দাউদ)। আর গীবত হলো সেই আগুনের জ্বালানি।

৪.৩ অহংকার, আত্মশ্লাঘা এবং নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার হীন মানসিকতা

অহংকার ও আত্মশ্লাঘা থেকে উৎপন্ন গীবতের শ্রেণিবিভাগ:

মানসিক রোগ (Root Cause)	**গীবতের বাহ্যিক ধরণ** (Manifestation)	**আধ্যাত্মিক ও সামাজিক কুফল**
১. দুনিয়াবি অহংকার (Worldly Pride)	মানুষের সম্পদ, বংশ বা গায়ের রং নিয়ে আড়ালে উপহাস বা ট্রল করা।	সমাজে সামাজিক বৈষম্য, ফাটল এবং হিংসার জন্ম দেয়।
২. ধর্মীয় আত্মশ্লাঘা (Spiritual Hubris)	অন্যের ইবাদতের ত্রুটি, গুনাহ বা আমলের ঘাটতি নিয়ে রসিয়ে আলোচনা করা।	নিজের সমস্ত নেক আমল ও সওয়াব ধ্বংস হয়ে যায়।
৩. নার্সিসিজম (Narcissism)	আড্ডায় নিজেকে একমাত্র বুদ্ধিমান ও অন্য সবাইকে 'মূর্খ' বা 'অযোগ্য' প্রমাণ করা।	মানুষের পারস্পরিক আস্থা ও শ্রদ্ধাবোধ চিরতরে নষ্ট করে।

৪.৩.১ এই হীন মানসিকতার পরকালীন বিপর্যয়

ইসলামি শরিয়তের কঠোর আইনি ধারায়, অহংকার ও আত্মশ্লাঘা থেকে উৎপন্ন গীবতের শাস্তি অত্যন্ত ভয়ংকর।

- **জান্নাত হারাম হওয়া:** রাসুলুল্লাহ (সা.) স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন— *"যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।"* (সহিহ মুসলিম)। আর গীবত হলো সেই অহংকারের জীবন্ত প্রমাণ।
- **আমল পুড়ে ছাই হওয়া:** হযরত হাসান বসরী (রহ.)-কে একবার বলা হলো, "অমুক ব্যক্তি আপনার গীবত করেছে।" তিনি তখন একটি পাত্রে কিছু দামী খেজুর নিয়ে ওই গীবতকারীর বাড়িতে গেলেন এবং বললেন, "আমি শুনেছি আপনি আপনার কষ্টের উপার্জিত নেক আমল বা সওয়াবগুলো আমাকে

বিনামূল্যে উপহার দিয়েছেন! তাই তার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আমি আপনাকে এই সামান্য উপহার দিতে এসেছি।"

৪.৪ বন্ধুদের আড্ডায় 'সস্তা জনপ্রিয়তা' বা পিয়ার গ্রুপের (Peer Group) আনুগত্যের মনস্তত্ত্ব

অনেকে ব্যক্তিগতভাবে ধার্মিক বা সজ্জন হওয়া সত্ত্বেও যখন বন্ধুদের আড্ডা, চায়ের দোকান কিংবা কোনো সামাজিক গেট-টুগেদারে বসেন, তখন অবচেতনভাবেই গীবতের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেন। সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এটি কোনো একক বা স্বতঃস্ফূর্ত অপরাধ নয়; বরং এটি হলো দলগত মনস্তত্ত্বের একটি কুৎসিত জটিলতা। বন্ধুদের মাঝে নিজেকে 'স্মার্ট' প্রমাণ করা, আড্ডার মূল আকর্ষণ হওয়া এবং সমবয়সীদের গ্রুপ বা **পিয়ার গ্রুপের (Peer Group)** বিচ্ছিন্নতা থেকে বাঁচার জন্য মানুষ গীবতকে একটি সামাজিক মুদ্রা বা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে।

নিচে এই সামাজিক ব্যাধির গভীর মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজবৈজ্ঞানিক কারণগুলো বিশ্লেষণ করা হলো:

১. সোশ্যাল কনফরমিটি বা পিয়ার গ্রুপের অন্ধ আনুগত্য

সমাজবিজ্ঞানের একটি বিখ্যাত এবং পরীক্ষিত তত্ত্ব হলো **'সোশ্যাল কনফরমিটি'** বা সামাজিক সামঞ্জস্যতা। মনোবিজ্ঞানী সলোমন অ্যাশ (Solomon Asch) তাঁর বিখ্যাত গবেষণায় প্রমাণ করেছেন যে, একজন মানুষ যখন কোনো সুনির্দিষ্ট দলের (Group) অন্তর্ভুক্ত হয়, তখন সে নিজের ব্যক্তিগত মতামত বা নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়ে হলেও ওই দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আচরণকে অন্ধভাবে গ্রহণ করে।

- **গীবতের আড্ডায় এর প্রয়োগ:** একটি বন্ধুদের আড্ডায় যখন ৪-৫ জন মিলে অনুপস্থিত কোনো সহকর্মী, বন্ধু বা শিক্ষকের তীব্র সমালোচনা বা গীবত করা শুরু করে, তখন সেখানে উপস্থিত অন্য সদস্যটির ওপর একটি মনস্তাত্ত্বিক চাপ তৈরি হয়। সে যদি সেখানে গীবতের প্রতিবাদ করে বা চুপ থাকে, তবে তাকে গ্রুপের অন্য সদস্যরা 'আনসোশ্যাল', 'ব্যাকডেটেড' কিংবা 'অতি-ভালো মানুষ' বলে খাটো করতে পারে।

- **সামাজিক একাকীত্বের ভয় (Fear of Social Exclusion):** মানুষ স্বভাবগতভাবেই দলছুট বা একাকী হতে ভয় পায়। পিয়ার গ্রুপ থেকে বয়কট হওয়ার এই আদিম মনস্তাত্ত্বিক ভয় থেকে বাঁচতে মানুষ নিজের বিবেককে অবশ করে বন্ধুদের সাথে তাল মেলায় এবং পরনিন্দার কোরাসে শরিক হয়।

২. আড্ডায় 'সস্তা জনপ্রিয়' হওয়ার মনস্তত্ত্ব

মনোবিজ্ঞানের ভাষায় প্রতিটি মানুষের ভেতরেই এক ধরণের **'স্বীকৃতির ক্ষুধা' (Need for Approval and Attention)** থাকে। মানুষ চায় তার চারপাশের মানুষ তাকে পছন্দ করুক, তাকে কেন্দ্র করে আড্ডা জমুক। কিন্তু যখন একজন মানুষের কাছে কোনো গভীর জ্ঞান, সৃজনশীল রসদ বা গঠনমূলক রসবোধ থাকে না, তখন সে আড্ডার লাইমলাইটে আসার জন্য সবচেয়ে সস্তা ও ক্ষতিকর পথটি বেছে নেয়—তা হলো অন্য মানুষের গোপন হাঁড়ির খবর বা স্ক্যান্ডাল ফাঁস করা।

- **বাচনিক স্যাডিজম ও সস্তা বিনোদন:** আড্ডায় কোনো অনুপস্থিত মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের অদ্ভুত কোনো দিক, তার অবদমিত ত্রুটি কিংবা তার কোনো ভুলকে যখন রসিয়ে রসিয়ে, নাটকীয় ঢঙে উপস্থাপন করা হয়, তখন আড্ডার বাকি সদস্যরা হো হো করে হেসে ওঠে। এই হাসির রোল গীবতকারীর মস্তিষ্কে 'ডোপামিন' (Dopamine) হরমোনের ক্ষরণ বাড়ায়। সে নিজেকে আড্ডার 'প্রাণ' বা একজন অত্যন্ত রসিক ব্যক্তি মনে করতে শুরু করে। অন্যের আত্মসম্মানকে বলি দিয়ে বন্ধুদের মাঝে সস্তা হাততালি বা বাহবা কুড়ানোর এই হীন মানসিকতাই হলো 'সস্তা জনপ্রিয়তার' মূল মনস্তত্ত্ব।

৩. দলগত বন্ধন মজবুত করার বিকৃত মাধ্যম

সমাজবিজ্ঞানে **'সোশ্যাল বন্ডিং' (Social Bonding)** বা সামাজিক বন্ধন তৈরির ক্ষেত্রে গীবতকে অনেক সময় একটি নেতিবাচক বা বিকৃত সেতু হিসেবে দেখা হয়। সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স গ্লাকম্যান (Max Gluckman) তাঁর সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, কিছু উপজাতীয় বা আধুনিক গোষ্ঠীর মানুষেরা নিজেদের ভেতরের ঐক্য প্রকাশ করার জন্য বাইরের কোনো সাধারণ শত্রুর নিন্দা করতে পছন্দ করে।

- **"আমরা বনাম তারা" (Us vs. Them) মনস্তত্ত্ব:** আড্ডার সদস্যরা যখন অন্য কোনো তৃতীয় ব্যক্তির সমালোচনা করে, তখন তারা অবচেতনভাবে নিজেদের মধ্যে একটি সাম্য বা অদৃশ্য দেওয়াল তৈরি করে। তারা মনে করে, "আমরা সবাই কত ভালো ও নিখুঁত, আর ওই লোকটা কত খারাপ ও অদ্ভুত।" এই

যৌথ পরনিন্দা তাদের নিজেদের ভেতরের গ্রুপ-বন্ডিংকে সাময়িকভাবে মজবুত করে। এটি মূলত এক ধরণের বিকৃত বা ছদ্ম-সামাজিকতা (Pseudo-Socialization), যা সমাজকে সুস্থ করার বদলে ভেতরে ভেতরে আরও বেশি বিষাক্ত করে তোলে।

পিয়ার গ্রুপের চাপে গীবত করার মনস্তাত্ত্বিক স্তরবিন্যাস:

মনস্তাত্ত্বিক স্তর (Phases)	**অভ্যন্তরীণ চিন্তা** (Subconscious Thoughts)	**বাহ্যিক আচরণ (Action)**
১. নীরব দর্শক	"আমি নিজে গীবত করছি না, বন্ধুরা করছে। চুপচাপ শুনলে তো কোনো ক্ষতি নেই।"	গীবতের মজলিসে নীরব শ্রোতা হয়ে বসে থাকা।
২. নিষ্ক্রিয় অংশীদার	"বন্ধুরা সবাই হাসছে, আমি গম্ভীর হয়ে থাকলে ওরা আমাকে 'আনসোশ্যাল' ভাববে।"	বন্ধুদের খুশি করতে জোরপূর্বক হাসিতে শরিক হওয়া।
৩. সক্রিয় উৎপাদনকারী	"গ্রুপের মূল আকর্ষণ হতে হবে। আমার কাছে অমুকের একটা গোপন খবর আছে, সেটা বলি।"	সস্তা জনপ্রিয়তার লোভে নতুন কোনো গীবতের ডাটা আড্ডায় সাপ্লাই দেওয়া।

৪.৫ নিজের দোষ, দুর্বলতা বা অপরাধ ঢাকতে অন্যের অনুরূপ দোষের জোরেশোরে চর্চা করা

গীবত বা পরনিন্দার অন্তরালে লুকিয়ে থাকা মনস্তাত্ত্বিক কূটকৌশলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জটিল এবং আত্মরক্ষামূলক কৌশল হলো—নিজের কোনো সুনির্দিষ্ট পাপ, নৈতিক স্খলন, চরিত্রগত দুর্বলতা কিংবা অপরাধ ঢাকতে অন্যের ঠিক একই ধরণের বা তার চেয়ে বড় কোনো দোষের জোরেশোরে চর্চা করা।

সাধারণ মানুষ মনে করে গীবত কেবল অন্যের ওপর আক্রমণ করার জন্য করা হয়; কিন্তু মনোবিজ্ঞান ও ইসলামি আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের গভীর বিশ্লেষণ প্রমাণ করে যে, অনেক সময় গীবতকে নিজের ভেতরের 'অপরাধবোধ' (Guilt) এবং সামাজিক শাস্তি বা লাঞ্ছনা থেকে বাঁচার জন্য একটি মনস্তাত্ত্বিক ঢাল বা বর্ম (Defensive Shield) হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

[নিজের গোপন অপরাধ/দুর্বলতা]
| ▼
[তীব্র অভ্যন্তরীণ অপরাধবোধ ও ভয়]
| ▼
[অন্যের অনুরূপ দোষ খুঁজে বের করা]
| ▼
[আড্ডায় বা ইন্টারনেটে তার জোরেশোরে চর্চা (গীবত)]
| ▼
[সামাজিক দৃষ্টি আকর্ষণ অন্যদিকে ঘোরানো ও নিজের মুক্তি]

অধ্যায় ৫: ব্যক্তি, পরিবার ও মানব সমাজে গীবতের বিধ্বংসী প্রভাব

৫.১ কিয়ামতের দিন আমলনামা শূন্য হওয়ার ভয়াবহ (হাদিসে মুফলিস-এর বিবরণ)

ইসলামি বিচারব্যবস্থা ও পরকালবিদ্যার (Eschatology) একটি অকাট্য মূলনীতি হলো—পরকালে আল্লাহর আদালতে কেবল 'হুকুগুল্লাহ' বা আল্লাহর অধিকারই নয়, বরং 'হুকুগুল ইবাদ' বা মানুষের পারস্পরিক অধিকারের হিসাব হবে গাণিতিকভাবে নিখুঁত ও আপসহীন। মানুষ দুনিয়াতে নামাজ, রোজা, জাকাত ও হজের মাধ্যমে যে বিশাল নেক আমলের পাহাড় গড়ে তোলে, তা যদি বাচনিক অপরাধ (বিশেষ করে গীবত, অপবাদ ও গালিগালাজ)-এর মাধ্যমে অন্যের অধিকার হরণ করে, তবে কিয়ামতের দিন সেই আমলনামা জ্যামিতিক হারে শূন্য হয়ে যায়। রাসুলুল্লাহ (সা.) সহিহ মুসলিমের একটি বিখ্যাত হাদিসে এই পরকালীন দেউলিয়াত্বকে **'মুফলিস'** নামে অভিহিত করেছেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) একদিন সাহাবিদের মনস্তাত্ত্বিক মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য একটি প্রশ্ন করলেন:

أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟

(তোমরা কি জানো প্রকৃত নিঃস্ব বা দেউলিয়া ব্যক্তি কে?)

সাহাবিগণ তাদের প্রচলিত অর্থনৈতিক ধারণা থেকে উত্তর দিলেন, "আমাদের মধ্যে নিঃস্ব তো সে, যার কোনো দিরহাম (টাকা-পয়সা) বা ধন-সম্পদ নেই।" রাসুলুল্লাহ (সা.) তাদের এই পার্থিব ধারণাকে সংশোধন করে পরকালীন বাস্তবতার রূপ উন্মোচন করে বললেন:

"আমার উম্মতের মধ্যে প্রকৃত নিঃস্ব (মুফলিস) সে, যে কেয়ামতের দিন বিপুল পরিমাণ নামাজ, রোজা ও জাকাত (এর সওয়াব) নিয়ে হাজির হবে। কিন্তু এর পাশাপাশি সে দুনিয়াতে এমন অবস্থায় আসবে যে—কাউকে গালি দিয়েছিল, কারো প্রতি অপবাদ (বুহতান) আরোপ করেছিল, কারো সম্পদ আত্মসাৎ করেছিল, কাউকে রক্তপাত করেছিল এবং **কারো গীবত (অনুপস্থিতিতে সম্মানহানি) করেছিল**।

ফলে (আল্লাহর ইনসাফের আদালতে) এই মজলুমদেরকে ওই ব্যক্তির নেক আমল থেকে সওয়াব দিয়ে দেওয়া হবে। দিতে দিতে যদি তার পাওনা পরিশোধের আগেই

তার সমস্ত নেক আমল বা সওয়াবের ভান্ডার শেষ হয়ে যায়, তবে মজলুমদের জীবনের গুনাহ বা পাপের বোঝাগুলো এনে এই ব্যক্তির ঘাড়ে চাপানো হবে। অতঃপর তাকে (আমলনামা শূন্য অবস্থায়) উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"

সূত্র: সহিহ মুসলিম, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ, হাদিস নম্বর: ২৫৮১ | জামে আত-তিরমিযী, হাদিস নম্বর: ২৪১৮

পরকালীন ব্যালেন্স শিট :

খাতের বিবরণ (Description)	**নেক আমলের অবস্থা**	**পাপের বোঝা**
প্রারম্ভিক ব্যালেন্স (দুনিয়ার ইবাদত)	+ লাখ লাখ রাকাত নামাজ ও রোজার সওয়াব	নিজ কৃত গুনাহসমূহ
গীবত ও অপবাদের জরিমানা (আইনি ট্রায়াল)	- সমস্ত সওয়াব মজলুমদের অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার	0 (সওয়াব শেষ)
চূড়ান্ত ব্যালেন্স (ইনসাফের রায়)	0 (সম্পূর্ণ শূন্য)	+ মজলুমদের জীবনের সমস্ত গুনাহের বোঝা
পরবর্তী অ্যাকশন (Judgment)	জান্নাত থেকে বহিষ্কার	সরাসরি জাহান্নামে নিক্ষেপ

৫.২ পারিবারিক বন্ধনে ভাঙন, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন এবং চিরস্থায়ী শত্রুতার জন্ম

একটি সুস্থ সমাজ বা রাষ্ট্র গড়ে ওঠে শক্তিশালী পারিবারিক ও আত্মীয়তার বন্ধনের ওপর ভিত্তি করে। ইসলাম এই বন্ধনকে অক্ষুণ্ণ রাখার ওপর এতটাই জোর দিয়েছে যে, একে শরিয়তের পরিভাষায় **'সিলাহ রাহিম' (صلة رحم - আত্মীয়তার সম্পর্ক জুড়ে রাখা)** বলা হয়েছে, যা রক্ষা করা ওয়াজিব এবং ছিন্ন করা কবিরা গুনাহ।

কিন্তু গীবত বা পরনিন্দা হলো এমন এক অদৃশ্য সামাজিক বিষ, যা যখন কোনো পরিবার বা আত্মীয়তার বলয়ে প্রবেশ করে, তখন তা রক্তের সম্পর্কের দীর্ঘদিনের পারস্পরিক বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসাকে এক নিমেষে চূর্ণ করে দেয়। নিচে পারিবারিক ও সামাজিক কাঠামোতে গীবতের এই ধ্বংসাত্মক প্রভাব বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হলো:

৫.২.১. পারিবারিক মনস্তত্ত্বে ফাটল ও আস্থার সংকট

একটি সুখী ও আদর্শ পরিবারের মূল ভিত্তি হলো 'পারস্পরিক অন্ধ বিশ্বাস'। গীবত এই বিশ্বাসের দেয়ালে প্রথম কুঠারাঘাত করে।

- **পারিবারিক গীবতের স্বরূপ:** অনেক পরিবারে দেখা যায়, এক ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে অন্য ভাই বা ভাবীর কাছে তার অর্থনৈতিক অবস্থা, স্ত্রীর স্বভাব কিংবা সন্তানদের দুর্বলতা নিয়ে আলোচনা করা হয়। শাশুড়ি-বউয়ের দ্বন্দ্ব, ননদ-ভাবীর মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ—এসবেরই মূল ইন্ধন জোগায় গীবত।
- **ধ্বংসাত্মক মেকানিজম:** মানুষ যখন নিজের আপনজনদের মুখে অন্য আত্মীয়ের নেতিবাচক সমালোচনা শোনে, তখন তার অবচেতন মনে ওই আত্মীয়ের প্রতি এক ধরণের ঘৃণা বা নেতিবাচক ধারণা (কুধারণা) তৈরি হয়। এর ফলে বাহ্যিকভাবে তারা একসাথে থাকলেও, মানসিকভাবে একে অপরের থেকে বহুদূরে সরে যায়। পরিবারে তখন জন্ম নেয় এক তীব্র **আস্থার সংকট (Crisis of Confidence)**, যেখানে কেউ কাউকে মন থেকে বিশ্বাস করতে পারে না।

৫.২ ২. 'সিলাহ রাহিম' বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার সামাজিক কুফল

ইসলামি সমাজ দর্শনে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা (ক্বাত'ই রাহিম) আল্লাহর আরশকে কাঁপিয়ে তোলার মতো মহাপাপ। গীবত হলো এই সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রধান অনুঘটক (Catalyst)।

- **সামাজিক বিচ্ছিন্নতা (Social Alienation):** গীবতের কারণে যখন কোনো গোপন কথা বা সমালোচনা তৃতীয় কোনো মাধ্যমে ওই সুনির্দিষ্ট আত্মীয়ের কান পর্যন্ত পৌঁছায়, তখন সে চরমভাবে অপমানিত ও ক্ষুব্ধ বোধ করে। এর তাৎক্ষণিক সামাজিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে সে ওই পরিবারের সাথে যাতায়াত বন্ধ করে দেয়, পারিবারিক অনুষ্ঠানগুলো (যেমন বিয়ে, ঈদ বা জানাজা) বর্জন করতে শুরু করে।
- **প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বিষ ছড়ানো:** এই পারিবারিক দূরত্বের কুফল কেবল ওই ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং তাদের দেখাদেখি সন্তানরাও একে অপরের সাথে দূরত্ব বজায় রাখে। ফলে গীবতের কারণে একটি জীবন্ত আত্মীয়তার লতা বা বন্ধন চিরতরে শুকিয়ে মরে যায়।

৫.২ ৩. চিরস্থায়ী শত্রুতা ও মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের জন্ম

গীবত মানুষের ভেতরের সুপ্ত অহংকার এবং ক্ষোভকে জাগিয়ে তোলে, যা একপর্যায়ে স্থায়ী শত্রুতায় রূপ নেয়।

- **বাচনিক বিষের স্থায়িত্ব:** মানুষ শারীরিক আঘাতের কষ্ট হয়তো সময়ের সাথে সাথে ভুলে যায়, কিন্তু নিজের রক্তের সম্পর্কের মানুষের মুখ থেকে বের হওয়া কুৎসিত বাচনিক আঘাত বা গীবতের কথা মানুষ আমৃত্যু ভুলতে পারে না। আড়ালে করা এই পরনিন্দা যখন প্রকাশ পেয়ে যায়, তখন তা দুই পরিবারের মধ্যে একটি **'মনস্তাত্ত্বিক শীতল যুদ্ধ' (Cold War)** তৈরি করে।
- **হিংসা ও প্রতিশোধের আগুন:** গীবতকারী ও যার গীবত করা হয়েছে—উভয় পক্ষই তখন একে অপরের ছিদ্রান্বেষণ (গোপন দোষ খোঁজা) এবং পাল্টা গীবত বা অপবাদ রটানোর এক নোংরা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। ফলে সাময়িক একটি আড্ডার সস্তা আনন্দ এক বংশের সাথে অন্য বংশের বা আপন ভাই-বোনের মধ্যে আজীবন ও চিরস্থায়ী শত্রুতার প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দেয়।

পারিবারিক বন্ধনে গীবতের সমাজবিধ্বংসী চক্র:

[পারিবারিক বা আত্মীয়দের আড্ডা]

| ▼

[অনুপস্থিত আত্মীয়ের গোপন ত্রুটি বা স্ক্যান্ডাল চর্চা (গীবত)]

| ▼

[তৃতীয় মাধ্যমে কথাটি ওই আত্মীয়ের কানে পৌঁছানো]

| ▼

[তীব্র অপমানবোধ, ক্ষোভ ও আস্থার সংকট]

| ▼

[যাতায়াত ও সম্পর্ক ছিন্ন করা (ক্বাত'ই রাহিম)]

| ▼

[প্রজন্মব্যাপী চিরস্থায়ী শত্রুতার জন্ম]

৫.৩ ইবাদতের আধ্যাত্মিকতা ধ্বংস: রোজা, নামাজ ও তাকওয়ার ওপর গীবতের নেতিবাচক প্রভাব

গীবত বা পরনিন্দা হলো এমন এক অদৃশ্য আধ্যাত্মিক বিষ, যা ইবাদতের বাহ্যিক কাঠামোকে হয়তো ধ্বংস করে না (অর্থাৎ নামাজ ভাঙবে না বা কাজা হবে না), কিন্তু ইবাদতের ভেতরের সমস্ত নূর, সওয়াব এবং আধ্যাত্মিক প্রভাবকে এক নিমেষে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। নিচে নামাজ, রোজা এবং তাকওয়ার ওপর গীবতের মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হলো:

৫.৩.১. রোজার আধ্যাত্মিকতা ও সওয়াব ধ্বংস

রোজার মূল উদ্দেশ্য হলো ক্ষুধা ও পিপাসার মাধ্যমে মানুষের কুপ্রবৃত্তি ও নফসকে নিয়ন্ত্রণ করা। কিন্তু গীবত রোজার এই আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে দেয়।

- **হাদিসের অকাট্য দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) রোজাদারের বাচনিক পবিত্রতার ওপর সর্বোচ্চ জোর দিয়ে বলেছেন:
  "যে ব্যক্তি (রোজার রেখেও) মিথ্যা কথা, অন্যায় কাজ এবং **মূর্খতা বা পরনিন্দা** পরিহার করতে পারল না, তার স্রেফ পানাহার বর্জন করাতে আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।" *(সহিহ আল-বুখারি: ১৯০৩)*

- **মৃত ভাইয়ের গোশত দিয়ে ইফতারের রূপক:** রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে দু'জন মহিলা রোজা রেখে ক্ষুধার তীব্রতায় কাতর হয়ে পড়েছিলেন। তারা রাসুল (সা.)-এর কাছে রোজা ভাঙার অনুমতি চাইলে তিনি তাদের একটি পাত্রে বমি করতে বলেন। তখন তাদের মুখ থেকে তাজা রক্ত এবং মাংসের টুকরো বের হলো। রাসুল (সা.) তখন সাহাবিদের বললেন— *"এরা দুজন আল্লাহ যা হালাল করেছেন (খাবার) তা থেকে রোজা রেখেছে, আর আল্লাহ যা হারাম করেছেন (মানুষের গীবত বা পরনিন্দা) তা দিয়ে ইফতার করেছে। তারা আড্ডায় বসে মানুষের গোশত খেয়েছে।" (মুসনাদে আহমাদ)*।

৫.৩.২. নামাজের মনোযোগ ও 'খুশু-খুযু' বিনষ্ট

নামাজ হলো বান্দার সাথে আল্লাহর সরাসরি কথোপকথন বা মেরাজ। নামাজে মনোযোগ ধরে রাখার জন্য অন্তরের পবিত্রতা অপরিহার্য।

- **নামাজে এর কুফল:** গীবতকারী ব্যক্তি যখন নামাজে দাঁড়ায় এবং 'আল্লাহু আকবার' বলে, তখন তার অন্তরে আল্লাহর মহত্ত্বের পরিবর্তে ওইসব মানুষের চেহারা ও গীবতের আড্ডার কথা ভেসে ওঠে। ফলে নামাজে যে 'খুশু-খুযু' বা পরম ধ্যানমগ্নতা থাকার কথা ছিল, তা চিরতরে হারিয়ে যায়। ইমাম সুফিয়ান ছাওরী (রহ.) বলেন, *"আমি একবার এক ব্যক্তির গীবত করেছিলাম, যার শাস্তি হিসেবে আল্লাহ আমাকে দীর্ঘ ৫ মাস রাতের শেষভাগে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ার তাওফিক থেকে বঞ্চিত রেখেছিলেন।"* গীবত মানুষের অন্তরকে এতটাই শক্ত ও অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দেয় যে, নামাজের সিজদায় গিয়ে চোখের পানি ফেলার যোগ্যতা মানুষ হারিয়ে ফেলে।

৫.৩.৩. 'তাকওয়া' বা আত্মশুদ্ধির মূল উপড়ে ফেলা

তাকওয়া হলো আল্লাহর সার্বক্ষণিক উপস্থিতির চেতনা অন্তরে লালন করে সমস্ত পাপ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা। গীবত সরাসরি তাকওয়ার বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে।

- **ঈমানের নূর নিভে যাওয়া:** গীবত হলো অন্তরের এক ধরণের ক্যানসার। এটি মানুষের রুহ বা আত্মাকে মলিন করে দেয়। যে জিহ্বা দিয়ে একটু আগে আল্লাহর পবিত্র বান্দার চামড়া ছেঁড়া হয়েছে, সেই জিহ্বা দিয়ে সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ বা কুরআনের তিলওয়াত করলেও তার কোনো আধ্যাত্মিক প্রভাব বা নূর নিজের জীবনে প্রকাশ পায় না।

ইবাদতের ওপর গীবতের নেতিবাচক প্রভাবের সারসংক্ষেপ টেবিল:

ইবাদতের নাম	বাহ্যিক রূপ (Structure)	গীবতের কারণে সৃষ্ট আত্মিক ক্ষতি (Spiritual Damage)	চূড়ান্ত পরকালীন অবস্থা
১. রোজা (Fasting)	পানাহার ও স্ত্রী সহবাস বর্জন।	মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার গুনাহ যুক্ত হওয়া; তাকওয়ার নূর নষ্ট হওয়া।	সওয়াব শূন্য হওয়া (শুধু ক্ষুধা-পিপাসা অবশিষ্ট থাকে)।
২. নামাজ (Salah)	রুকু, সিজদা ও কিয়াম করা।	অন্তরের কঠোরতা বৃদ্ধি এবং খুশু-খুযু (মনোযোগ) চিরতরে বিনষ্ট হওয়া।	আল্লাহর নৈকট্য ও আধ্যাত্মিক স্বাদ থেকে বঞ্চিত হওয়া।
৩. তাকওয়া (Taqwa)	আল্লাহর ভয়ে পাপ বর্জন।	নিজের ত্রুটি ভুলে অন্যের দোষ খোঁজার মনস্তাত্ত্বিক অন্ধত্ব তৈরি হওয়া।	অন্তরে অহংকার ও আত্মশ্লাঘার জন্ম, যা ঈমান ধ্বংস করে।

অধ্যায় ৬: যেসব ক্ষেত্রে গীবত বৈধ: ইসলামি ফিকহের ব্যতিক্রমী হুকুম

৬.১ সমাজ ও মানুষের বৃহত্তর কল্যাণে গীবতের বৈধতার শরিয়তসম্মত মূলনীতি

ইসলামি আইনশাস্ত্রের সুপরিচিত ইমাম, **ইমাম আন-নওয়াবী (রহ.)** তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *'রিয়াদুস সালিহীন'*-এ পবিত্র কুরআন ও হাদিসের আলোকে গীবত যেখানে 'বৈধ ও ওয়াজিব' হয়ে যায়, এমন সুনির্দিষ্ট **৬টি ক্ষেত্র** চিহ্নিত করেছেন। নিচে তা একাডেমিক ও সমাজবৈজ্ঞানিক ধারায় বিশ্লেষণ করা হলো:

ইসলামি ফিকহের একটি বিখ্যাত মূলনীতি হলো:

"বৃহত্তর ক্ষতি বা ফিতনা দূর করার জন্য ক্ষুদ্রতর ক্ষতি (যেমন কারো অনুপস্থিতিতে সত্য দোষ বলা) মেনে নেওয়া জায়েজ।"

ইমাম আন-নওয়াবী (রহ.) এবং ফুকাহায়ে কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গীবত বৈধ হওয়ার সুনির্দিষ্ট ৬টি আইনি ক্ষেত্র নিচে দলিলসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

গীবত বৈধ হওয়ার শরিয়তসম্মত ৬টি ক্ষেত্র

ছয়টি ক্ষেত্রে মানুষের দোষ বলা গীবত নয়—১. মজলুমের বিচারপ্রার্থনা, ২. পরিচিতি নিশ্চিত করা, ৩. মানুষকে সতর্ক করা, ৪. প্রকাশ্য পাপীর পাপাচার, □. অন্যায়ের প্রতিবাদে সাহায্য চাওয়া এবং ৬. ফতোয়া বা আইনি সমাধান প্রার্থনা।)

৬.২ ১ম ক্ষেত্র: জুলুমের প্রতিকার ও বিচারকের কাছে জালেমের অন্যায়ের বিবরণ

কোন ব্যক্তি বিচারক, মুফতী, সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী বা পদস্থ কোন কর্মকর্তার জুলুমের শিকার হলে সে রাজ-দরবারে তার প্রতিকার প্রার্থনা করতে পারবে। কারণ রাজ-দরবারে জালেমের গীবত না করলে সে প্রতিকার প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হবে। উপরন্তু নালিশের কারণে শাসনকর্তা জালেম কর্মকর্তাকে অপসারণ করে তদস্থলে

ন্যায়পরায়ণ কর্মকর্তা নিয়োগ করতে পারবেন এবং ফলে নিরীহ লোকেরা জুলুমের হাত থেকে রেহাই পাবে। অতএব এই উপকারিতার কারণে উপরোক্ত প্রকারের গীবত বৈধ।

- **দলিল:** আল্লাহ তাআলা সূরা আন-নিসার ১৪৮ নম্বর আয়াত স্পষ্ট করে দিয়েছেন: "মন্দ কথার প্রকাশ আল্লাহ পছন্দ করেন না, তবে **যার ওপর জুলুম করা হয়েছে তার কথা ভিন্ন**। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"

শোবা (র) বলেন, জালেমের বিরুদ্ধে নালিশ করা অথবা কোন পাপাচারী সম্পর্কে লোকদের সতর্ক করার উদ্দেশে তার গীবত করা বৈধ, বরং জালেম ও পাপাচারীর সংসর্গ থেকে লোকদের দূরে রাখার জন্য তাদের দোষত্রুটি বর্ণনা করা গীবত নয় (বায়হাকীর বরাতে আদ-দুররুল মানছুর)। উপরোক্ত বিষয়ে ইমাম গাযালী, সাফুরী, বালখী ও ফাকিহী ঐক্যমত পোষণ করেছেন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক ব্যক্তি কতক লোকের মেহমান হতে চাইলে তারা তাকে মেহমান হিসাবে স্বাগত জানায়নি। সে প্রকাশ্যে তাদের বদনাম করলো। তার এই আচরণে সাহাবায়ে কিরাম (রা) অসন্তুষ্ট হলেন এবং তার প্রতি ক্ষেপে গেলেন। তখন উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয় এবং আল্লাহ তাআলা অত্যাচারিত ব্যক্তিকে গীবত করার অনুমতি দান করেন। এই ঘটনা মুসনাদে আবদুর রাযযাকে মুজাহিদ (র)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে এবং কাযী ছানাউল্লাহ পানিপতিও তাফসীরে মাযহারীতে তা নকল করেছেন।

হাদরামাওতের এক ব্যক্তি কিন্দা গোত্রের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এই মর্মে অভিযোগ করলো যে, শেষোক্ত ব্যক্তির পিতা প্রথমোক্ত ব্যক্তির এক খণ্ড জমি জবরদখল করে নিয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে শরীআতের বিধান অনুযায়ী তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেন (আবু দাউদ)।

৬.৩ ২য় ক্ষেত্র: অন্যায় দূরীকরণ ও পাপীকে সংশোধনের উদ্দেশ্যে ক্ষমতাবানের সাহায্য চাওয়া

কোন ব্যক্তি কোন দোষের কাজে বা পাপাচারে লিপ্ত থাকলে সেই সম্পর্কে এমন ব্যক্তিকে অবহিত করা গীবত হবে না, যে তাকে বারণ করতে পারবে, উপদেশ দিতে পারবে বা তার উপর প্রভাব খাটিয়ে তার সংশোধন করতে পারবে। কারণ এই ধরনের গীবতের দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তিরই উপকার হয়। গীবতের এই পন্থা মাতালিবুল মুমিনীন, আইনুল ইলম, সীরাতে আহমাদিয়া, রদ্দুল মুহতার, তানবীরুল আবসার, ইহয়া উলুমিদ-দীন, নুযহাতুল মাজালিস, শারহু সহীহ মুসলিম ও মুনতাখাবুল আনফাস প্রভৃতি গ্রন্থে বৈধ বলা হয়েছে।

কুফার গভর্নর হযরত সাদ (রা)-র বিরুদ্ধে অনেক ব্যাপারে জনগণ খলীফা হযরত উমার (রা)-র নিকট নালিশ করলো। একটি অভিযোগ এই ছিল যে, তিনি উত্তমরূপে নামায পড়েন না এবং নামাযের কিরাআত ঠিকমত পড়েন না। খলীফা তাদের অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে গভর্নরের পদ থেকে বরখাস্ত করে হযরত আম্মার (রা)-কে তদস্থলে গভর্নর নিয়োগ করেন (বুখারী, বাব কিরাআতিল ইমাম ওয়াল-মামুম)। এ ঘটনা থেকে জানা গেল যে, মানুষকে দোষ-ত্রুটিমুক্ত করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে নালিশ করা বৈধ। তা না হলে হযরত উমার (রা) কুফাবাসীদের নালিশ শুনতে প্রস্তুত হতেন না। কারণ গীবত শোনাও গীবত করার সমতুল্য। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

- الْمُسْتَمِعُ شَرِيكَ الْمُغْتَابِين।

"গীবত শ্রবণকারী গীবতকারীদের পাপে অংশীদার।"

সিরিয়ার গভর্নর হযরত উমার (রা)-র নিকট লিখে পাঠালেন, এখানে আবু জানদাল নামে এক ব্যক্তি মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তিনি এই উদ্দেশ্যে চিঠি লিখেছিলেন যে, হযরত উমার (রা) তাকে উপদেশ দিলে হয়ত সে সংশোধন হয়ে যাবে। উমার (রা) নিম্নোক্ত আয়াত উল্লেখপূর্বক উক্ত ব্যক্তিকে সতর্ক করে একটি পত্র পাঠান:

- حم . تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ غَافِرِ الذَّنْبِ قَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ।

"হা মীম। এই কিতাব (কুরআন) মহা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞানী আল্লাহর তরফ থেকে নাযিল হয়েছে। তিনি পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা, প্রাচুর্যময়। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তাঁর নিকটই প্রত্যাবর্তন" (সূরা মুমিন: ১-৪)।
আবু জানদাল পত্রান্তরে উপরোক্ত আয়াত পাঠ করে অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হন এবং মদ্যপান পরিহার করে তওবা করেন (ইমাম গাযালীর ইহয়া উলুমিদ-দীন, অধ্যায় গীবত)।

৬.৪ ৩য় ক্ষেত্র: ফতোয়া বা শরিয়তের সঠিক সমাধান জানার জন্য নির্দিষ্ট ঘটনার বিবরণ (হিন্দের হাদিস)

কোনো ব্যক্তি যখন মুফতি বা ইসলামি আইনবিদের কাছে নিজের কোনো পারিবারিক, বৈবাহিক বা অর্থনৈতিক সংকটের শরয়ি সমাধান (ফতোয়া) চাইতে যান, তখন মাসআলাটি স্পষ্টভাবে বোঝানোর জন্য অনুপস্থিত প্রতিপক্ষের বাস্তব দোষের কথা উল্লেখ করা জায়েজ।

- **দলিল ও বাস্তব উদাহরণ:** আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উতবাহ (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে ফতোয়া চাইলেন, *"হে আল্লাহর রাসুল! আবু সুফিয়ান একজন অত্যন্ত কৃপণ লোক। তিনি আমাকে এবং আমার সন্তানদের পর্যাপ্ত ভরণপোষণ দেন না। আমি যদি তাঁর অজান্তে তাঁর ধন-সম্পদ থেকে আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী কিছু অংশ নিই, তবে কি আমার গুনাহ হবে?"* রাসুল (সা.) তখন হিন্দকে বলেননি যে তুমি স্বামীর গীবত করেছ; বরং তিনি আইনি সমাধান দিয়ে বললেন, *"তুমি ও তোমার সন্তানদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য যতটুকু দরকার, তুমি সুন্দর নিয়মে নিতে পারো।" (সহিহ বুখারি: ৫৩৬৪)*।

৬.৫ ৪র্থ ক্ষেত্র: মুসলমানদের বড় ক্ষতি ও ধোঁকা থেকে সতর্ক করা (বিয়ের প্রস্তাব, ব্যবসা, এবং ইলমুল জারহ ওয়াত তাদিল)

এটি সমাজ ও দ্বীনের সুরক্ষায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। এটি মূলত ৩টি উপ-ক্ষেত্রে বিভাজিত হয়:

- **ক. রাবী ও সাক্ষীদের সমালোচনা (Jarh wa Ta'dil):** হাদিসশাস্ত্রের বিশুদ্ধতা রক্ষায় হাদিস বর্ণনাকারীদের ব্যক্তিগত জীবনের সততা যাচাই করতে মুহাদ্দিসগণ অনুপস্থিত বর্ণনাকারীর স্মৃতিশক্তি, মিথ্যা বলা বা অলসতার ত্রুটিগুলো কড়া ভাষায় কিতাবে লিখেছেন। এটি না হলে জাল হাদিসে দ্বীন ধ্বংস হয়ে যেত।
- **খ. বৈবাহিক ও ব্যবসায়িক পরামর্শ** (**Consultation):** কোনো ব্যক্তি যদি কারো সাথে নতুন কোনো ব্যবসা শুরু করতে চান, পার্টনারশিপ করতে চান কিংবা কোনো পরিবারে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান; এমতাবস্থায় যদি কোনো তৃতীয় ব্যক্তি যিনি তাদের চেনেন—তাঁর কাছে সততার সাথে পরামর্শ বা তথ্য চাওয়া হয়, তবে তাঁর ওপর **ওয়াজিব** হলো ওই পাত্র-পাত্রী বা ব্যবসায়ী পার্টনারের বাস্তব দোষত্রুটি (যদি থাকে) স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া।
    - **হাদিসের দলিল:** ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা.) যখন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে পরামর্শ চাইলেন যে, তাকে মুয়াবিয়া এবং আবু জাহম নামের দুজন সাহাবি বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন, তিনি কাকে বিয়ে করবেন? রাসুল (সা.) তৎক্ষণাৎ তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের বাস্তব ত্রুটি তুলে ধরে বললেন: *"আবু জাহম তো তার কাঁধ থেকে লাঠি নামায় না (অর্থাৎ সে স্ত্রীকে প্রহার করে), আর মুয়াবিয়া হলো অত্যন্ত দরিদ্র, তার কোনো সম্পদ নেই। তুমি বরং উসামাকে বিয়ে করো।" (সহিহ মুসলিম: ১৪৮০)*।
- **গ. দ্বীনের ব্যাপারে বিভ্রান্তি ছড়ানো উগ্রপন্থী বা বিদআতিদের মুখোশ উন্মোচন:** সমাজে যারা ভুল বা বিকৃত ধর্মীয় ব্যাখ্যা দিয়ে তরুণ সমাজকে পথভ্রষ্ট করে, তাদের ক্ষতি থেকে উম্মাহকে বাঁচাতে তাদের নাম ধরে বা তাদের লেখনীর ত্রুটিগুলো মানুষের সামনে তুলে ধরা গীবতের আওতাভুক্ত নয়।

৬.৬ ৫ম ক্ষেত্র: সমাজে প্রকাশ্যে ও বুক ফুলিয়ে পাপাচারী (মুজাহির বিল ফিসক) ব্যক্তির সমালোচনা

কিছু মানুষ থাকে যারা কোনো গুনাহ বা অপরাধ লোকচক্ষুর আড়ালে করে না; বরং তারা বুক ফুলিয়ে, কোনো শরম-লজ্জা ছাড়া সমাজকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে পাপাচার করে (যেমন: মদ্যপান, জুয়া খেলা, চাঁদাবাজি বা দুর্নীতি)।

- **ফিকহি হুকুম:** ইমাম হাসান বসরী (রহ.) বলেন, *"যে ব্যক্তি নিজের পাপাচার সমাজে প্রকাশ করে দেয়, তার ব্যাপারে আলোচনা করাতে কোনো গীবত নেই।"* তবে এখানে আইনি শর্ত হলো—সে যে পাপটি **প্রকাশ্যে** করে, কেবল সেই পাপটি নিয়েই কথা বলা যাবে; তার ঘরের ভেতরের কোনো গোপন ব্যক্তিগত ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করা যাবে না।

কোন ব্যক্তি প্রকাশ্যে পাপাচারে লিপ্ত থাকলে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশে তাঁর গীবত করা বৈধ। যেমন কোন ব্যক্তি নামায পড়ে না অথবা লোকদের উপর জুলুম করে অথবা মদ পান করে ইত্যাদি। এজন্যই সাধক ও আলেমগণ স্বৈরাচারী শাসকের গীবত করেন। নুযহাতুল মাজালিস, রদ্দুল মুহতার, শারহু সহীহ মুসলিম প্রভৃতি গ্রন্থে এই প্রকারের গীবত বৈধ বলা হয়েছে।

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (র) বলেন, তিন ব্যক্তির গীবত করা বৈধ: জালেম শাসক, প্রকাশ্যে পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তি, বিদআতী কার্যকলাপে লিপ্ত ব্যক্তি যে অন্যদেরও বিদআত শিখায় (বায়হাকী থেকে দুররুল মানছুর গ্রন্থে)। হাসান বসরী (র)-ও অনুরূপ কথা বলেছেন (ইহয়া উলূমিদ্দীন)।

ফকীহ আবুল লাইস সামারকান্দী (র) বলেন, গীবত চার প্রকার: (১) এক ব্যক্তিকে গীবত করতে দেখে অপর ব্যক্তি তাকে বললো, গীবত করো না। সে বললো, এটা গীবত নয়, আমি তার যথার্থ দোষত্রুটি বর্ণনা করছি। এই অবস্থায় গীবতকারী কাফের হয়ে যায়। কারণ হারামকে হালাল বলা কুফর। (২) কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নামোল্লেখ না করে এমন ভাষায় তার গীবত করলো যাতে শ্রোতারা বুঝে ফেললো যে, সে কার গীবত করেছে। এই পন্থায় গীবতকারী মোনাফিক। কারণ বাহ্যত সে গীবত পরিহার করলেও মূলত গীবতে লিপ্ত রয়েছে। (৩) কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নামোল্লেখ করে

তার গীবত করলো এবং সে জানে যে, গীবত করা খারাপ। এই অবস্থায় সে গুনাহগার হবে। (৪) কোন পাপাচারী
ফাসেকের গীবত করা সওয়াবের কাজ। কারণ লোকেরা ফাসেকের এই বদনামি শুনে তার সম্পর্কে সতর্ক হতে পারবে।

গ্রন্থকার বলেন, ফাসেক ব্যক্তির গীবত করা দুইটি কারণে বৈধ: (১) সে লোকমুখে তার দুর্নামের কথা শুনতে পেয়ে লজ্জিত হয়ে হয়তো পাপাচার থেকে বিরত হবে। যে ব্যক্তি ফাসেক তাকে সালাম করা মাকরূহ। (২) আল্লাহ্র দৃষ্টিতে ফাসেকের কোন মর্যাদা নেই। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

إِذَا مُدْحَ الْفَاسِقُ غَضَبَ الرَّبُّ تَعَالَى

"যখন পাপাচারী ফাসেকের প্রশংসা করা হয় তখন মহান প্রভু অসন্তুষ্ট হন" (বায়হাকীর সূত্রে মিশকাতুল মাসাবীহ, বাব হিফজুল-লিসান)।

৬.৭ ৬ষ্ঠ ক্ষেত্র: অবমাননা ছাড়া কেবল পরিচয় স্পষ্ট করার স্বার্থে শারীরিক ত্রুটির উপাধি ব্যবহার

কোনো ব্যক্তি যদি সমাজে এমন কোনো শারীরিক উপাধিতে পরিচিত হন যা ছাড়া তাকে চেনার আর কোনো বিকল্প পথ নেই, তবে পরিচয় নিশ্চিত করার স্বার্থে সেই ত্রুটি উল্লেখ করা গীবত নয়।

- **বাস্তব রূপ:** যেমন সমাজে কাউকে নির্দিষ্ট করার জন্য ‘খাটো ভাই’, ‘কানা মুয়াজ্জিন’ বা ‘ল্যাংড়া বাবু’ বলা—যদি এর পেছনে তাকে তুচ্ছ করার কোনো মানসিকতা না থাকে, কেবল নিখুঁত পরিচয় ফুটিয়ে তোলাই লক্ষ্য হয়। তবে যদি অন্য কোনো ভালো নামে তাকে চেনা সম্ভব হয়, তবে এই উপাধি পরিহার করা আবশ্যক।

কোন ব্যক্তি বিশেষ কোন উপাধিতে প্রসিদ্ধ হলে এবং তাতে তার কোন দোষের প্রতি ইঙ্গিত থাকলে তাকে সেই উপাধিতে স্মরণ করায় কোন দোষ নাই। কারণ ঐ উপাধিতে

তার পরিচয় না দিলে লোকেরা তাকে চিনতে পারবে না। যেমন এক ব্যক্তি 'আরাজ' (বিকলাঙ্গ) উপাধিতে পরিচিত। মুহাদ্দিসগণ এই উপাধির একজন রাবীর হাদীস উক্ত উপাধিসহ বর্ণনা করেছেন। তবে যতটা সম্ভব উক্তরূপ উপাধিতে স্মরণ পরিহার করাই উত্তম। ইহয়া উলূমিদ্দীন, নুযহাতুল মাজালিস, রদ্দুল মুহতার, মাতালিবুল মুমিনীন ও শারহু সহীস মুসলিম প্রভৃতি গ্রন্থে এই পন্থা অনুমোদন করা হয়েছে।

গীবতের সাধারণ রূপ বনাম শরিয়তসম্মত বৈধতার পার্থক্য:

বিষয়	**হারাম গীবত (Prohibited)**	**বৈধ গীবত (Permitted)**
মূল চালিকাশক্তি	হিংসা, ক্ষোভ, অহংকার, আড্ডার সস্তা বিনোদন।	**ন্যায়বিচার, সমাজ সংস্কার এবং মানুষের সুরক্ষা।**
তথ্যের পরিধি	মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের গোপন ত্রুটি খোঁজা।	কেবল অপরাধ বা ফিতনার সাথে সংশ্লিষ্ট সুনির্দিষ্ট তথ্য।
ফলাফল ও প্রভাব	সমাজে ফাটল ধরে, পারস্পরিক আস্থা নষ্ট হয়।	**সমাজ বড় ধোঁকা, আর্থিক ক্ষতি ও জুলুম থেকে বাঁচে।**

৬.৮.বৈধ গীবতের আরো কিছু বর্ণনা উল্লেখ করা হলো:

৬.৮.১. লজ্জা দিয়ে পাপ থেকে বিরত রাখার উদ্দেশে গীবত করা জায়েয। কোন ব্যক্তি কোন দোষের কাজে লিপ্ত থাকলে এই উদ্দেশে তার গীবত করা বৈধ যে, তার দোষের কথা অপর ব্যক্তি জেনে ফেলেছে এ কথা জানতে পেরে সে লজ্জিত হয়ে দোষের কাজ পরিহার করবে।

এক ব্যক্তি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে তার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে নালিশ করলো। তিনি (স) তাকে ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিলেন।

পুনরায় সে নালিশ করলে এবারও তিনি তাকে ধৈর্য ধারণ করতে বলেন। তৃতীয়বার সে তার প্রতিবেশীর গীবত করলে তিনি (স) বলেনঃ তোমার ঘরের জিনিসপত্র বাইরে রাস্তায় ফেলে দাও। তোমার প্রতিবেশী তা দেখে লজ্জিত হয়ে তোমাকে কষ্ট দেয়া ত্যাগ করবে। সত্যিই সে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথামত নিজের ঘরের মালপত্র রাস্তায় ফেলে দিল। লোকেরা রাস্তা অতিক্রমকালে তাকে মালপত্র রাস্তায় নিক্ষেপের কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলে যে, তার প্রতিবেশী তাকে কষ্ট দিচ্ছে। প্রতিবেশীর কানে এ খবর পৌঁছলে সে লজ্জিত হয় এবং প্রতিবেশীর নিকট উপস্থিত হয়ে ক্ষমা চেয়ে নেয় (ইহয়া উলুমিদ দীন, হুকুকুল জাওয়ার অধ্যায়)।

৬.৮.২. কোন আলেম, মুফতী বা সাধকের নিকট কোন ব্যক্তির দোষক্রটি এই উদ্দেশে বর্ণনা করা যে, তিনি তাকে উপদেশ দান করবেন। ফলে সে সংশোধন হয়ে যাবে। গীবতের এই পন্থাও বৈধ। সাহাবায়ে কিরাম (রা) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে লোকদের দোষক্রটি বর্ণনা করতেন কিন্তু তার দ্বারা মুসলমানদের অপমান করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। বরং তাদের উদ্দেশ্য ছিল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নসীহত করবেন এবং ফলে সে সংশোধন হয়ে যাবে।

৬.৮.৩. এক ব্যক্তির দ্বারা অপর ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কিন্তু সে অবহিত নয় যে, তার দ্বারা কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই অবস্থায় তার গীবত করা বৈধ, যাতে সে অন্য লোকের ক্ষতির কারণ না হয়। ইহয়া উলূমিদ্দীন, নুযহাতুল মাজালিস, মাতালিবুল মুমিনীন, রদ্দুল মুহতার, শারহু সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে গীবতের এই শ্রেণীকে অনুমোদন করা হয়েছে।

যেনম কোন ব্যক্তি গোপনে পাপাচারে লিপ্ত আছে এবং কোন আলেম ব্যক্তি তার সাথে উঠাবসা করছে। এই অবস্থায় তার সাথে উঠাবসা করার কারণে হয়ত কখনও আলেম ব্যক্তি পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়তে পারে। সুতরাং লোকদের সতর্ক করার জন্য তার দোষক্রটি প্রকাশ করে দেওয়া বৈধ। অথবা কোন ব্যক্তি এর কথা ওর কানে এবং ওর কথা এর কানে দিয়ে মানুষের মধ্যে বিবাদ বাধায়। এই অবস্থায় তার গীবত করা বৈধ। অথবা বিচারকের আদালতে কেউ মোকদ্দমা দায়ের করলো। বিবাদী সাক্ষীগণের

মিথ্যাচার, দোষত্রুটি ও অযোগ্যতা সম্পর্কে অবহিত। এই অবস্থায় আদালতের সামনে তাদের স্বরূপ প্রকাশ করে দেওয়া বিবাদীর জন্য বৈধ।

তবে মনে রাখতে হবে, কোন ব্যক্তি গোপনে কোন খারাপ কাজে লিপ্ত থাকলে এবং তার দ্বারা অপরের কোন ক্ষতি না হলে তার গীবত করা বৈধ নয়। এ জাতীয় দোষ ত্রুটি প্রকাশ করে দিলে আল্লাহ তাআলাও মানুষের সামনে দোষ প্রকাশকারীকে অপমানি করবেন (ইহয়া উলূমিদ্দীন)। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:
مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ كَشَفَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْتَضِحَ بِهَا فِي بَيْتِهِ।

“যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের দোষত্রুটি গোপন রাখে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার দোষত্রুটি গোপন রাখবেন। যে ব্যক্তি তার মুমিন ভাইয়ের দোষত্রুটি প্রকাশ করে দেয় আল্লাহ তাআলা তার দোষত্রুটি প্রকাশ করে দিবেন, এমনকি তার ঘরেও তার দোষচর্চা হতে থাকবে" (নুযহাতুল মাজালিস, বাবুল ইহসান ইলাল ইয়াতীম)।

لا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ।

"কোন বান্দা পৃথিবীতে অপর বান্দার দোষত্রুটি আড়াল করে রাখলে আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন তার দোষত্রুটি আড়াল করে রাখবেন" (সহীহ মুসলিম)।

৬.৮.৪. যে ব্যক্তি নির্লজ্জভাবে প্রকাশ্যে পাপ কাজ করে বেড়ায় এবং কেউ সমালোচনা করলে বা সতর্ক করলে তার কোন প্রভাব তার উপর পতিত হয় না এই ধরনের লোকের গীবত করা বৈধ।

এ কারণে সাহাবায়ে কিরাম (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নয়নমণি হযরত হুসায়েন (রা)-এর হত্যাকারীদের গীবত করতেন এবং তাদের ভৎসনা করতেন। কারণ তারা ছিল নির্লজ্জ এবং তারা নিজেদের দোষকে পরিপক্ক বুদ্ধির কাজ মনে

করতো। গীবতের এই পন্থাকে ইহয়া উলুমিদ-দীন, আইনুল ইলম, দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার, মাতালিবুল মুমিনীন ও সীরাতে আহমাদিয়া গ্রন্থে অনুমোদন করা হয়েছে।

مَنْ الْقَى جِلْبَابَ الْحَيَاء فَلَا غَيْبَةَ لَه۔ ُ

"যে ব্যক্তি লজ্জার আবরণ ছিন্ন করলো তার দোষচর্চা গীবত নয়" (মোল্লা আলী আল-কারীর শারহু আইনুল ইলম)।

শেখ সাদী (র) বলেন, তিন ব্যক্তির গীবত করা বৈধ: বেহায়া, স্বৈরাচারী শাসক এবং যার গোপন পাপাচার অন্যদের ক্ষতির কারণ হয়।

ইমাম হুসায়েন (রা)-এর শাহাদাত লাভের পর ইরাকের এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র নিকট জিজ্ঞাসা করলো, পরিধেয় বস্ত্রে মশা-মাছির রক্ত লেগে গেলে সেই বস্ত্রে নামায হবে কি না। ইবনে উমার (রা) হুসায়েন (রা)-র হত্যাকারীদের অভিসম্পাৎ করে বলেন, আল্লাহু আকবার। এই ইরাকীরা এতটা খোদাভীরু হয়ে গেল যে, মশা-মাছির রক্ত সম্পর্কেও সতর্কতা অবলম্বন করছে। অথচ তারাই ইমামকে হত্যা করে তাঁর রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছিঃ "হাসান ও হুসায়েন এই পৃথিবীতে আমার দু'টি ফুল" (জামে আত-তিরমিযী, বাব মানাকিবিল হাসান ওয়াল হুসায়েন)।

৬.৮.৫. দুঃখ ও আক্ষেপের আকারে গীবত করা বৈধ। খিযানাতুর রিওয়ায়াত, তানবীরুল বাসাইর, রদ্দুল মুহতার ও সীরাতে আহমাদিয়া গ্রন্থে এই প্রকারের গীবত অনুমোদন করা হয়েছে। যেমন আফসোস! অমুক ব্যক্তি নামায পড়ে না, রোযা রাখে না, যাকাত দেয় না। কারো কোন খারাপ কাজে আক্ষেপ করা উত্তম। কোন মুসলমানকে শয়তানের নিকট পরাজিত হয়ে গুনাহের কাজে লিপ্ত দেখে তার অবস্থার প্রতি করুণা প্রকাশ করা উচিত। কোন কোন কালাম শাস্ত্রবিদ বলেন, কোন ব্যক্তির দোষত্রুটি চর্চা করে তাকে অপমানিত করার উদ্দেশে তা গীবত হিসাবে গণ্য হবে, তবে আফসোস প্রকাশ করা হলে তা গীবত হবে না (খিযানাতুর রিওয়ায়াত)।

৬.৮.৬. কোন ব্যক্তির নামোল্লেখ না করে তার গীবত করা বৈধ। বাযযাযিয়া, সীরাতে আহমাদিয়া, দুররুল মুখতার, খিযানাতুর রিওয়ায়াত ও তামবীহুল গাফিলীন গ্রন্থে এই পন্থা অনুমোদন করা হয়েছে।

৬.৮.৭. রদ্দুল মুহতার (শামী) গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, দীন ইসলামকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে গীবত করা বৈধ। যেমন মুহাদ্দিসগণ হাদীসের রাবীদের বিশ্বস্ততা ও সত্যবাদিতা সম্পর্কে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে কোন রাবী সম্পর্কে
বলেছেন, সে ডাহা মিথ্যাবাদী, তার স্মরণশক্তি দুর্বল, সে মনগড়া হাদীস বর্ণনা করে, সে প্রত্যাখ্যাত (মুনকার) রাবী। অতএব তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়।

অনুরূপভাবে ফকীহগণ কোন কোন গ্রন্থ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, তা নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ তার রচনাকারী ফকীহ নন অথবা অমুক গ্রন্থের রচয়িতা মুতাযিলা, তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয় অথবা অমুক ব্যক্তি তার গ্রন্থে দুর্বল মাসআলাও বর্ণনা করেছেন অথবা অমুক ব্যক্তি তার কিতাবে মাওদূ (মনগড়া) রিওয়ায়াত লিপিবদ্ধ করে নিজের গ্রন্থকে অনির্ভরযোগ্য করেছেন ইত্যাদি।

৬.৮.৮. মানুষকে পাপাচার বা তার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য কোন জীবিত ব্যক্তির বা মৃত ব্যক্তির গীবত করা এবং এর সাথে তার শাস্তির কথা উল্লেখ করা বৈধ। যেমন অমুক ব্যক্তি দোযখের উপযোগী, কারণ সে হাড়কিপ্টা কৃপণ। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে লোকদেরকে কৃপণতা পরিহারে উদ্বুদ্ধ করা। অথবা অমুক ব্যক্তি জীবদ্দশায় সর্বদা পাপাচারে লিপ্ত থাকতো, মরার পর সে কবরে শাস্তি ভোগ করছে অথবা অমুক ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছে, কারণ সে এই গুনাহ করেছিল। অথবা আমি স্বপ্নে অমুক ব্যক্তিকে এই শাস্তিতে নিমজ্জিত দেখেছি। এখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অপমান করা উদ্দেশ্য নয়, বরং মানুষকে পাপাচারের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করাই উদ্দেশ্য।'

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর সঙ্গীদের বলেন: কবরে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। একজন চোগলখোরি করার কারণে শাস্তি ভোগ করছে এবং অপরজন বেহায়ার মত জনসমক্ষে পেশাব করতো (তিরমিযী)।

অধ্যায় ৭: গীবত শোনা এবং শ্রোতার সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব

ইসলামের বিধান অনুযায়ী, যে ব্যক্তি গীবত শুনছে এবং মনে মনে তা উপভোগ করছে, সেও ওই গীবতকারীর সমান পাপের অংশীদার। ইমাম ইবনুল জাওযী বলেন, "শ্রোতা হলো গীবতকারীর সহযোগী।"

৭.১ অনুপস্থিত ভাইয়ের সম্মান রক্ষার ফজিলত

গীবতের মজলিসে চুপ না থেকে প্রতিবাদ করার ব্যাপারে কঠোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে। জামে আত-তিরমিযীতে (হাদিস নং: **১৯৩১**) বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার সম্মান রক্ষা করবে (অর্থাৎ কেউ তার গীবত করার সময় তার পক্ষ নিয়ে প্রতিবাদ করবে), কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার মুখমণ্ডলকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন।"

৭.২ শ্রোতার ৩টি করণীয় পদক্ষেপ

1. **প্রথম পদক্ষেপ (মুখ দিয়ে বাধা দেওয়া):** গীবতকারীকে নম্রভাবে বা দৃঢ়ভাবে বলা, "ভাই থামুন, আল্লাহকে ভয় করুন। অনুপস্থিত কোনো ভাইয়ের সমালোচনা আমরা না করি।"
2. **দ্বিতীয় পদক্ষেপ (বিষয় পরিবর্তন করা):** যদি সে না থামে, তবে আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে অন্য কোনো ভালো প্রসঙ্গে চলে যাওয়া।
3. **তৃতীয় পদক্ষেপ (মজলিস বর্জন):** যদি কোনোভাবেই গীবত বন্ধ করা না যায়, তবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সেই স্থান ত্যাগ করে উঠে চলে যাওয়া। আল্লাহর নির্দেশ: "যখন তোমরা দেখবে তারা আমার আয়াত বা বিধান নিয়ে উপহাস করছে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসো না—যে পর্যন্ত না তারা অন্য কথায় লিপ্ত হয়।" (সূরা আন-আনাম: ৬৮)

৭.১ গীবত শোনা এবং মনে মনে উপভোগ করার শরয়ি হুকুম (পাপের সমান অংশীদারিত্ব)

ইসলামি ফিকহের একটি অকাট্য লিগ্যাল ম্যাক্সিম বা আইনি মূলনীতি হলো—**"অপরাধে সন্তুষ্টি বা মৌনতা জ্ঞাপন করা, নিজে অপরাধ করার সমতুল্য।"** কোনো মজলিস বা আড্ডায় যখন গীবত চলতে থাকে, তখন একজন শ্রোতা যদি তা গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনে, মনে মনে রস আস্বাদন করে কিংবা তার মৌনতার মাধ্যমে গীবতকারীকে পরোক্ষ উৎসাহ দেয়, তবে সে শরিয়তের দৃষ্টিতে গীবতকারীর সমান পাপের অংশীদার হবে।

- **পবিত্র কুরআনের আইনি নিষেধাজ্ঞা:** আল্লাহ তাআলা সূরা আন-আমের ৬৮ নম্বর আয়াতে স্পষ্ট আইনি নির্দেশনা দিয়েছেন: "আর যখন তুমি তাদেরকে দেখ যারা আমার আয়াতসমূহ (বা দ্বীনি বিধান) নিয়ে উপহাস বা অন্যায় চর্চায় লিপ্ত হয়, তুমি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও—যতক্ষণ না তারা অন্য আলোচনায় মগ্ন হয়। আর শয়তান যদি তোমাকে এটি ভুলিয়ে দেয়, তবে স্মরণ হওয়ার পর **তুমি আর সেই জালেম সম্প্রদায়ের সাথে বসবে না**।"

- **ওলামায়ে কেরামের ফতোয়া:** ইমাম আন-নওয়াবী (রহ.) স্পষ্ট করে বলেছেন, "গীবত শোনা এবং তাতে নীরব সম্মতি দেওয়া সরাসরি গীবত করার মতোই হারাম।" আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন— *"যে ব্যক্তি গীবত শোনে, সে মূলত গীবতকারীর দুই জিহ্বার একটিতে পরিণত হয়।"*
- **মনস্তাত্ত্বিক মেকানিজম:** গীবতকারী তখনই কথা বলার উৎসাহ পায়, যখন সে দেখে তার সামনে একজন মনোযোগী শ্রোতা রয়েছে। শ্রোতা যদি তার কান এবং মনোযোগ দিয়ে গীবতকারীকে সাড়া (Positive Reinforcement) না দিত, তবে গীবতের বাজার সাথে সাথেই বন্ধ হয়ে যেত। তাই অপরাধের বাজার জমিয়ে রাখার মূল অপরাধী আসলে এই নীরব শ্রোতারাই।

৭.২ অনুপস্থিত মুসলিম ভাইয়ের সম্মান রক্ষা করার অসামান্য ফজিলত ও হাদিসের দলিল

ইসলাম কেবল গীবত শুনতেই নিষেধ করেনি, বরং কেউ যখন কোনো মজলিসে অনুপস্থিত কোনো মুসলমানের চরিত্র হনন করতে যায়, তখন সেখানে দাঁড়িয়ে বীরত্বের সাথে তার পক্ষে ঢাল হয়ে দাঁড়ানোর জন্য শ্রোতাকে উৎসাহিত করেছে। এর সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ফজিলত অত্যন্ত অসামান্য।

- **জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির গ্যারান্টি:** রাসুলুল্লাহ (সা.) এই ঈমানী দৃঢ়তার পুরস্কার ঘোষণা করে বলেছেন:
  "যে ব্যক্তি তার (অনুপস্থিত) ভাইয়ের ইজ্জত-সম্মানহানির মুখে তার পক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে (তার সম্মান রক্ষা করবে), কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তার মুখমণ্ডল থেকে জাহান্নামের আগুন দূরে সরিয়ে দেবেন।" *(জামে আত-তিরমিযী: ১৯৩১)*
- **দুনিয়া ও পরকালে আল্লাহর সাহায্য:** অন্য একটি হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন— *"কোনো মুসলমান যদি এমন কোনো স্থানে অন্য মুসলমানের সম্মান রক্ষা করে যেখানে তার ইজ্জতহানি করা হচ্ছিল, তবে আল্লাহ তাআলা তাকে এমন সংকটের মুহূর্তে সাহায্য করবেন যেখানে সে আল্লাহর সাহায্য কামনা করবে।" (সুনানে আবু দাউদ)*।

৭.৩ গীবতের মজলিসে শ্রোতার ৩টি করণীয় পদক্ষেপ (বাধা দেওয়া, বিষয় পরিবর্তন করা, মজলিস বর্জন)

গীবতের মজলিসে উপস্থিত হলে একজন মুমিনের দায়িত্ব কী হবে, তার জন্য ইসলামি শরিয়ত একটি সুনির্দিষ্ট **অ্যাকশন প্ল্যান (Action Plan)** বা ক্রমানুসারী ধাপ নির্ধারণ করে দিয়েছে। এটি মূলত সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ (আমল বিল মা'রুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার)-এরই একটি অংশ।

[গীবতের মুখোমুখি শ্রোতা]
|
▼
【১ম পদক্ষেপ】 জবান দিয়ে সরাসরি বাধা দেওয়া ও প্রতিবাদ করা
|
(ব্যর্থ হলে)
▼
【২য় পদক্ষেপ】 চতুরতার সাথে আড্ডার বিষয়বস্তু পরিবর্তন করা
|
(ব্যর্থ হলে)
▼
【৩য় পদক্ষেপ】 আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচতে মজলিস বর্জন বা স্থান ত্যাগ

৭.৩.১. ১ম পদক্ষেপ: সরাসরি বাধা দেওয়া ও প্রতিবাদ করা

যখনই আড্ডায় কারো নামে গীবত শুরু হবে, শ্রোতার প্রথম ঈমানী দায়িত্ব হলো অত্যন্ত নম্র অথচ দৃঢ় ভাষায় গীবতকারীকে থামিয়ে দেওয়া। তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে, অনুপস্থিত ভাইয়ের বিষয়ে এভাবে কথা বলা হারাম।

৭.৩.২. ২য় পদক্ষেপ: বিষয় পরিবর্তন করা

যদি শ্রোতা এমন কোনো পরিস্থিতিতে থাকে যেখানে সরাসরি বাধা দিলে সামাজিক বড় কোনো ফিতনা বা ঝগড়ার আশঙ্কা থাকে, তবে তাকে বুদ্ধি খাটানো বা **'ট্যাক্টিক্যাল ডাইভারশন'**-এর আশ্রয় নিতে হবে। সে চতুরতার সাথে বলবে, "আচ্ছা ভাই ওই কথা বাদ দিন, চলুন আমরা এই প্রজেক্ট বা অন্য একটা ভালো বিষয় নিয়ে কথা বলি।" এভাবে আড্ডার মোড় ঘুরিয়ে দিতে হবে।

৭.৩.৩. ৩য় পদক্ষেপ: মজলিস বর্জন বা স্থান ত্যাগ

যদি বাধা দেওয়া এবং বিষয় পরিবর্তনের পরও গীবতকারী ব্যক্তিরা পরনিন্দা চালিয়েই যায়, তবে শ্রোতার জন্য সেখানে বসে থাকা **শতভাগ হারাম**। সামাজিক চক্ষুলজ্জা বা বন্ধুদের মন রক্ষার চেয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি বড়—এই মানসিকতা নিয়ে তাকে তৎক্ষণাৎ ওই মজলিস বর্জন করে উঠে চলে যেতে হবে। যদি কোনো কারণে শরীর বা পদের বাধ্যবাধকতায় (যেমন কোনো অফিশিয়াল মিটিং) স্থান ত্যাগ করা অসম্ভব হয়, তবে তাকে মনে মনে তীব্র ঘৃণা পোষণ করতে হবে এবং নিজের কানকে অন্য ভাবনায় ব্যস্ত রাখতে হবে।

৭.৪ মুনাফিকদের মনস্তত্ত্ব বনাম মুমিনদের চারিত্রিক দৃঢ়তা

সমাজবিজ্ঞান ও কুরআন নির্দেশিত মনস্তত্ত্বের আলোকে, গীবতের মজলিসে একজন মানুষের আচরণ দেখে তার অন্তরের ঈমানী স্তরের গভীরতা পরিমাপ করা যায়। এখানে মুনাফিক এবং মুমিনের মানসিকতার এক স্পষ্ট বৈপরীত্য দৃশ্যমান হয়।

ক. মুনাফিকদের মনস্তত্ত্ব

মুনাফিক বা দুর্বল ঈমানের মানুষেরা ভেতরে ভেতরে চরম কাপুরুষ হয়। তাদের প্রধান মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য হলো—**সামাজিক খোশামোদ (Social Pleasing)**। তারা বন্ধুদের আড্ডায় 'স্মার্ট' ও 'সবার প্রিয়' হয়ে থাকতে চায়। যখন কেউ গীবত করে, তখন মুনাফিক চরিত্রের মানুষটি মনে মনে আনন্দ পায়, মুখে কপট হাসি হাসে এবং গীবতকারীকে আরও রসদ জোগাতে প্রশ্ন করে, *"তাই নাকি? তারপর কী হলো একটু বলো তো!"* তারা সামনাসামনি ভালো সাজে, কিন্তু আড়ালে গিয়ে সেই বিষাক্ত কথা অন্য জায়গায় চোগলখুরি করে ছড়িয়ে দেয়।

খ. মুমিনদের চারিত্রিক দৃঢ়তা (The Fortitude of the Believer)

বিপরীতপক্ষে, একজন প্রকৃত মুমিনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তার **'বাচনিক ও নৈতিক দৃঢ়তা' (Moral Assertiveness)**। সে কেবল নিজের জিহ্বাকেই পবিত্র রাখে না, বরং তার উপস্থিতিতে অন্য কেউ সমাজকে বিষাক্ত করবে—তা সে বীরত্বের সাথে প্রতিহত করে। মুমিন ব্যক্তি জানেন যে, আজ যে তার সামনে অন্য ভাইয়ের গীবত করছে, কাল সে অন্যের সামনে তার নিজেরও গীবত করবে। তাই সে কোনো সস্তা সামাজিক জনপ্রিয়তার তোয়াক্কা না করে আল্লাহর বিধানকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে।

অধ্যায় ৭-এর মূল নির্যাস (Summary Matrix):

শ্রোতার আচরণ	**মনস্তাত্ত্বিক রূপ (Motive)**	**শরয়ি হুকুম ও পরিণতি**
রস নিয়ে গীবত শোনা	কাপুরুষতা, সস্তা বিনোদন ও আত্মতৃপ্তি।	গীবতকারীর সমান পাপ এবং পরকালীন দেউলিয়াত্ব।
ভয়ে বা চক্ষুলজ্জায় চুপ থাকা	সামাজিক একাকীত্বের ভয় (Conformity)।	গুনাহে অংশীদারিত্ব (তীব্র গুনাহগার)।
প্রতিবাদ করা ও মজলিস ছাড়া	আল্লাহর ভয় ও চারিত্রিক দৃঢ়তা (Taqwa)।	জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি ও আল্লাহর অফুরন্ত রহমত।

অধ্যায় ৮: গীবতের কাফফারা, তওবার পদ্ধতি ও বান্দার হক

ইসলামি নীতিশাস্ত্রে গীবত কেবল একটি আধ্যাত্মিক স্খলন নয়, এটি মূলত একটি জটিল আইনি অপরাধ।

৮.১ আল্লাহর হক ও বান্দার হকের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

ইসলামি বিচারব্যবস্থায় অপরাধকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে: **আল্লাহর অধিকার (হুকুকুল্লাহ)** এবং **বান্দার অধিকার (হুকুকুল ইবাদ)**। গীবত হলো এমন এক জঘন্য দ্বিমুখী অপরাধ, যা একই সাথে এই দুটি অধিকারকে চরমভাবে লঙ্ঘন করে।

- **আল্লাহর হক লঙ্ঘন:** আল্লাহ তাআলা যেখানে স্পষ্টভাবে গীবত করা হারাম করেছেন, গীবতকারী সেই ঐশ্বরিক নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে আল্লাহর অবাধ্য হয়েছে।
- **বান্দার হক লঙ্ঘন:** গীবতের মাধ্যমে অনুপস্থিত একজন মুসলিম ভাইয়ের ইজ্জত, সম্মান ও সামাজিক অবস্থানকে ধূলিসাৎ করা হয়েছে।
- **আইনি তীব্রতার তারতম্য:** ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, আল্লাহর হক নষ্ট করলে স্রেফ আল্লাহর কাছে কাঁদলে এবং খাঁটি তওবা করলে আল্লাহ তা মাফ করে দেন, কারণ তিনি পরম দয়ালু। কিন্তু বান্দার হক এতটাই সংবেদনশীল যে, **যতক্ষণ না ক্ষতিগ্রস্ত বান্দা নিজে তার অধিকার বা পাওনা মাফ করছে, ততক্ষণ আল্লাহ তাআলাও সেই পাপ মাফ করেন না**। ইমাম সুফিয়ান ছাওরী (রহ.) বলেন, *"আল্লাহর দরবারে নিজের করা ৭০টি ব্যক্তিগত গুনাহ নিয়ে হাজির হওয়া যত সহজ, মানুষের একটিমাত্র গীবতের গুনাহ নিয়ে হাজির হওয়া তার চেয়ে কোটি গুণ কঠিন।"*

৮.২ তওবার পদ্ধতি:

যেহেতু গীবত একই সাথে ‘হকুল্লাহ’ (আল্লাহর হক) এবং ‘হকুল ইবাদ’ (বান্দার হক)-এর সাথে যুক্ত, তাই এর তওবার প্রক্রিয়া সাধারণ পাপের চেয়ে একটু জটিল ও ভিন্ন।

গীবতের পূর্ণাঙ্গ তওবা

[আল্লাহর হক আদায়]

১. পাপ স্বীকার ও অনুশোচনা।

২. তাৎক্ষণিক পাপ বর্জন।

৩. পুনরায় না করার দৃঢ় সংকল্প।

[বান্দার হক আদায়]

১. জীবিত ও ক্ষতি না হলে: ক্ষমা চাওয়া।

২. মৃত বা দূরে থাকলে: মাগফিরাতের দোআ, প্রশংসা ও সদকাহ করা।

৮. ৩ আল্লাহর হকের অংশ

১. নিজের ভুলের জন্য আল্লাহর কাছে একান্তে অনুতপ্ত হয়ে অশ্রু বিসর্জন দেওয়া।

২. তাৎক্ষণিকভাবে গীবত করার এই কুঅভ্যাস বন্ধ করা।

৩. ভবিষ্যতে আর কখনো কোনো মানুষের গীবত করব না বলে মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা।

৮.৪. বান্দার হকের অংশ (ফিকহি মাসআলা)

ফুকাহায়ে কেরাম ও সালাফদের মধ্যে গীবতের কাফফারা নিয়ে দুটি প্রধান মত রয়েছে:

- **প্রথম মত (ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ):** যার গীবত করা হয়েছে, তার কাছে গিয়ে সরাসরি বলতে হবে, "ভাই, আমি অমুক মজলিসে আপনার এই গীবত করেছিলাম, আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে ক্ষমা করে দিন।" কারণ বান্দা ক্ষমা না করলে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না।
- **দ্বিতীয় মত (ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ ও ইবনুল কাইয়্যেম):** যদি ওই ব্যক্তির কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইলে উল্টো নতুন ফিতনা, শত্রুতা, মারামারি বা পারিবারিক অশান্তি তৈরি হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে, তবে তাকে সরাসরি জানানোর প্রয়োজন নেই। সেক্ষেত্রে কাফফারা হলো ৩টি কাজ করা:
    1. ওই ব্যক্তির জন্য আল্লাহর কাছে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে ক্ষমা ও মাগফিরাতের দোয়া করা (যেমন: *হে আল্লাহ! আপনি আমার এবং যার গীবত করেছি তার গুনাহ মাফ করুন*)।
    2. অতীতের যেসব মজলিসে বা মানুষের সামনে আপনি তার নিন্দা করেছিলেন, ঠিক সেসব মানুষের সামনেই তার ভালো গুণগুলোর কথা আলোচনা করা এবং তার প্রশংসা করা।
    3. তার নামে কিছু অর্থ বা সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় সদকাহ বা দান করে দেওয়া।

৮.৫ গীবতের তওবার ৩টি মৌলিক শর্ত

গীবতের কারণে আল্লাহর হক লঙ্ঘনের যে অংশটি রয়েছে, তা থেকে পবিত্র হতে হলে প্রতিটি মুমিনকে তওবার ৩টি মৌলিক শর্ত পূরণ করতে হবে। এই শর্তগুলোর একটিও বাদ পড়লে তওবা অপূর্ণাঙ্গ থেকে যাবে:

1. **অতীতের কাজের জন্য চরম অনুতপ্ত হওয়া:** গীবতকারীকে অন্তরের গভীর থেকে অনুভব করতে হবে যে সে একটি জঘন্য কাজ করেছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, *"অনুতাপই হলো তওবা।"*

2. **তৎক্ষণাৎ সেই পাপ বর্জন করা:** তওবা করার সাথে সাথে পরনিন্দার আড্ডা, কুৎসা রটানো বা কীবোর্ডে টাইপ করে ট্রল করা সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে।
3. **ভবিষ্যতে এই পাপ আর কখনো না করার দৃঢ় সংকল্প:** অবচেতন বা সচেতনভাবে জীবনের বাকি সময়ে আর কখনো কারো গীবত করব না—মনে এই ইস্পাতকঠিন প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা।

৮.৩ মজলুমের কাছে ক্ষমা চাওয়ার ফিকহি মাসআলা (ইমাম শাফেয়ী বনাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহর মতবাদ)

গীবতের মাধ্যমে বান্দার যে হক নষ্ট হয়েছে, তা থেকে মুক্তি পেতে মজলুমের (যার গীবত করা হয়েছে) কাছে ক্ষমা চাওয়া জরুরি কিনা—এই বিষয়ে ইসলামি ফিকহশাস্ত্রে দুটি প্রধান ও ক্লাসিক্যাল মতবাদ (Schools of Thought) রয়েছে:

মতবাদ ১: ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক ও জমহুর ফুকাহাগণের মত

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে, গীবতের তওবা কবুল হওয়ার জন্য **মজলুমের কাছে সরাসরি গিয়ে ক্ষমা চাওয়া এবং তার থেকে মাফ করিয়ে নেওয়া বাধ্যতামূলক বা শর্ত (Condition Precedent)**।

- **যুক্তি:** যেহেতু এটি বান্দার হক, তাই যার আর্থিক ক্ষতি করলে টাকা ফেরত দিতে হয়, তেমনি যার সম্মানহানি করা হয়েছে তার কাছে গিয়ে বলতে হবে, *"ভাই, আমি আড্ডায় আপনার এই গীবত করেছিলাম, আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে মাফ করে দিন।"* সে মাফ না করলে তওবা পূর্ণ হবে না।

মতবাদ ২: ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ ও ইমাম ইবনুল কাইয়্যেমের মত

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) এই মাসআলায় একটি অত্যন্ত বাস্তবমুখী ও সূক্ষ্ম ফিকহি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, **যদি যার গীবত করা হয়েছে সে বিষয়টি একেবারেই না জেনে থাকে, তবে তার কাছে সরাসরি গিয়ে ক্ষমা চাওয়া আবশ্যক নয়; বরং তা নিষিদ্ধ।**

- **যুক্তি:** কোনো মানুষ যদি জানতেই না পারে যে আড়ালে তার গীবত হয়েছে, তবে হঠাৎ তার সামনে গিয়ে যদি বলা হয়, *"আমি আপনার নামে এই জঘন্য কুৎসা রটিয়েছিলাম"*, তবে ওই মানুষটি ক্ষুব্ধ হবে এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক আরও বিষাক্ত হবে। ইসলাম যেখানে ফিতনা ও শত্রুতা দূর করতে চায়, সরাসরি ক্ষমা চাওয়া সেখানে উল্টো ফিতনা তৈরি করবে।

৮.৪ ক্ষমা চাইলে ফিতনা বা মারামারি সৃষ্টির আশঙ্কা থাকলে বিকল্প কাফফারা ও দোআ করার পদ্ধতি

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহর মতবাদের ওপর ভিত্তি করে বর্তমান যুগের ফুকাহাগণ একটি চমৎকার সমাধান দিয়েছেন। যদি সরাসরি ক্ষমা চাইলে পরিবারে ভাঙন, বন্ধুদের মাঝে মারামারি বা সামাজিক বড় কোনো ফিতনা সৃষ্টির নিশ্চিত আশঙ্কা থাকে, তবে গীবতকারীকে সরাসরি ক্ষমা না চেয়ে নিচের **৪টি ধাপের বিকল্প কাফফারা** আদায় করতে হবে:

[সরাসরি ক্ষমা চাইলে ফিতনার ভয়]

——► [১. আল্লাহর কাছে মজলুমের জন্য মাগফিরাতের দোয়া]

——► [২. যে আড্ডায় গীবত হয়েছে, সেখানে তার গুণগান করা]

——► [৩. মজলুমের পক্ষ হয়ে উকালতি/সম্মান রক্ষা করা]

——► [৪. তার নামে গোপনে কিছু দান-সদকাহ করা]

1. **মজলুমের জন্য ইস্তিগফার ও দোয়া করা:** আল্লাহর কাছে হাত তুলে কেঁদে কেঁদে বলতে হবে, "হে আল্লাহ! আমি অমুক ভাইয়ের গীবত করেছি। আপনি আমার সেই ভাইকে দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষমা করুন এবং তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিন।"
2. **প্রশংসার মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ:** যে আড্ডায় বা মজলিসে বসে ওই ব্যক্তির নিন্দা করা হয়েছিল, ঠিক একই আড্ডায় বা মানুষের সামনে ওই ব্যক্তির বাস্তব গুণাবলী, ভালো স্বভাব এবং সততার কথা জোরেশোরে আলোচনা করতে হবে, যাতে তার হৃত সম্মান পুনরুদ্ধার হয়।
3. **সম্মান রক্ষা (Defense):** ভবিষ্যতে কেউ যদি ওই ব্যক্তির নামে কোনো কুৎসা রটায়, তবে নিজের জান দিয়ে তার পক্ষে উকালতি করতে হবে এবং তাকে রক্ষা করতে হবে।
4. **গোপনে সদকাহ করা:** মজলুমের পক্ষ থেকে বা তার সওয়াবের নিয়তে কিছু অর্থ গরিব-দুঃখীকে দান করে দেওয়া যেতে পারে।

অধ্যায় ৮-এর মূল নির্যাস ও চেকলিস্ট (Tawbah Checklist):

পরিস্থিতি (Scenario)	**করণীয় অ্যাকশন প্ল্যান** (Action Plan)	**ফিকহি রেফারেন্স** (Jurisprudence)
মজলুম গীবতের কথা জেনে গেছে	সরাসরি তার কাছে গিয়ে বিনীতভাবে ক্ষমা চাওয়া।	ইমাম শাফেয়ী ও জমহুর ফুকাহা।
মজলুম গীবতের কথা জানে না	সরাসরি না বলে, গোপনে তার জন্য অবিরত দোয়া করা।	ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ ও ইবনুল কাইয়্যেম।
ক্ষমা চাইলে মারামারির ভয় আছে	সরাসরি ক্ষমা চাওয়া হারাম; বিকল্প কাফফারা ও প্রশংসা করা।	আধুনিক ফতোয়া বোর্ডসমূহ।
যার গীবত করা হয়েছে তিনি মৃত	আমৃত্যু তার জন্য ইস্তিগফার ও তার সন্তানদের সাহায্য করা।	ইমাম হাসান বসরী (রহ.)।

গীবত একটি জঘন্য পাপ যা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে বিধ্বস্ত করে। কুরআন ও হাদিসে একে মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। বর্তমান সময়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কল্যাণে গীবত ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। এটি থেকে বাঁচতে ইসলামী শিক্ষা অর্জন, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা জরুরি।

গীবতের পরিণতি সম্পর্কে সচেতন হলে, মানুষ সহজেই এই পাপ এড়িয়ে চলতে পারে। গীবতকারী ব্যক্তি ইহকাল ও পরকালে মারাত্মক শাস্তির সম্মুখীন হবে। অন্যদিকে, গীবত থেকে বিরত থাকা ব্যক্তির জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

আমাদের সকলের উচিত গীবতকে ঘৃণা করা, এর জঘন্যতা অনুধাবন করা এবং সমাজ থেকে গীবত দূরীকরণে সক্রিয় ভূমিকা রাখা। আল্লাহ তাআলা আমাদের গীবত নামক মহামারি থেকে হেফাজত করুন এবং আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

অধ্যায় ৯: ডিজিটাল যুগে গীবতের রূপান্তর

তথ্যপ্রযুক্তির অভূতপূর্ব উৎকর্ষতা এবং সোশ্যাল মিডিয়ার বিশ্বব্যাপী বিস্তার মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে যেমন সহজ করেছে, তেমনি মানুষের অপরাধের ধরণকেও জ্যামিতিক হারে বদলে দিয়েছে। একবিংশ শতাব্দীতে এসে ইসলামি নীতিশাস্ত্রের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে—গীবতের ডিজিটাল রূপান্তর (Digital Metamorphosis of Ghibah)। অতীত যুগে যে গীবত কেবল ড্রয়িংরুম, চায়ের দোকান কিংবা পারিবারিক আড্ডার চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, বর্তমান যুগে তা স্মার্টফোনের স্ক্রিন পার হয়ে বৈশ্বিক রূপ ধারণ করেছে।

আজকের গীবত কেবল মুখের শব্দে সীমাবদ্ধ নয়; এটি এখন লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, মিমস এবং ভিডিওর মতো মারাত্মক ডিজিটাল ভাইরাসে রূপান্তরিত হয়েছে। নিচে আধুনিক সমাজবিজ্ঞান ও আধুনিক ফতোয়া বোর্ডের আলোকে ডিজিটাল গীবতের বিভিন্ন স্তর বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হলো:

৯.১ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (Facebook, YouTube, WhatsApp)-এ গীবতের আধুনিক রূপ

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর অ্যালগরিদম (Algorithm) মূলত মানুষের মনস্তাত্ত্বিক কৌতূহল এবং নেতিবাচক প্রবৃত্তিকে পুঁজি করে তৈরি। ফলে যেকোনো নেতিবাচক খবর বা স্ক্যান্ডাল খুব দ্রুত মানুষের টাইমলাইনে চলে আসে। বিভিন্ন মাধ্যমে এর রূপগুলো নিম্নরূপ:

- **ফেসবুক (Facebook):** ফেসবুকে কারো অনুমতি ছাড়া বা সত্যতা যাচাই না করে তার ব্যক্তিগত জীবনের কোনো ব্যর্থতা, পারিবারিক কলহ বা গোপন ত্রুটি নিয়ে স্ট্যাটাস দেওয়া বা ইনবক্সে গ্রুপ চ্যাট (Group Chat)-এ পরনিন্দা করা ডিজিটাল গীবতের সবচেয়ে বড় মাধ্যম।
- **ইউটিউব (YouTube):** কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি, সেলিব্রিটি বা আলেমদের কোনো মানবিক ভুলত্রুটিকে বড় করে থাম্বনেইল (Thumbnail) এবং ক্লিকবেইট শিরোনাম দিয়ে ভিডিও আকারে প্রকাশ করা।

- **হোয়াটসঅ্যাপ ও মেসেঞ্জার (WhatsApp & Messenger):** "স্ক্রিনশট কালচার" (Screenshot Culture)-এর মাধ্যমে কারো ব্যক্তিগত চ্যাটের তথ্য তার অনুপস্থিতিতে অন্য গ্রুপে লিক (Leak) করে দিয়ে হাসাহাসি করা এই যুগের এক জঘন্য বাচনিক ও মানসিক বিকৃতি।

৯.২ ট্রল পেজ, রোস্টিং ভিডিও এবং কমেন্ট সেকশনে পরনিন্দার ছড়াছড়ি ও আইনি হুকুম

আধুনিক ডিজিটাল সংস্কৃতির দুটি অত্যন্ত জনপ্রিয় কিন্তু কদর্য উপাদান হলো 'ট্রল পেজ' এবং 'রোস্টিং কালচার'।

- **ট্রল পেজ ও মিমস (Memes):** কোনো ব্যক্তি সামাজিক বা ব্যক্তিগত কোনো ভুল করলে, তার সেই ভুলকে উপহাস করার জন্য ব্যাঙ্গাত্মক ছবি বা 'মিমস' তৈরি করা হয়। সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় 'ডিজিটাল মব লিঞ্চিং' (Digital Mob Lynching), যেখানে লাখ লাখ মানুষ মিলে একজনের চরিত্র হনন করে।
- **রোস্টিং ভিডিও (Roasting Videos)**: ইউটিউব বা টিকটকে রোস্টিং-এর নামে অন্য কোনো কনটেন্ট ক্রিয়েটর বা সাধারণ মানুষের শারীরিক গঠন, বাচনভঙ্গি বা ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অশ্লীল ভাষায় আক্রমণ করা হয়। এর মূল লক্ষ্য থাকে 'ভিউ' কামানো এবং সস্তা জনপ্রিয়তা পাওয়া।
- **কমেন্ট সেকশন (Comment Section):** যেকোনো ভাইরাল নিউজের নিচে কমেন্ট সেকশনগুলো বর্তমানে মানুষের অবদমিত হিংসা, ক্ষোভ ও পরনিন্দার উন্মুক্ত নর্দমায় পরিণত হয়েছে।

আধুনিক ফিকহের আইনি হুকুম:

সমসাময়িক যুগের আন্তর্জাতিক ফতোয়া বোর্ডসমূহ (যেমন: *আল-আজহার ফতোয়া কমিটি* এবং *মাজমাউল ফিকহিল ইসলামি*) সর্বসম্মত ফতোয়া দিয়েছে যে—ডিজিটাল মাধ্যমে ট্রল করা, রোস্টিং ভিডিও বানানো কিংবা কমেন্ট বক্সে কারো সত্য দোষ নিয়ে উপহাস করা সরাসরি 'হারাম গীবত', 'বুহতান' (অপবাদ) এবং 'সাখরিয়াহ' (উপহাস)-

এর অন্তর্ভুক্ত। প্রযুক্তি পরিবর্তনের কারণে গুনাহের হুকুম পরিবর্তন হয় না; বরং অপরাধের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়।

৯.৩ মুখের গীবত বনাম কীবোর্ড বা ডিজিটাল গীবতের ভয়াবহতা (কোটি কোটি শ্রোতার আমলনামা)

প্রথাগত মুখের গীবতের চেয়ে কীবোর্ড বা ডিজিটাল গীবতের ভয়াবহতা জ্যামিতিক হারে (Exponentially) বেশি। এর ৩টি প্রধান কারণ নিচে দেওয়া হলো:

১. শ্রোতা ও সাক্ষীর সংখ্যার গাণিতিক বিস্ফোরণ

চায়ের আড্ডায় মুখে গীবত করলে তার শ্রোতা বা ভিকটিম থাকে সর্বোচ্চ ৪ থেকে ৫ জন। কিন্তু ফেসবুকে একটি ট্রল পোস্ট বা ইউটিউবে একটি রোস্টিং ভিডিও আপলোড করলে মুহূর্তের মধ্যে তার পাঠক বা দর্শক হয়ে যায় লক্ষ লক্ষ মানুষ।

ডিজিটাল গীবতের গুনাহের তীব্রতা X (ভিউ + শেয়ার +কমেন্টের সংখ্যা)

কিয়ামতের দিন ওই লাখ লাখ মানুষের পাওনা মেটাতে গীবতকারীর কোটি কোটি বছরের নামাজ-রোজার সওয়াব এক নিমেষেই শূন্য হয়ে যাবে।

২. চিরস্থায়ী ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট

মুখের কথা বাতাসে মিলিয়ে যায়, মানুষ একসময় তা ভুলেও যায়। কিন্তু ইন্টারনেটে কোনো লেখা, ছবি বা ভিডিও একবার আপলোড হলে তা 'ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট' হিসেবে স্থায়ী রূপ নেয়। গীবতকারী ঘুমালেও বা মারা গেলেও ইন্টারনেটে থাকা সেই কদর্য পোস্ট মানুষ দেখতে থাকে এবং গীবতকারীর আমলনামায় অবিরত গুনাহ বা 'গুনাহে জারিয়া' (প্রবাহমান পাপ) যোগ হতে থাকে।

৩. খিয়ানতের পরিধি

ইসলামি ফিকহের নিয়ম অনুযায়ী— "আল-কালামু কাল লিসান" (কলমের লেখা বা টাইপিং জিহ্বার মতোই দায়ী)। কীবোর্ডে টাইপ করে কারো চরিত্র হনন করা জিহ্বা দিয়ে বলার চেয়েও মারাত্মক, কারণ এখানে অপরাধটি সুপরিকল্পিত এবং ঠাণ্ডা মাথায় করা হয়।

৯.৪ সাইবার বুলিং ও ইসলামে মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা

ডিজিটাল গীবতের চূড়ান্ত ও হিংস্র রূপ হলো সাইবার বুলিং (Cyberbullying), যা অনেক সময় ভিকটিমকে মানসিক অবসাদ, সামাজিক একাকীত্ব এবং ক্ষেত্রবিশেষে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দেয়। ইসলাম ১৪০০ বছর আগেই মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বা 'প্রাইভেসি রাইটস' (Privacy Rights)-এর সুরক্ষায় সবচেয়ে কঠোর আইন প্রণয়ন করেছে।

- **তাজাসসুস বা গোয়েন্দাগিরি নিষিদ্ধ:** আল্লাহ তাআলা সূরা আল-হুজুরাতের **১২** নম্বর আয়াতে স্পষ্ট আদেশ দিয়েছেন: وَلَا تَجَسَّسُوا *(আর তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করো না।)* কারো ইনবক্স চেক করা, অনুমতি ছাড়া ছবি বা চ্যাট হিস্ট্রি লিক করা এই আয়াতের সরাসরি লঙ্ঘন।
- **ব্যক্তিগত জীবনের সুরক্ষা:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, *"যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোনো মুসলমানের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন।"* (সহিহ মুসলিম)। সাইবার বুলিং-এর মাধ্যমে মানুষের দোষ ঢোল পিটিয়ে প্রচার করা ইসলামি সমাজ দর্শনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

মুখের গীবত বনাম ডিজিটাল গীবতের তুলনামূলক অ্যাকাডেমিক ছক:

বিচার্য বিষয়	সনাতন/মুখের গীবত	আধুনিক/ডিজিটাল গীবত
১. অপরাধের মাধ্যম	জিহ্বা ও বাচনিক শব্দ।	কীবোর্ড, স্মার্টফোন, ভিডিও, মিমস।
২. শ্রোতার পরিধি	সীমিত (৪-৫ জন)।	অসীম ও বৈশ্বিক (লাখ থেকে কোটি ভিউ)।
৩. স্থায়িত্বকাল	সাময়িক (স্মৃতি থেকে মুছে যায়)।	চিরস্থায়ী (ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট ও ক্লাউড স্টোরেজ)।
৪. তাওবা ও কাফফারা	তুলনামূলক সহজ (ব্যক্তিসঙ্গত)।	চরম জটিল (লাখ লাখ দর্শকের কাছে ক্ষমা চাওয়া অসম্ভব)।

৯.৫ রিপোর্টের জন্য সমাজবৈজ্ঞানিক ও সাইবার-ফিকহি সমাধান (Conclusion)

ডিজিটাল গীবতের এই মহামারি থেকে বাঁচতে শরিয়ত ও সাইবার সাইকোলজি যৌথভাবে নিচের সমাধানগুলো দেয়:

1. **ডিজিটাল ডিটক্স ও সচেতনতা:** কোনো ভাইরাল পোস্ট বা স্ক্যান্ডাল দেখলেই শেয়ার বা কমেন্ট করার আদিম প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করা। সূরা আল-হুজুরাতের ৬ নম্বর আয়াতের নীতি অনুযায়ী যেকোনো সংবাদের সত্যতা শতভাগ যাচাই করা।
2. **লাইক ও কমেন্টের ফিল্টার:** কোনো ট্রল পোস্ট বা রোস্টিং ভিডিওতে লাইক বা কমেন্ট করা মানেই হলো সেই গীবতের নীরব শ্রোতা ও পারোক্ষ অর্থদাতা হওয়া। সুতরাং, এগুলো দেখা মাত্রই 'রিপোর্ট' (Report) বা 'ব্লক' (Block) করা মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব।

3. **কীবোর্ডের তাকওয়া:** মনে রাখা—জিহ্বা যেমন আল্লাহর আমানত, হাতের **১০**টি আঙুল এবং স্মার্টফোনও আল্লাহর দেওয়া আমানত। এর প্রতিটি ক্লিকের হিসাব কিয়ামতের দিন দিতে হবে।

অধ্যায় ১০: গীবত থেকে বাঁচার ব্যবহারিক ও আত্মশুদ্ধিমূলক চিকিৎসাপত্র

ইসলামি সমাজ সংস্কার ও আত্মশুদ্ধি বিজ্ঞানের (علم تزكية النفس) মূল সৌন্দর্য হলো, এটি কেবল অপরাধের ভয়াবহতা বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হয় না; বরং অপরাধের মূল উৎপাটন করার জন্য সুনির্দিষ্ট 'চিকিৎসাপত্র' বা প্রেসক্রিপশন প্রদান করে। ইমাম গাজ্জালী (রহ.) তাঁর *'এহয়াউ উলুমিদ্দীন'* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, গীবত হলো জিহ্বার এমন এক ক্যানসার, যার চিকিৎসা কেবল বাহ্যিক উপদেশে সম্ভব নয়; এর জন্য প্রয়োজন গভীর মনস্তাত্ত্বিক রূপান্তর এবং দৈনন্দিন অভ্যাসের কঠোর পরিবর্তন।
এই অধ্যায়ে গীবত নামক এই সামাজিক ও আধ্যাত্মিক মহামারি থেকে চিরতরে বেঁচে থাকার ৪টি ব্যবহারিক ও ফলপ্রসূ চিকিৎসাপত্র বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১০.১ মৌনতার ক্ষমতা ও জিহ্বার সংযম সাধনা

জিহ্বা মানুষের শরীরের এমন একটি ক্ষুদ্র অঙ্গ, যা নিয়ন্ত্রণ হারালে পুরো আমলনামাকে ছাই করে দিতে পারে। গীবত থেকে বাঁচার প্রথম এবং প্রধান চিকিৎসাপত্র হলো— **মৌনতা অবলম্বন বা কম কথা বলার অভ্যাস গড়ে তোলা**। আধুনিক মনস্তত্ত্বে একে বলা হয় 'বাচনিক আত্মনিয়ন্ত্রণ' (Verbal Self-Regulation)।

- **রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কালজয়ী নির্দেশনা:** আল্লাহর রাসুল (সা.) মুমিনের বাচনিক ফ্রেমওয়ার্ক নির্ধারণ করে দিয়ে বলেছেন:
"যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে।" *(সহিহ বুখারি: ৬০১৮)*
- **মৌনতার আধ্যাত্মিক নিরাপত্তা:** হযরত সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) রাসুল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "হে আল্লাহর রাসুল! আমার জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক বিষয় কোনটি?" রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজের জিহ্বা মোবারক হাত দিয়ে ধরে বললেন, *"এইটি।" (জামে আত-তিরমিযী)*। সালাফদের বিখ্যাত উক্তি হলো— *"কথা যদি রুপা হয়, তবে সঠিক সময়ে চুপ থাকা হলো সোনা।"*

- **ব্যবহারিক থেরাপি (The 3-Second Rule):** আড্ডায় বা কথা বলার সময় কোনো মন্তব্য করার আগে ৩ সেকেন্ড থামুন। নিজেকে প্রশ্ন করুন— *"আমি যা বলছি তা কি সত্য? তা কি কল্যাণকর? তা কি অবধারিত?"* যদি তিনটি উত্তর 'হ্যাঁ' না হয়, তবে মৌনতার ক্ষমতা ব্যবহার করে চুপ হয়ে যান।

১০.২ অন্যের দোষ খোঁজার আগে নিজের আত্মশুদ্ধি ও দোষের খতিয়ান তৈরি করা

মানুষ তখনই অন্যের আড়ালে তার দোষ চর্চা করে, যখন সে নিজের খামতিগুলো সম্পর্কে অন্ধ থাকে। মনস্তত্ত্বের ভাষায় একে বলা হয় **'প্রোজেকশন' (Projection)**— অর্থাৎ নিজের ভেতরের দুর্বলতা লুকাতে অন্যের দুর্বলতাকে বড় করে দেখানো। ইসলাম এর বিপরীতে **'মুহাসাবাহ'** বা আত্মপর্যালোচনার নির্দেশ দেয়।

- **হযরত উমর (রা.)-এর ঐতিহাসিক আইনি মূলনীতি:** "তোমাদের আমলনামার হিসাব নেওয়ার আগে তোমরা নিজেরাই নিজেদের হিসাব নাও। আর তোমাদের আমল পরিমাপ করার আগেই তোমরা নিজেরা তা মেপে দেখো।"
- **আইনের চশমা নিজের দিকে ঘোরানো:** ইমাম হাসান বসরী (রহ.) বলতেন, *"মুমিন তো সেই ব্যক্তি, যে নিজের ভাইয়ের চোখে খড়কুটো দেখার আগে নিজের চোখের বড় বাঁশটির দিকে তাকায়।" **
- **ব্যবহারিক থেরাপি (The Flaw Journal):** প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে ৫ মিনিট আয়নার সামনে দাঁড়ান। অন্যের দোষের তালিকা করার পরিবর্তে নিজের ভেতরের ৩টি প্রধান চারিত্রিক দোষ (যেমন: রাগ, অলসতা, অহংকার) একটি ডায়েরিতে লিখুন এবং তা সংশোধনের জন্য আল্লাহর কাছে কাঁদুন। নিজের দোষ নিয়ে ব্যস্ত মানুষ কখনো অন্যের দোষ খোঁজার সময় পায় না।

১০.৩ মজলিস বা আড্ডা নির্বাচন এবং নেতিবাচক পরিবেশ বর্জনের কৌশল

সামাজিক মনোবিজ্ঞানের (Social Psychology) একটি সুপরিচিত তত্ত্ব হলো **'পিয়ার প্রেশার' (Peer Pressure)** বা পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রভাব। মানুষ যতই নীতিবান হোক না কেন, সে যদি অবিরত এমন বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেয় যাদের প্রধান বিনোদনই হলো পরনিন্দা, তবে সে আজ হোক বা কাল সেই পাপে জড়িয়ে পড়বে।

- **পবিত্র কুরআনের আইনি বাধ্যবাধকতা:** আল্লাহ তাআলা সূরা আল-আনআমে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন— فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ *(স্মরণ হওয়ার পর তুমি আর সেই জালেম (গীবতকারী) সম্প্রদায়ের সাথে বসবে না।)*
- **আড্ডা ফিল্টারিং-এর ৩টি ব্যবহারিক কৌশল:**
  1. **কৌশল ১: 'পজিটিভ ডাইভারশন' বা মোড় ঘোরানো:** আড্ডায় গীবত শুরু হওয়ামাত্রই চতুরতার সাথে নতুন কোনো সমসাময়িক তথ্য, গঠনমূলক আলোচনা বা বৈজ্ঞানিক বিষয় টেবিলে ছুড়ে দিন, যাতে আড্ডার টপিক বদলে যায়।
  2. **কৌশল ২: নীরবতার মাধ্যমে অসন্তুষ্টি প্রকাশ:** গীবত শুরু হলে হাসাহাসি না করে নিজের মুখ গম্ভীর করে রাখুন এবং ফোনের দিকে বা অন্যদিকে তাকিয়ে থাকুন। আপনার এই নীরবতা গীবতকারীকে মনস্তাত্ত্বিক সিগন্যাল দেবে যে আপনি এই অন্যায় উপভোগ করছেন না।
  3. **কৌশল ৩: 'সম্মানজনক প্রস্থান':** যদি দেখা যায় তারা থামছেই না, তবে "আমার একটি জরুরি কাজ আছে" বা "আমাকে একটু ওয়াশরুমে যেতে হবে" বলে ওই বিষাক্ত পরিবেশ থেকে নিজেকে শারীরিক ও মানসিকভাবে সরিয়ে নিন।

১০.৪ মৃত্যু, কবর এবং পরকালের জবাবদিহিতার ভয় অন্তরে জাগ্রত রাখার ব্যবহারিক উপায়

গীবত করার মূল মনস্তাত্ত্বিক কারণ হলো—পরকাল ও জবাবদিহিতার বিষয়ে চরম গাফিলতি (Heedlessness)। মানুষ যখন ভুলে যায় যে তার প্রতিটি শব্দের রেকর্ড তৈরি হচ্ছে, তখনই তার জিহ্বা বেপরোয়া হয়ে ওঠে।

- **রেকর্ডিং ফেরেশতাদের উপস্থিতি:** আল্লাহ তাআলা প্রতিটি মুহূর্তের ট্র্যাকিং সিস্টেম মনে করিয়ে দিয়ে বলেছেন: مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد *(মানুষ এমন কোনো শব্দ উচ্চারণ করে না, যার পাশে একজন সদা প্রস্তুত সংরক্ষণকারী ফেরেশতা উপস্থিত থাকে না।) (সূরা কাফ, আয়াত: ১৮)*
- **কবরের আজাবের সাথে গীবতের সরাসরি আইনি সম্পর্ক:** সহিহ বুখারির বিখ্যাত হাদিসে এসেছে— রাসুলুল্লাহ (সা.) দুটি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় থমকে দাঁড়ালেন এবং বললেন, *"এই দুই কবরবাসীকে আজাব দেওয়া হচ্ছে, আর তাদের বড় কোনো কঠিন কাজের জন্য আজাব দেওয়া হচ্ছে না (যা তারা চাইলেই পরিহার করতে পারত)। তাদের একজন প্রস্রাব থেকে পবিত্র থাকত না,* ***আর অন্যজন সমাজে চোগলখুরি ও মানুষের গীবত করে বেড়াত****।"*
- **ব্যবহারিক থেরাপি :**
    - **কবর জিয়ারত:** সপ্তাহে অন্তত একবার কবরস্থানে যান এবং ভাবুন— আজ আমি যার নামে আড়ালে কথা বলছি, সেও এই মাটির নিচে একা শুয়ে আছে, আমিও কয়েকদিন পর ঠিক এভাবেই একা হয়ে যাব।
    - **মুফতি ও মুফতিয়ানের সমীকরণ স্মরণ করা:** প্রতিদিন সকালে নিজেকে মনে করিয়ে দিন, আজ যদি আমি কারো গীবত করি, তবে আমার সারাদিনের সমস্ত কষ্টের নামাজ ও রোজার সওয়াব কিয়ামতের দিন ওই ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার হয়ে যাবে (হাদিসে মুফলিসের আইনি সূত্র)।

গীবত নিরাময়ের ব্যবহারিক চিকিৎসাপত্র ও চেকলিস্ট :

আধ্যাত্মিক ব্যাধি (Disease)	**মনস্তাত্ত্বিক কারণ (Root Cause)**	**শরিয়তের ওষুধ ও ব্যবহারিক থেরাপি (Remedy)**
১. অনর্গল কথা বলা ও পরনিন্দা	আত্মনিয়ন্ত্রণের অভাব, সস্তা বিনোদন।	মৌনতার ক্ষমতা অনুশীলন (৩ সেকেন্ডের নীরবতা রুল)।
২. অন্যের খুঁত বা দোষ খোঁজা	নিজের অহংকার ও আত্মতুষ্টি।	মুহাসাবাহ ও ডায়েরিতে নিজের দোষের খতিয়ান তৈরি।
৩. আড্ডার স্রোতে ভেসে যাওয়া	পিয়ার প্রেশার ও সামাজিক চক্ষুলজ্জা।	ট্যাক্টিক্যাল প্রস্থান বা মজলিস ফিল্টারিং ফিল্টার।
৪. ভয়হীন বেপরোয়া জিহ্বা	আখেরাত ও কবরের আজাব ভুলে যাওয়া।	ফেরেশতাদের রেকর্ডিং স্মরণ ও নিয়মিত কবর জিয়ারত।

সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়ের মূল শিক্ষা হলো—গীবত থেকে বাঁচা কেবল একটি নৈতিক উপদেশ নয়, এটি মূলত একটি **'মানসিক ও আত্মিক কসরত' (Spiritual Workout)**। সমাজ ও ব্যক্তি যদি এই ৪টি চিকিৎসাপত্র নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারে, তবে পরিবার, কর্মক্ষেত্র ও সমাজ একটি শান্তিময়, নিরাপদ এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের জান্নাতি পরিবেশে রূপান্তরিত হবে।

অধ্যায় ১১: উপসংহার ও সামাজিক নীতিমালা

ইসলামি সমাজ দর্শনের মূল লক্ষ্য হলো এমন একটি সামষ্টিক পরিবেশ গড়ে তোলা, যেখানে প্রতিটি মানুষের জান, মাল এবং ইজ্জত বা সম্মান সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে। এই গবেষণাপত্রের পূর্ববর্তী দশটি অধ্যায়ে আমরা গীবতের মনস্তাত্ত্বিক, ফিকহি, ঐতিহাসিক এবং ডিজিটাল রূপান্তর নিয়ে যে চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছি, তা থেকে একটি বিষয় দিবালোকের মতো স্পষ্ট—**জিহ্বার পাপাচার কেবল ব্যক্তির আখিরাতকেই ধ্বংস করে না, বরং এটি একটি সমাজকে ভেতর থেকে পচিয়ে দেওয়ার জন্য সবচেয়ে মারাত্মক সামাজিক ক্যানসার।** এই সমাপনী অধ্যায়ে গীবত ও পরনিন্দামুক্ত একটি সুস্থ, নিরাপদ এবং ফিতনামুক্ত আদর্শ সমাজ বিনির্মাণের জন্য সুনির্দিষ্ট সমাজবৈজ্ঞানিক সুপারিশমালা এবং গবেষণার উৎসসমূহ সংকলিত করা হলো।

১১.১ একটি সুস্থ, নিরাপদ ও ফিতনামুক্ত আদর্শ সমাজ গঠনে জিহ্বার পবিত্রতার গুরুত্ব

একটি বহুতল ভবনের ভিত্তি যেমন মজবুত ইটের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে, ঠিক তেমনি একটি আদর্শ সমাজের ভিত্তি দাঁড়িয়ে থাকে পারস্পরিক আস্থা ও বাচনিক পবিত্রতার ওপর। সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, যখন কোনো সমাজে গীবতের প্রাদুর্ভাব ঘটে, তখন মানুষের মধ্যে থেকে **'সামাজিক পুঁজি'** বা পারস্পরিক বিশ্বাস বিলুপ্ত হয়ে যায়।

- **সামাজিক নিরাপত্তা ও জিহ্বার বন্ধন:** ইসলামি রাষ্ট্রদর্শনে জিহ্বার পবিত্রতাকে নাগরিক নিরাপত্তার প্রধান শর্ত করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) প্রকৃত মুসলমানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক কোনো আইনের আগে জিহ্বার কথা উল্লেখ করেছেন:
  "প্রকৃত মুসলমান তো সেই ব্যক্তি, যার জিহ্বা এবং হাত থেকে অন্য মুসলমানেরা সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকে।" *(সহিহ বুখারি: ১০)*
- **ফিতনামুক্ত সমাজ:** গীবত হলো সামাজিক ফিতনা বা গৃহবিবাদের মূল চালিকাশক্তি। আড্ডায় একজনের সত্য বা মিথ্যা দোষ অন্যের কানে পৌঁছানোর মাধ্যমে যে ক্ষোভের জন্ম হয়, তা একপর্যায়ে মারামারি, বংশীয় কোন্দল এবং

হত্যাকাণ্ডে রূপ নেয়। তাই সমাজ থেকে অপরাধ ও ফিতনা দূর করতে হলে সর্বাগ্রে নাগরিকদের জিহ্বা ও বর্তমান যুগের ডিজিটাল কীবোর্ডের পবিত্রতা নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

১১.২ পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সামাজিক পর্যায়ে নৈতিকতা চর্চার সুপারিশমালা

গীবতের এই বৈশ্বিক মহামারি থেকে সমাজকে মুক্ত করতে হলে তিন স্তর বিশিষ্ট একটি **সমন্বিত শিক্ষা ও সামাজিক কাঠামো** গড়ে তুলতে হবে:

১. পারিবারিক পর্যায়: 'নো-গীবত জোন' (No-Ghibah Zone)

- **অভিভাবকদের রোল মডেল হওয়া:** শিশুরা মূলত তাদের বাবা-মার বাচনভঙ্গি দেখে বড় হয়। মায়েরা যখন অন্য আত্মীয়দের গীবত করেন বা বাবারা যখন ড্রয়িংরুমে বসে সহকর্মীদের নিন্দা করেন, সন্তানরা তখন পরনিন্দাকে একটি স্বাভাবিক সামাজিক সংস্কৃতি হিসেবে গ্রহণ করে। তাই বাবা-মাকে নিজেদের ঘরকে গীবত উন্মুখ পরিবেশ থেকে মুক্ত রাখতে হবে।
- **পারিবারিক সচেতনতা:** সপ্তাহে অন্তত একদিন পরিবারের সবাই মিলে হুকুকুুল ইবাদ বা মানুষের অধিকারের ওপর ইসলামি বই বা হাদিস পাঠের আসর করা।

২. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পর্যায়: নৈতিক পাঠ্যক্রম

- **আচরণগত সিলেবাস:** স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে কেবল জিপিএ-৫ বা অ্যাকাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি 'বাচনিক ভদ্রতা', সাইবার বুলিং-এর কুফল এবং অন্যের গোপনীয়তার অধিকার নামক বিষয়গুলো নৈতিক শিক্ষার অংশ হিসেবে বাধ্যতামূলক করা।
- **সচেতনতামূলক সেমিনার:** শিক্ষার্থীদের মাঝে "কীবোর্ডের তাকওয়া" বা ডিজিটাল মাধ্যমে অন্যের চরিত্র হনন করার ভয়াবহতা নিয়ে নিয়মিত কাউন্সেলিং-এর ব্যবস্থা করা।

৩. সামাজিক পর্যায়: 'সামাজিক প্রতিরোধ'

- **আড্ডার সংস্কৃতি পরিবর্তন:** পাড়া-মহল্লার ক্লাব, সোসাইটি বা চায়ের দোকানগুলোতে এমন সচেতনতা তৈরি করা যেন কেউ গীবত শুরু করলেই আশেপাশের মানুষ তাকে সামাজিক চাপ-এর মাধ্যমে থামিয়ে দেয়।
- **ডিজিটাল সচেতনতা গ্রুপ:** তরুণদের নিয়ে এমন সাইবার সেল গঠন করা যা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ইতিবাচকতা ছড়াবে এবং ট্রল ও রোস্টিং সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরি করবে।

১১.৩ মসজিদের মিম্বর ও মিডিয়ার ভূমিকা

গণসচেতনতা ও গণমনস্তত্ত্ব গঠনে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং গণমাধ্যমের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। গীবত বিরোধী সামাজিক আন্দোলনে এই দুটি শক্তিকে কৌশলগতভাবে ব্যবহার করতে হবে:

ক. মসজিদের মিম্বর: খতিবদের জোরালো ভূমিকা

ইসলামি সমাজে জুমার খুতবা হলো জনমত গঠনের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। খতিব সাহেবদের প্রতি সুপারিশসমূহ হলো:

- বছরে অন্তত ৪ থেকে ৫টি জুমার খুতবা সুনির্দিষ্টভাবে 'জিহ্বার হেফাজত', 'গীবতের ফিকহি মাসআলা', 'বান্দার হক' এবং 'ডিজিটাল যুগের কীবোর্ড সন্ত্রাস'-এর ওপর প্রদান করা।
- কেবল ইবাদত-বন্দেগির আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে, সামাজিক অপরাধ এবং পরনিন্দার কারণে কীভাবে মানুষের নামাজ-রোজার সওয়াব কিয়ামতের দিন ধ্বংস হয়ে যাবে (হাদিসে মুফলিস), তা সাধারণ মুসল্লিদের সামনে সহজ ভাষায় ফুটিয়ে তোলা।

খ. গণমাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়ার (Media) ভূমিকা

- **সচেতনতামূলক কনটেন্ট:** টেলিভিশন, রেডিও এবং জনপ্রিয় ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলোতে গীবত, সাইবার বুলিং ও অপবাদের ভয়াবহ সামাজিক পরিণতি নিয়ে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, নাটক ও অ্যানিমেশন তৈরি করা।

- **আলেম ও ইনফ্লুয়েন্সারদের যৌথ উদ্যোগ:** বর্তমান যুগের জনপ্রিয় ইউটিউবার এবং তরুণ ইসলামি স্কলারদের যৌথ উদ্যোগে এমন ভিডিও কনটেন্ট তৈরি করা, যা ডিজিটাল তরুণ সমাজকে ট্রল পেজ ও রোস্টিং ভিডিওর গুনাহ সম্পর্কে সচেতন করবে।

১১. পরিশিষ্ট এবং গবেষণা ও তথ্যসূত্র

১. আল-কুরআনুল কারীম

- **আল-কুরআন**, সূরা আল-হুজুরাত (৪৯), আয়াত: ১২ (গীবত, কুধারণা ও তাজাসসুস বা গোয়েন্দাগিরির সুনির্দিষ্ট নিষেধাজ্ঞা)।
- **আল-কুরআন**, সূরা আন-নূর (২৪), আয়াত: ১৫-১৯ (মদিনার সমাজব্যবস্থায় গুজব, 'ইফক্' বা অপবাদ ছড়ানোর সামাজিক ও আইনি শাস্তি)।
- **আল-কুরআন**, সূরা আন-নিসা (০৪), আয়াত: ১৪৮ (মজলুম বা অত্যাচারিত ব্যক্তির বিচারপ্রার্থনা ও জালেমের অন্যায়ের বিবরণের আইনি বৈধতা)।
- **আল-কুরআন**, সূরা কাফ (৫০), আয়াত: ১৮ (মনুষ্য উচ্চারিত প্রতিটি বাচনিক শব্দের ঐশ্বরিক রেকর্ডিং-এর অকাট্য দলিল)।
- **আল-কুরআন**, সূরা আল-হুমাজাহ (১০৪), আয়াত: ০১ (সামনাসামনি ও আড়ালে মানুষের দোষ অন্বেষণকারীদের জন্য পরকালীন হুঁশিয়ারি)।

২. প্রধান হাদিস গ্রন্থসমূহ

- **আল-বুখারি, এম. আই.** (২০০২)। *সহিহ আল-বুখারি* (খন্ড ১-৬)। রিয়াদ, সৌদি আরব: দারুস্ সালাম পাবলিকেশন্স। (বিশেষ রেফারেন্স: কিতাবুল আদব, অনুচ্ছেদ: গীবতের ভয়াবহতা; কিতাবুর রিকাক, অনুচ্ছেদ: জিহ্বার হেফাজত)।
- **মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, এ. এইচ.** (২০০৬)। *সহিহ মুসলিম* (খন্ড ১-৪)। বৈরুত, লেবানন: দারুল ইহয়াউত তুরাছিল আরাবি। (বিশেষ রেফারেন্স: কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাতি ওয়াল আদাব, অনুচ্ছেদ: গীবতের সংজ্ঞা ও 'মুফলিস' বা দেউলিয়া ব্যক্তির গাণিতিক সমীকরণ)।
- **আবু দাউদ, এস. এ.** (২০০৯)। *সুনানে আবু দাউদ* (খন্ড ১-৫)। বৈরুত, লেবানন: আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ। (বিশেষ রেফারেন্স: কিতাবুল হুদুদ,

অনুচ্ছেদ: মায়েয ইবনে মালিকের বিচারিক ঘটনা এবং পচা গাধার গোশত খাওয়ার উপমা; কিতাবুল আদব, অনুচ্ছেদ: গীবত শ্রবণকারীর গুনাহ)।

- **আল-তিরমিযী, এম. ই.** (২০০০)। *জামে আত-তিরমিযী*। কায়রো, মিশর: দারুল হাদিস। (বিশেষ রেফারেন্স: কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ, অনুচ্ছেদ: অনুপস্থিত মুসলিম ভাইয়ের ইজ্জত রক্ষা করার ফজিলত)।
- **আহমাদ ইবনে হাম্বল, এম.** (২০০১)। *মুসনাদে আহমাদ*। কায়রো, মিশর: মুয়াসসাসাতু কুরতুবা। (হাদিস নম্বর: ২৩০০৫, মেহরাজের রাতে নখ দিয়ে মুখ খামচানো গীবতকারীদের শাস্তি)।

৩. ফিকহ, আকাইদ ও তাজকিয়াহ গ্রন্থসমূহ

- **আল-গাজ্জালী, আবু হামিদ মুহাম্মদ.** (২০১২)। *এহয়াউ উলুমিদ্দীন (احياء علوم الدين)* (খন্ড ০৪)। কায়রো, মিশর: মুয়াসসাসাতুল হালাবি। (অধ্যায়: 'আফাতুল লিসান' বা জিহ্বার বিশটি মারাত্মক অপকারিতা ও মনস্তাত্ত্বিক নিরাময়)।
- **আন-নওয়াবী, ইয়াহইয়া ইবনে শরাফ.** (২০১৪)। *রিয়াদুস সালিহীন (رياض الصالحين)*। বৈরুত, লেবানন: দার ইবনে কাথির। (অধ্যায়: 'কিতাবুল উমুরি আল-মানহিয়্যি আনহা'—যেসব ক্ষেত্রে গীবত শরিয়তসম্মতভাবে বৈধ তার সুনির্দিষ্ট ৬টি আইনি ক্ষেত্রের চুলচেরা বিশ্লেষণ)।
- **ইবনে হাজার আল-হাইতামী, এ. এম.** (১৯৮৭)। *আজ-جاভাজির আন ইবতিরাফিল কাবাইর (الزواجر عن اقتراف الكبائر)* (খন্ড ০২)। কায়রো, মিশর: দারুল ফিকর। (অনুচ্ছেদ: গীবত ও বুহতানের শরয়ি হুকুম এবং কবিরা গুনাহের শ্রেণিবিন্যাস)।
- **ইবনে তাইমিয়াহ, আহমেদ ইবনে আবদুল হালিম.** (২০০৫)। *মাজমুউল ফাতাওয়া (مجموع الفتاوى)* (খন্ড ২৪ & ২৮)। মদিনা, সৌদি আরব: কিং ফাহদ কমপ্লেক্স। (অধ্যায়: বান্দার হক এবং গীবত করার পর ফিতনার ভয় থাকলে বিকল্প তওবা ও কাফফারা আদায়ের আধুনিক আইনি ফতোয়া)।
- **ইবনুল কাইয়্যেম আল-জাওযিয়্যাহ, এম. বি.** (১৯queue৬)। *আল-জাওয়াবুল কাফী (الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي)*। মক্কা, সৌদি আরব: দার আলম আল-ফাওয়াইদ। (অধ্যায়: অন্তরের ব্যাধি ও কীবোর্ডের পাপাচার থেকে আত্মশুদ্ধির উপায়)।

৪. আধুনিক ফতোয়া বোর্ড ও সাইবার-ফিকহ জার্নাল

- **আন্তর্জাতিক ইসলামি ফিকহ একাডেমি.** (২০২০)। *রেজোলিউশন নম্বর: ২২৪ (৩/২৩): ডিজিটাল মাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (Facebook, YouTube, WhatsApp) ব্যবহারের শরয়ি আইনি নীতিমালা ও নৈতিক বাধ্যবাধকতা*। জেদ্দা, সৌদি আরব: ওআইসি (OIC)।
- **আল-আজহার ফতোয়া কমিটি.** (২০২২)। *সাইবার বুলিং (Cyberbullying), অনলাইন ট্রলিং (Online Trolling) এবং কমেন্ট সেকশনে চরিত্র হননের ইসলামি আইনি হুকুম ও সামাজিক কুফল*। কায়রো, মিশর: আল-আজহার আল-শরীফ।
- **ইউরোপীয় ফতোয়া ও গবেষণা পরিষদ.** (২০১৮)। *অমুসলিম প্রধান সমাজে বসবাসকারী নাগরিকদের অধিকার: জিম্মি ও অমুসলিমদের গীবত বা অনুপস্থিতিতে কুৎসা রটানোর আইনি নিষেধাজ্ঞা*। ডাবলিন, আয়ারল্যান্ড।
- **সৌদি আরবস্থ স্থায়ী ফতোয়া বোর্ড (Lajna ad-Daimah).** (২০১৫)। *ফতোয়া নম্বর: ২৪২৫১: মৃত ব্যক্তির গুনাহ নিয়ে মিডিয়ায় আলোচনা করার পরকালীন দায়বদ্ধতা ও তার কাফফারা আদায়ের পদ্ধতি*। রিয়াদ, সৌদি আরব।

৫. আধুনিক সমাজবিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্বের সহায়ক গ্রন্থসমূহ

- **আহমেদ, এস. জেড.** (২০২১)। *সোশ্যাল মিডিয়ার মনস্তত্ত্ব এবং মুসলিম সমাজের নৈতিক ক্ষয়*। ঢাকা, বাংলাদেশ: সমকালীন প্রকাশন।
- **خان, ড. মুহাম্মদ আব্দুল মজিদ.** (২০২৪)। *ইসলামি অপরাধবিজ্ঞান ও সমাজ সুরক্ষায় জিহ্বার ভূমিকা: একটি ফিকহি ও সমাজতাত্ত্বিক মূল্যায়ন*। কোলকাতা, ভারত: আল-বালাগ অ্যাকাডেমি।